গবেষণা সিরিজ-৩১

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

'আল-কুরআনে রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে'

প্রচলিত এ কথাটি কি সঠিক?

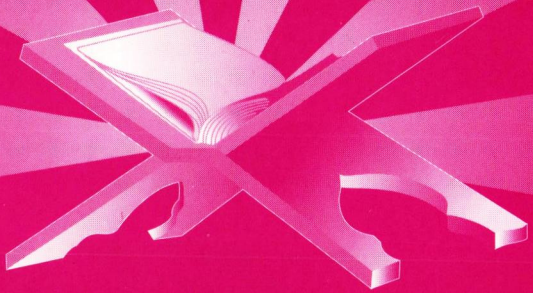

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

FRCS (Glasgow)

কুরআন, হাদীস ও বিবেক- বুদ্ধি অনুযায়ী

'আল- কুরআনে রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' প্রচলিত এ কথাটি কি সঠিক?

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন

চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

প্রফেসর অব সার্জারী
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

www.pathagar.com

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউডিওএইচএস
রোড নং ২৮
মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.revivedislam.com
02-9341150, 01913922558

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১০
প্রথম সংস্করণ: এপ্রিল ২০১০

কম্পিউটার কম্পোজ
কিউ আর এফ

মুদ্রণ ও বাঁধাই
আল মাদানী প্রিন্টার্স এন্ড কার্টুন
চ- ৫৬/১, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা- ১২১২
মোবাইল : ০১৯১১৩৪৪২৬৫

মূল্য ৫৬.০০ টাকা
www.pathagar.com

ক্রম	সূচীপত্র	পৃ:
১.	ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	৫
২.	মূল বিষয়	৯
৩.	নাসিখ- মানসুখ বিষয়ে মাদ্রাসার সিলেবাসের বই এবং অন্য বইয়ে উল্লেখ থাকা তথ্য	৯
৪.	নাসিখ- মানসুখ বিষয়ে মাদ্রাসার সিলেবাসের বই এবং অন্য বইয়ে উল্লেখ থাকা তথ্যের সারসংক্ষেপ	১৪
৫.	কিছু আয়াত কুরআনে প্রথমে ছিল কিন্তু পরে আল্লাহ সেগুলো উঠিয়ে নিয়েছেন - এ কথা সত্য হওয়া সম্ভব কিনা	১৭
৬.	কিছু আয়াত কুরআনে প্রথমে ছিল কিন্তু পরে আল্লাহ সেগুলো (রাসূল স. কে) ভুলিয়ে দিয়েছেন- এরকম হওয়া সম্ভব কিনা	২২
৭.	কুরআনে রহিতকারী (নাসিখ) এবং রহিত হওয়া (মানসুখ) আয়াত উপস্থিত আছে- এ কথা সত্য হওয়া সম্ভব কিনা	২৭
৮.	কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম বা শিক্ষা চালু নেই- এটি হওয়া সম্ভব কিনা	৩৩
৯.	আল- কুরআনের আয়াত নাসিখ- মানসুখ হওয়ার বিষয়ে যে আয়াত সমূহ সাধারণত বলা হয় তার সঠিক ব্যাখ্যা	৩৪
১০.	নাসিখ- মানসুখ দ্বারা কুরআন কর্তৃক কুরআনের আয়াত নয় বরং কুরআন কর্তৃক অন্য কিতাবের আয়াত রহিত হওয়া বুঝানোর বিষয়ে কুরআন- হাদীসের উদাহরণ	৪০
১১.	নাসিখ- মানসুখ বিষয়ে এ পর্যন্তকার আলোচনা থেকে নিশ্চতভাবে যা জানা যায়	৪২
১২.	সুন্নাহ বা হাদীস দ্বারা কুরআন রহিত হওয়া সম্ভব কিনা	৪২
১৩.	তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই বলা আয়াতের প্রচলিত একটি তালিকা	৫২
১৪.	তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই বলা আয়াতের প্রচলিত সর্বশেষ তালিকা	৫৩
১৫.	তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই বলা আয়াত সমূহ পর্যালোচনার সময় যে কথা সাধারণভাবে মনে রাখতে হবে	৫৪
১৬.	মানসুখ আয়াতের প্রচলিত সর্বশেষ তালিকার বাইরের দুখানি আয়াতের মানসুখ না হওয়ার ব্যাখ্যা	৫৫
১৭.	মানসুখ আয়াতের প্রচলিত সর্বশেষ তালিকায় থাকা আয়াত চারখানির মানসুখ না হওয়ার ব্যাখ্যা	৬৩
১৮	শেষ কথা	১০১

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমি একজন বিশেষজ্ঞ সার্জন। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্য বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মজীদ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?'

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন মজীদ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মজীদ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মজীদ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা

www.pathagar.com

করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ অধ্যয়ন শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মজীদ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَـٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

অর্থ: 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু পায়, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (২,বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় অর্থাৎ সামান্য তি এড়াতে তথা ছোট ওজরের কারণে এমনটি করে, তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট- খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট- খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

www.pathagar.com

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ

অর্থ: এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ককারী সাধারণ মানুষের অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের (সা.) মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহ: ২২, নিসা: ৮০) আল্লাহ রাসূলকে (সা.) বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না।

www.pathagar.com

তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিয়াহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ২৬.০৬.২০০৯ ইং তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশেষ করে গবেষণা বিভাগের শওকত আলী জাওহার নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন। 'কুরআনিআ' অনুষ্ঠানটি প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম শুক্রবার সকাল ১০.০০টায় অনুষ্ঠিত হয়।

নবী-রাসূল (আ.) বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন- এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

www.pathagar.com

মূল বিষয়

আল- কুরআনের আয়াত নাসিখ এবং মানসুখ (রহিতকারী এবং রহিত হয়ে যাওয়া) বিষয়ে মাদ্রাসার বইয়ে একটি অধ্যায় আছে যা গুরুত্ব সহকারে ছাত্রদের পড়ানো হয়। বিষয়টি সকল মাদ্রাসা পড়া আলিমগণ জানেন এবং বিশ্বাস করেন। বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হলো- কুরআন, হাদীস ও বিবেক- বুদ্ধির তথ্যের মাধ্যমে যাচাই করা নাসিখ- মানসুখ বিষয়ক প্রচলিত কথাগুলো সঠিক কিনা। আর সঠিক না হলে এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য কি হবে তা জাতিকে জানানো এবং এর মাধ্যমে কুরআনের আয়াত নাসিখ- মানসুখের মহাক্ষতি থেকে মুসলিম জাতি এবং বিশ্ব- মানবতাকে উদ্ধার করা।

চলুন প্রথমে জেনে নেয়া যাক মাদ্রাসার সিলেবাসের বই এবং অন্যান্য বইয়ে এ বিষয়ে কি কি তথ্য আছে অর্থাৎ মাদ্রাসায় নাসিখ- মানসুখ বিষয়ে কি শিখানো হয়।

নাসিখ- মানসুখ বিষয়ে মাদ্রাসার সিলেবাসের বই এবং অন্য বইয়ে উল্লেখ থাকা তথ্য

তথ্য- ১

❑ কুরআন ছাড়া আল্লাহর নাযিল করা অন্য কোন কিতাবে নাসিখ- মানসুখ বিষয়টি না থাকা

"মহান আল্লাহ উম্মতে মহাম্মাদিয়াকে 'নাসখ' দ্বারা বিশেষভাবে বিশেষায়িত করেছেন। অন্য কোন নবীর উম্মতের জন্য 'নাসখ' এর বিধান প্রচলিত ছিল না। অর্থাৎ নাসিখ এবং মানসুখের বিধান শুধু ইসলামী শরীয়াতেই রয়েছে। এর পূর্বে কোন ধর্মেই এ বিধান ছিল না। (অর্থাৎ কিতাবের একটি আয়াত আরেকটি আয়াত দ্বারা রহিত হবার কল্যাণকর ব্যবস্থা শুধু কুরআনেই রয়েছে, পূর্ববর্তী কোন কিতাবে ছিল না)"।

(রাওয়ায়েউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকাম, মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী, অনুবাদক- মাওঃ আমীমুল ইহসান ও মাওঃ মু. মুনিরুজ্জামান। মাদ্রাসার পাঠ্য বই। প্রকাশক- মুহাম্মাদ বিন আমিন, আল বারাকা লাইব্রেরী। পৃ- ৫০)

এ তথ্য থেকে জানা যায়- শুধু আল- কুরআনে, আয়াত নাসিখ- মানসুখের বিষয়টি আছে। আল্লাহর অন্য কোন কিতাবে নাসিখ- মানসুখের বিষয়টি নেই।

www.pathagar.com

তথ্য- ২

❑ নাসখ ব্যবস্থার কল্যাণ

নাসখ এর ব্যবস্থায় মানুষের নানাবিধ কল্যাণ ও উপকার রয়েছে। যেমন-

❖ নাসখ দ্বারা শরী'য়তের বিধানকে সহজ করা হয়েছে। মানুষ যাতে শরী'য়তের বিধানকে সহজে পালন করতে পারে, এ উদ্দেশ্যে শরী'য়তের কোন একটি হুকুমকে রহিত করে তদস্থলে অন্য হুকুমকে সংস্থাপন করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ এরশাদ করেন-

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .

অর্থঃ আল্লাহ তোমাদের কাজকে সহজ করতে চান এবং তোমাদের কাজকে কঠিন করতে চান না। (বাকারা/২: ১৮৫)

❖ নাসখের আর একটি কল্যাণ হলো, সময় উপযোগী হুকুম জারী করা। প্রথমে একটি বিধান নাযিল হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অবস্থার পরিপ্রক্ষিতে উক্ত হুকুমকে রহিত করে যুগ উপযোগী হুকুম প্রদান করা হয়। অনুরূপ কোন সময়ে বা এক স্থানে একটি বিধান মানুষের জন্য হিতকর ছিল, পরবর্তীতে উক্ত বিধান অন্য স্থানে ক্ষতিকর হয়ে যায়। তখন স্থান ও সময়ের পরিবর্তনের কারণে বিধানের নাসখ বা রহিতকরনের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই আল্লাহ তা'য়ালা পূর্বের বিধানকে রহিত করে (বা ভুলিয়ে দিয়ে) প্রয়োজন ও মাসলাহাত অনুযায়ী নতুন হুকুম বা বিধান নাযিল করেন যার মধ্যে উম্মতের কল্যাণ নিহিত। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন-

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا.

অর্থঃ আমি কোন আয়াতকে রহিত করিনা বা ভুলিয়ে দেই না (যতক্ষণ না) তার চেয়ে ভাল অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। (বাকারা/২ : ১০৬)

www.pathagar.com

(রাওয়ায়েউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকাম, মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী, অনুবাদক- মাওঃ আমীমুল ইহসান ও মাওঃ মু. মুনিরুজ্জামান। মাদ্রাসার পাঠ্য বই। প্রকাশক- মুহাম্মাদ বিন আমিন, আল বারাকা লাইব্রেরী। পৃ- ৫০)

এ তথ্যের শিক্ষা হলো- আল্লাহ কুরআনের আয়াত রহিত করেছেন (বা ভুলিয়ে দিয়েছেন) তিনটি কারণে-

ক. আল্লাহর বিধান পালন সহজ করার জন্য তথা জীবনকে সহজ করার জন্য

খ. অধিক কল্যাণের জন্য

গ. বিধানকে সময় তথা যুগ উপযোগী করার জন্য

তথ্য- ৩.১

❑ মানসুখ আয়াতের সংখ্যা

শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ) 'মানসুখ' আয়াতের সংখ্যা বর্ণনা করতে যেয়ে তার রচিত আল ফাউযুল কবীর গ্রন্থে লিখেছেন- **পূর্ববর্তী (সাহাবা ও তাবেঈন) তাফসীরকাররা** 'নসখ' শব্দটি যেভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যবহার করেছেন তাতে এ বিতর্কটি বেশ ব্যাপক হয়ে ওঠে। সে ধারা অনুসরণ করে জ্ঞানের পরীক্ষার ক্ষেত্রও প্রশস্ত হয়ে যায়। তার অনিবার্য ফল দাঁড়ায় মতানৈক্যের প্রসারতা। বস্তুত তাদের সব মতগুলো যদি সামনে রাখা হয়, তাহলে মানসুখ আয়াতের সংখ্যা পাঁচ শতেরও উপরে চলে যায়। বরং সে বিভিন্ন মতগুলো যদি সময় নিয়ে যাচাই করা যায়, তাহলে বুঝা যাবে যে মানসুখ আয়াত অসংখ্য।
পরবর্তীকালের (মুতাআখখারীন) তাফসীরকাররা 'নসখ' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করেছেন, সেই বিবেচনায় অবশ্য মানসুখ আয়াতের সংখ্যা অনেক কম হয়। বিশেষ করে আমরা তার যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছি, সে হিসেবে তার সংখ্যা কয়েকটি মাত্র আয়াতের বেশি নয়। **শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ)** তার বিখ্যাত গ্রন্থ **ইতকানে** কতিপয় তাফসীরকার আলেমের অনুসৃত অর্থের বিশ্লেষণ দানের পর, মুতাআখখারীনদের ধারামতে মানসুখ আয়াতের বর্ণনায় **ইবনে আরাবীর** অনুসরণ করেছেন। এভাবে তিনি ২১টি আয়াত উদ্ধৃত করেছেন। **কিন্তু আমার মতে** এগুলোর ভেতরেও এমন কিছু আয়াত রয়েছে, **যেগুলোকে মানসুখ** বলে আখ্যায়িত করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।
এরপর শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ). **ঐ ২১টি আয়াতের** ব্যাপারে তার **পর্যালোচনা** উল্লেখ করেছেন এবং সবশেষে **লিখেছেন** – 'আল্লামা সুয়ূতীও ইবনে আরাবীর অনুসৃত অভিমত সমর্থন করতে গিয়ে **বলেছেন**, কেবল উপরের

www.pathagar.com

আয়াতগুলো মানসুখ হয়েছে। যদিও তার ভেতরে কিছু কিছু আয়াতের তানসীখ (রহিত হওয়া) সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু এসব আয়াত ছাড়া আর কোন আয়াতের তানসীখ দাবী করা একেবারেই ভিত্তিহীন। বেশি খাটি কথাতো সেগুলোও মানসুখ নয়। এ হিসেবে মানসুখ আয়াতের সংখ্যা আরও কমে যায়। উপরের আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়েছে যে, **আমার কাছে পাঁচটি আয়াতের বেশি মানসুখ নয়।** তাই কেবল সেই পাঁচটি আয়াতের তানসীখই দাবী করা যেতে পারে।

(আল- ফাউযুল কবীর ফী উসূলিত তাফসীর। রচয়িতা - শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ.। বাংলা নাম - কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি। অনুবাদক - অধ্যাপক আখতার ফারুক। প্রকাশক - হাফেজ মাওঃ নোমান ও মাওঃ ইমরান। দ্বিতীয় মুদ্রণ - ২০০৪ ইং। পৃষ্ঠা- ৪৬ থেকে ৫৬)

তথ্য- ৩.২

বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী তার রচিত 'উলুমুল কুরআন' গ্রন্থে লিখেছেন- আমরা পূর্বেই বলে এসেছি যে, পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের পরিভাষায় নসখের ভাবার্থ খুবই ব্যাপক ছিল। তাই তারা মানসুখ আয়াতের সংখ্যা অনেক বেশি সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ), পরবর্তী উলামায়ে কিরামের পরিভাষা অনুযায়ী লিখেন, সমগ্র কুরআনে মাত্র ১৯টি আয়াত মানসুখ।

তারপর শেষযুগে হযরত শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ) সে উনিশটি আয়াতের মাঝে বিশদ ব্যাখ্যা করে মাত্র পাঁচটির মাঝে নসখ স্বীকার করেছেন। আর বাকী আয়াতগুলোর ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত তাফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যা দ্বারা আয়াতগুলোকে মানসুখ হিসেবে মেনে নিতে না হয়। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ আয়াতের মাঝেই হযরত শাহ সাহেবের ব্যাখ্যা যুক্তি ও বিবেকগ্রাহ্য। কিন্তু কোন কোন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মতানৈক্যও রয়েছে।

এরপর বিচারপতি সাহেব, শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ) যে পাঁচখানি আয়াত মানসুখ বলেছেন, সেগুলোকে পর্যালোচনা করেছেন। ঐ পর্যালোচনায় শাহ সাহেবের মানসুখ তালিকার একটি আয়াত পর্যালোচনা করতে যেয়ে লিখেছেন- হযরত শাহ সাহেব এবং অন্যান্যদের বক্তব্য হচ্ছে, এর দ্বারা পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞা (সূরা আহযাবের ৫০ নং আয়াত দ্বারা ৫২ নং আয়াতের বক্তব্য) রহিত হয়ে গেছে। তবে প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে এ আয়াতের নসখের ব্যাপারটা নিশ্চিত নয়। বরং হাফেজ ইবনে জারীর তাবারী (রহ) এর পছন্দনীয় তাফসীরও চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত পুরোটা একেবারেই সাদামাটা। অর্থাৎ উভয় আয়াতই নিজস্ব ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী অবতীর্ণ হয়েছে (উভয় আয়াতের হুকুম চালু আছে)।

www.pathagar.com

(আল- কুরআনের জ্ঞান- বিজ্ঞান। প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড। মূল- বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী রচিত 'উলুমুল কুরআন'। অনুবাদক মাওলানা আবু রাহাত। বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স। দ্বিতীয় প্রকাশ এপ্রিল ২০০৮। পৃষ্ঠা: ১২০- ১২২)

♦♦ এ সকল তথ্যে উল্লিখিত বক্তব্য হতে পরিস্কারভাবে জানা যায় যে- মানসূখ আয়াতের সংখ্যা দিন যত অতিবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ মানব সভ্যতার জ্ঞান যতো বাড়ছে ততো কমে যাচ্ছে।

তথ্য- ৪

❑ নসখের প্রকারভেদ

❖ কুরআন মাজীদে নসখ তিন প্রকার। যথা-

১. যার তিলাওয়াত ও হুকুম উভয়ই রহিত করা হয়েছে
২. যার হুকুম রহিত হয়ে গেছে কিন্তু তিলাওয়াত রহিত হয়নি
৩. যার তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে কিন্তু হুকুম বহাল আছে।

❖ কোন কোন মুফাসসির বলেন নসখ চার প্রকার। যথা-

১. কুরআনকে কুরআন দ্বারা রহিত করা
২. কুরআনকে হাদীস দ্বারা রহিত করা
৩. হাদীসকে কুরআন দ্বারা রহিত করা
৪. হাদীসকে হাদীস দ্বারা রহিত করা

(রাওয়ায়েউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকাম, মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী, অনুবাদক- মাওঃ আমীমুল ইহসান ও মাওঃ মু. মুনিরুজ্জামান। মাদ্রাসার পাঠ্য বই। প্রকাশক- মুহাম্মাদ বিন আমিন, আল বারাকা লাইব্রেরী। পৃ- ৩৬)

তথ্য- ৫

❑ সুন্নত বা হাদীস দ্বারা কুরআন রহিত হওয়া বৈধ কিনা

এ ব্যাপারে মুফাস্সির ও আলেমগণের মধ্যে মতোবিরোধ রয়েছে। যেমন-

ক. অধিকাংশ আহলে হাদীস, ইমাম শাফেয়ী, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আহমেদ, আবদুল্লাহ ইবনে সাইদ, ইবনে সুরাইহ (রহ) প্রমুখ আলেমের মতে কুরআনকে কুরআন ব্যতীত হাদীস বা অন্যকিছু দ্বারা রহিত করা জায়েয নেই।

খ. জমহুরে ফুকাহা, হানাফী আলেমগণ, ইলমে কালাম বিশেষজ্ঞ আলেমগণ, ইমাম মালেক (রহ) প্রমুখ আলেমের মতে সুন্নত বা হাদীস দ্বারা কুরআনকে রহিত করা জায়েয।

www.pathagar.com

(রাওয়ায়েউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকাম, মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী, অনুবাদক- মাওঃ আমীমুল ইহসান ও মাওঃ মু. মুনিরুজ্জামান। মাদ্রাসার পাঠ্য বই। প্রকাশক- মুহাম্মাদ বিন আমিন, আল বারাকা লাইব্রেরী। পৃ- ৪১)

তথ্য- ৬

❑ **নসখের একটি অর্থ আল্লাহর অন্য কিতাবের আয়াত কুরআনের আয়াত দ্বারা রহিত করা**

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহ) তাঁর রচিত আল- ইতকান গ্রন্থে নাসখকে কয়েক প্রকার বর্ণনা করেছেন। তার এক প্রকার হলো- আমাদের শরীয়ত দ্বারা পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়তের বিধানকে রহিত করা। যেমন-

১. কাবাকে কিবলা বানিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসকে মানসুখ (রহিত) করা হয়েছে
২. রমযানের রোযা দ্বারা আশুরার রোযাকে রহিত করা হয়েছে
৩. কেসাস ও দিয়াতকে একত্রে বিধান করা ইত্যাদি

(রাওয়ায়েউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকাম, মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী, অনুবাদক- মাওঃ আমীমুল ইহসান ও মাওঃ মু. মুনিরুজ্জামান। মাদ্রাসার পাঠ্য বই। প্রকাশক- মুহাম্মাদ বিন আমিন, আল বারাকা লাইব্রেরী। পৃ- ৩৫ এবং ৩৬)

☯☯ নসখের এ অর্থটি বর্তমানে চালু নেই। অথচ নসখের প্রকৃত অর্থ এটিই। ইনশাআল্লাহ আমাদের আলোচনায় আমরা তা প্রমাণ করবো।

মাদ্রাসার সিলেবাসের বই এবং অন্যান্য বিখ্যাত বইয়ে নাসিখ- মানসুখ বিষয়ে উল্লেখ থাকা তথ্যের সারসংক্ষেপ

ক. নাসিখ- মানসুখের প্রকারভেদ

১. আল- কুরআনে কিছু আয়াত প্রথমে ছিল কিন্তু পরে আল্লাহ সেগুলো রহিত (মানসুখ) করে কুরআন থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন,
২. আল- কুরআনে কিছু আয়াত প্রথমে ছিল কিন্তু পরে আল্লাহ সেগুলো ভুলিয়ে দিয়েছেন,
৩. কুরআনে রহিতকারী (নাসিখ) এবং রহিত হওয়া (মানসুখ), এ উভয় ধরনের আয়াত উপস্থিত আছে,
৪. কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম বা শিক্ষা চালু নাই,

www.pathagar.com

৫. কুরআনের কিছু আয়াতের হুকুম বা শিক্ষা চালু আছে কিন্তু তিলাওয়াত চালু নাই এবং
৬. কুরআনের আয়াত দ্বারা আল্লাহর পূর্বের কিতাবের আয়াতকে রহিত করা,
৭. কুরআনকে হাদীস দ্বারা রহিত করা (এ বিষয়ে মনীষীদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে)
৮. হাদীসকে কুরআন দ্বারা রহিত করা
৯. হাদীসকে হাদীস দ্বারা রহিত করা

খ. নাসিখ- মানসুখের কারণ

১. আল্লাহর বিধান পালন সহজ করা তথা জীবনকে সহজ করা
২. অধিক কল্যাণের ব্যবস্হা করা
৩. বিধানকে সময় তথা যুগ উপযোগী করা

গ. মানসুখ (রহিত) হওয়া আয়াতের সংখ্যার বিবর্তন

মানসুখ আয়াতের সংখ্যা প্রথম দিকে ছিল পাঁচ শতের বেশি। আর আজকের দিনে (০৩.০৭.২০০৯ ইং) এর সংখ্যা মাত্র চারটি। বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী সাহেব (তিনি এখনও জীবিত আছেন) এ সংখ্যাটি বলেছেন।

সুধী পাঠক, এখন আমরা প্রথমে পর্যালোচনা করবো আল- কুরআনের আয়াত নাসিখ- মানসুখ বিষয়ক প্রচলিত কথাগুলো কুরআন, হাদীস ও বিবেক- বুদ্ধি সম্মত কিনা। তারপর যে সকল আয়াত বা আয়াতের শিক্ষা রহিত হয়ে গিয়েছে বলে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো রহিত না হয়ে থাকলে তার বর্তমান শিক্ষা কি তা পর্যালোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

তিনটি উৎসের তথ্যের মাধ্যমে আমরা আলোচ্য বিষয়টি পর্যালোচনা করবো। উৎস তিনটি হলো- কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস) এবং বিবেক- বুদ্ধি। এ তিনটি উৎস সম্বন্ধে নিম্নের তথ্যগুলো জানা থাকলে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছা সহজ হবে।

বিবেক- বুদ্ধি

❖ বিবেক- বুদ্ধি (সাধারণ জ্ঞান) হলো, ইসলামী বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের আল্লাহ প্রদত্ত সাময়িক উৎস, যা সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্হিত থাকে।

www.pathagar.com

- সূরা আলে ইমরানের ৭ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে মানুষের সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির চিরন্তনভাবে বিরুদ্ধ বা বাইরের বিষয় আল-কুরআনে নেই। দু'একটি বিষয় বর্তমান জ্ঞানে বুঝে না আসলে মানব সভ্যতার জ্ঞান ঐ স্তরে পৌছলে তা বুঝা যাবে।
- মানুষের বিবেক শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই, বিবেকের রায় চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা ত্যাগ করার আগে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

☎☎ বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, 'কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী, বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?' নামক বইটিতে।

আল-কুরআন

- আল-কুরআন হলো ইসলামী জ্ঞান অর্জনের নির্ভুল ও প্রথম চূড়ান্ত উৎস,
- আল-কুরআনের স্পষ্ট বিরুদ্ধ সকল কথাই মিথ্যা, চাই তা যে ব্যক্তি বা গ্রন্থের কথা হোক না কেন,
- যে কোন বিষয়ে আল-কুরআন থেকে সিদ্ধান্তে পৌছতে হলে, উসূলে তাফসীরের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সর্বক্ষণ মনে রাখতে হবে। বিষয়টি হলো কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন তথ্য বা বক্তব্য নেই। একথাটি আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে নিম্নোক্তভাবে জানিয়ে দিয়েছেন-

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا

অর্থঃ কুরআন যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তার নিকট থেকে আসত তবে এতে অনেক পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যেত।

(নিসাঃ ৮২)

ব্যাখ্যা: আল-কুরআনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরস্পর বিরোধী কোন বক্তব্য বা তথ্য নেই।

وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتَابِ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ .

অর্থঃ আর যারা কিতাবের (কুরআন) মধ্যে বৈষম্য (পরস্পর বিরোধিতা) আবিষ্কার করেছে তারা নিশ্চয়ই ঝগড়ার (জেদ) বশবর্তী হয়ে প্রকৃত সত্য হতে অনেক দূরে সরে গেছে। (বাকারা/২: ১৭৬)

www.pathagar.com

❖❖ তাই, আল- কুরআনের কোন আয়াত থেকে একটি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছার আগে সে সিদ্ধান্ত অন্যকোন আয়াতের তথ্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরোধী হচ্ছে কিনা তা অবশ্যই যাচাই করতে হবে। যদি দেখা যায় এরকমটি হচ্ছে তবে ঐ আয়াতের অন্য অর্থ ও ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে। আর এ খুঁজা চালু রাখতে হবে যতদিন অন্য আয়াতের সাথে সম্পূরক অর্থ বা ব্যাখ্যা পাওয়া না যায়।

❖ আল- কুরআন থেকে কোন বিষয়ে চূড়ান্ত-সিদ্ধান্তে পৌছতে হলে ঐ বিষয়টি উল্লেখ থাকা সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে।

হাদীস (সুন্নাহ)

- সুন্নাহ ইসলামী জ্ঞানের দ্বিতীয় চূড়ান্ত উৎস,
- সকল সুন্নাহই হাদীস কিন্তু সকল হাদীস সুন্নাহ (রাসূল স. এর বক্তব্য) নয়,
- কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী, কুরআন ও সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের স্পষ্ট বিপরীত কথা রাসূল (স.) এর হাদীস হতে পারে না,
- হাদীস শাস্ত্রে হাদীসকে সহীহ বলা হয়েছে সনদের (বর্ণনাধারা) ত্রুটিহীনতার ভিত্তিতে, মতনের (বক্তব্য বিষয়) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। তাই, কোন সহীহ হাদীসের বক্তব্য কুরআন ও সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের স্পষ্ট বিরোধী হলে সে হাদীস রাসূল (স.) এর বক্তব্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইসলামী জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি সম্বন্ধে এ কথাগুলো সামনে রেখে চলুন আমরা প্রথমে পর্যালোচনা করি, আল- কুরআনের আয়াত নাসিখ- মানসুখ বিষয়ক প্রচলিত কথাগুলো কুরআন, হাদীস ও বিবেক- বুদ্ধির আলোকে সঠিক হওয়া সম্ভব কিনা-

কিছু আয়াত কুরআনে প্রথমে ছিল কিন্তু পরে আল্লাহ সেগুলো উঠিয়ে নিয়েছেন- এ কথা সঠিক হওয়া সম্ভব কিনা

এ বিষয়ে প্রচলিত কথা হলো- কিছু আয়াত কুরআনে প্রথমে ছিল কিন্তু পরে আল্লাহ সেগুলো উঠিয়ে নিয়ে পালন করা সহজ, অধিক কল্যাণকর বা যুগ

www.pathagar.com

উপযোগী বিধান সম্বলিত আয়াত নাযিল করেছেন। চলুন, এ বিষয়টির সঠিকত্ব পর্যালোচনা করা যাক।

বিবেক- বুদ্ধি

তথ্য- ১

❑ রহিত হওয়া আয়াতের সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাওয়ার দৃষ্টিকোণ

রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াতের সংখ্যা পাঁচ শতের অধিক থেকে বর্তমানে চারটিতে পৌঁছেছে। রহিত হওয়া আয়াতের সংখ্যার এই ব্যাপক কমে যাওয়া প্রমাণ করে যে, নাসিখ- মানসুখের বিষয়টি সঠিক নয়। ইনশাআল্লাহ আমরা ব্যাখ্যা করে দেখাবো ঐ চার আয়াতও মানসুখ হয়নি।

তথ্য- ২

❑ মহান আল্লাহর জ্ঞানের পরিধিকে খাটো করার দৃষ্টিকোণ

আল- কুরআন নাযিল হয়েছে ২৩ বছর সময়ের মধ্যে। আল্লাহর পৃথিবীর সকল কিছুর তিন কালের জ্ঞান আছে। আল্লাহ একটি তথ্য নাযিল করে ২৩ বছরের মধ্যে কোন এক সময়ে, যথাযথ হয়নি বলে তা আবার উঠিয়ে নিয়েছেন, এটি মহান আল্লাহর সিফাতের (গুণ) পরিপন্থী। তাই, বিবেক- বুদ্ধি অনুযায়ী, আল- কুরআনে কিছু আয়াত প্রথমে ছিল কিন্তু পরে আল্লাহ সেগুলো রহিত (মানসুখ) করে কুরআন থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন, এ কথা সঠিক হওয়ার কথা নয়।

তথ্য- ৩

❑ সামাজিক অবস্হার পরিবর্তন হওয়ার কারণে ২৩ বছরের মধ্যে বারবার আয়াত রহিত করার প্রয়োজন হওয়া কিন্তু তারপর সুদীর্ঘকাল সামাজিক অবস্হার ব্যাপক পরিবর্তন হলেও আয়াত পরিবর্তনের প্রয়োজন না হওয়ার দৃষ্টিকোণ

প্রচলিত তথ্য মতে ২৩ বছরে মানুষের সামাজিক অবস্হার যে পরিবর্তন হয়েছে তার উপযোগী করার জন্য কুরআনের অনেক আয়াত স্হায়ীভাবে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে অথবা তার স্হানে পালন করা সহজ বা অধিক কল্যাণকর আয়াত নাযিল করা হয়েছে। এ কথা সত্য হলে আজ নাগাদ তথা ১৫০০ বছরের মধ্যে মানুষের সামাজিক অবস্হার যে পরিবর্তন হয়েছে তার উপযোগী করার জন্য কুরআনের আরো বহু আয়াত উঠিয়ে নেয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। তাই সহজেই বলা যায়, কুরআনের আয়াত রহিত হওয়া সম্বন্ধে প্রচলিত কথা সঠিক নয়।

www.pathagar.com

তথ্য- ৪

❑ ইসলামের শত্রুদের মহান আল্লাহ সম্বন্ধে চরম অমর্যাদাকর প্রচারণা চালানোর সুযোগ তৈরি করে দেয়ার দৃষ্টিকোণ

প্রচলিত নাসিখ- মানসুখের বিষয়টি ইসলামের শত্রুদের মহান আল্লাহ সম্বন্ধে চরম অমর্যাদাকর প্রচারণা চালানোর সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং তারা এটি আরম্ভও করে দিয়েছে। যেমন-

'This shows an Allah who is bereft of foresight, with a fickle mind and incapable of assessing the weakness and strength of Muhammad or his followers. This is of course a blasphemous characterization of any Omniscient divinity. Neither in the Hebrew Bible nor in the New Testament are there such verses. The God of Israel is not shown to give one command one instance and then changes it either immediately, shortly afterwards or much later because He did not realize that it was too onerous to be fulfilled by mere humans.'

(www.inthenameofallah.org)

অর্থঃ '(কুরআনের নাসিখ মানসুখের বিষয়টি) প্রমাণ করে যে, আল্লাহ এমন একটি সত্তা যার দূরদর্শিতার অভাব আছে। যিনি অস্থিরচিত্ত এবং মুহাম্মাদ ও তাঁর অনুসারীদের দুর্বলতা ও শক্তি বুঝতে অপারগ। এটি অবশ্যই সর্বজ্ঞ এক সত্তার সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা। হিব্রু বাইবেল বা নিউ টেস্টামেন্টে এমন কোন আয়াত নেই। ইসরাইলের প্রভুর সম্বন্ধে এমনটি দেখা যায়নি যে, তিনি একটি আদেশ দিয়েছেন তারপর সেটি সাথেসাথে, অল্পসময় পরে বা বেশকিছু সময় পরে পরিবর্তন করেছেন এ কারণে যে, তিনি বুঝতে পারেননি সেটি মানুষের পক্ষে পালন করা খুব কঠিন হবে'।

কুরআনে নাসিখ- মানসুখ আয়াত থাকলে এ ওয়েব সাইটে মহান আল্লাহ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাকে সত্য না বলে উপায় থাকে না (নাউজু বিল্লাহ)। তাই এ আলোকেও বলা যায় কুরআনের আয়াত নাসিখ- মানসুখ হওয়া সম্বন্ধে প্রচলিত কথা সঠিক হতে পারে না।

আল- কুরআন

তথ্য- ১

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ.

www.pathagar.com

অর্থঃ আমি তোমার পূর্বে এমন কোন নবী কিংবা রাসূল পাঠাইনি যার সাথে এমন ঘটনা ঘটেনি যে, যখন সে কোন (আয়াত বা আয়াতের হুকুম প্রতিষ্ঠিত করার) আকাংখা করেছে কিন্তু শয়তান তার আকাংখায় প্রতিবন্ধক হয়নি। কিন্তু আল্লাহ শয়তানের প্রতিবন্ধকতাগুলোকে মানসুখ (রহিত বা ব্যর্থ) করে দিয়েছেন এবং নিজের আয়াত সমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন (মানসুখ হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন)। (হজ্জ / ২২ : ৫২)

ব্যাখ্যাঃ এ আয়াতে কারীমার দু'টি বিশেষ তথ্য হলো-

- অন্য নবী- রাসূলগণের প্রতি নাযিল হওয়া কিতাবের আয়াত বা তার হুকুম, মানসুখ করার চেষ্টা নানাভাবে করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা হতে দেননি। অর্থাৎ একই কিতাবে, আয়াত বা হুকুম নাসিখ- মানসুখ হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর কিতাবের অন্যকোন সংস্করণের বেলায় ঘটেনি। আর সকল মনীষীগণ এ বিষয়ে একমত, তা আমরা আগে দেখেছি। কিন্তু এ আয়াতে কুরআনে নাসিখ- মানসুখের ঘটনা ঘটেছে কিনা তা আল্লাহ সরাসরি বলেননি। তবে এ অবাস্তব ঘটনা আল্লাহর কিতাবের অন্য সংস্করণে না ঘটলে শেষ সংস্করণেও ঘটবে না এটিই স্বাভাবিক। আর এ কথা আল্লাহ যে সকল আয়াতের মাধ্যমে জানিয়েছেন তা পরে আসছে।
- এ আয়াতে আল্লাহ 'মানসুখ করা' (فَيَنسَخُ) শব্দটির বিপরীত শব্দ হিসেবে 'সুপ্রতিষ্ঠিত করা' (يُحْكِمُ) শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

তথ্য- ২

الر. كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

অর্থঃ আলিফ লাম রা। এটা (আল- কুরআন) এমন কিতাব যার আয়াতগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত (মানসুখ হওয়া থেকে সংরক্ষিত) এবং সবিস্তারে বর্ণিত। (এটি এসেছে) এমন এক সত্ত্বার নিকট থেকে যিনি মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ।(সূরা হুদ/ ১১ : ১)

ব্যাখ্যাঃ يُحْكِمُ এবং أُحْكِمَتْ শব্দ দুটির মূল একই। তাই, ১ নং তথ্যে يُحْكِمُ তথা 'সুপ্রতিষ্ঠিত করা' কথাটি যেমন মানসুখ করার বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এ আয়াতে أُحْكِمَتْ শব্দটি তেমনি মানসুখ করার বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ এ আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, 'আলিফ লাম রা। এটা (আল- কুরআন) এমন কিতাব যার আয়াতগুলো মানসুখ হওয়া থেকে সংরক্ষিত এবং সবিস্তারে বর্ণিত। (এটি এসেছে) এমন এক সত্ত্বার নিকট থেকে যিনি মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ।

www.pathagar.com

তাই, এ আয়াত হতে বুঝা যায়, কুরআনের আয়াতের নাসিখ- মানসুখ বিষয়ক প্রচলিত ধারণা সঠিক নয়।

তথ্য- ৩

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .

অর্থঃ নিশ্চয় আমিই আয্‌যিকর (আল কুরআন) নাজিল করেছি এবং নিশ্চয়ই আমি এর হিফাযাতকারী (সংরক্ষণকারী)। (সূরা হিজর / ১৫ : ৯)

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ এখানে স্বার্থহীনভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি কুরআনকে হিফাজাত করবেন। কুরআনের অনেক আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবার উঠিয়ে নিলে বা তার হুকুমকে রহিত করলে কুরআনকে হিফাজাত করা হয় না। তাই, এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায় কুরআনের অনেক আয়াত রহিত করা হয়েছে এ কথা কোনভাবেই সত্য হতে পারে না। এখানে আল্লাহ 'মানসুখ না হওয়া' কথাটি 'হিফাজাত করা' কথাটি দ্বারা বুঝিয়েছেন।

তথ্য- ৪

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ . رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً . فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ .

অর্থঃ আহলে কিতাব এবং মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তারা (কুফরী করা থেকে) বিরত থাকতে তৈরি ছিল না যতক্ষণ না তাদের নিকট অকাট্য দলিল আসবে। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল (মুহাম্মাদ সা.) যিনি তিলাওয়াত করে শুনাবেন ত্রুটিমুক্ত সহীফা (কিতাব); যাতে স্থায়ী লেখাসমূহ লিপিবদ্ধ থাকবে। (সূরা বাইয়িনাহ / ৯৮: ১- ৩)

ব্যাখ্যাঃ এখানে আল্লাহ তা'য়ালা আহলে কিতাব এবং মুশরিকদের দাবির উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে কুরআনে যা লিপিবদ্ধ থাকবে তা হবে চিরস্থায়ী। অর্থাৎ কুরআনের নাযিল হওয়া কোন আয়াত বা তার শিক্ষা কখনো মানসুখ (রহিত) হবে না।

তথ্য- ৫

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا . قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا .

www.pathagar.com

অর্থঃ সমগ্র প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর বান্দাহ (মুহাম্মাদ সা.) এর উপর আল কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেন নি। (তিনি ইহাকে) স্থায়ীভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। যেন (তা অনাগতকাল ধরে) মানুষকে আল্লাহর কঠিন আযাব থেকে সাবধান করতে এবং যারা ঈমান এনে নেক আমল করে তাদেরকে সুখবর দিতে পারে যে, তাদের জন্য উত্তম প্রতিফল রয়েছে।

(সুরা কাহাফ / ১৮: ১- ২)

ব্যাখ্যাঃ এ আয়াতে কুরআনকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত কিতাব বলা হয়েছে। এখান থেকেও পরিস্কারভাবে বুঝা যায়- কুরআনের কোন আয়াত বা তার শিক্ষা কখনো মানসুখ হবে না।

তথ্য- ৬

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا.

অর্থঃ আমি কোন আয়াতকে রহিত করি না বা ভুলিয়ে দেই না (যতক্ষণ না) তার চেয়ে অধিক কল্যাণকর অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি।

(বাকারা/২ : ১০৬)

ব্যাখ্যাঃ এ আয়াতের সরল অর্থ থেকে মনে হয় আল্লাহ কুরআনের কিছু আয়াত মানসুখ করেছেন। আর এ আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যাই হলো কুরআনের আয়াত রহিত হওয়ার প্রধান দলিল। কিন্তু আয়াতের এ অর্থ পূর্বে উল্লিখিত ৬টি তথ্যের আয়াতের শিক্ষা এবং সাধারণ বিবেক- বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই, আয়াতে কারীমার প্রচলিত ব্যাখ্যা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ আয়াতখানির প্রকৃত ব্যাখ্যা নিয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

♦♦ কুরআন ও বিবেক- বুদ্ধির এ সকল তথ্য থেকে স্পষ্ট জানা ও বুঝা যায় যে, কিছু আয়াত কুরআনে প্রথমে ছিল কিন্তু পরে আল্লাহ সেগুলো উঠিয়ে নিয়েছেন- এ কথা সত্য বা সঠিক নয়।

আল- কুরআনে কিছু আয়াত প্রথমে ছিল কিন্তু পরে আল্লাহ সেগুলো ভুলিয়ে দিয়েছেন- এ রকমটি হওয়া সম্ভব কিনা

এ বিষয়ে প্রচলিত কথা হলো – কিছু আয়াত প্রথমে কুরআনে ছিল। কিন্তু পরে আল্লাহ তা রাসূল (স.) কে ভুলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে কুরআন থেকে উঠিয়ে নেন। আর এই ভুলিয়ে দেয়ার কারণ হলো- ঐগুলো কঠিন ও কম কল্যাণকর হওয়া বা যুগ উপযোগী না হওয়া। চলুন, এখন এ বিষয়টির সঠিকত্ব পর্যালোচনা করা যাক।

www.pathagar.com

বিবেক- বুদ্ধি

কুরআনের তৈরিকারক হলেন মহান আল্লাহ। এর মূল কপিখানি লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে। জিব্রাইল (আ.) ২৩ বছর ধরে মূল কুরআনের কিছু কিছু আয়াত এনে রাসূল (স.) কে হুবহু (অক্ষর, দাড়ি, কমা, সেমিকোলন ও যতিচিহ্ন সহ) পড়ে শুনিয়েছেন। রাসূল (স.), তার কুরআন লেখার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা ব্যক্তিদেরকে সেটি হুবহু পড়ে শুনিয়েছেন। আর লেখকগণ তা হুবহু লিপিবদ্ধ করেছেন।

কোন বিষয়, বিশেষ করে তা যদি বড় হয়, একবার শুনার পর হুবহু বর্ণনা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। বরং সাময়িক বা স্থায়ী ভুল হওয়া বা কিছু অংশ ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু রাসূল (স.) এর ব্যাপারে এটি হয়েছে কি? অথবা আল্লাহ কি এটি হতে দিয়েছেন? সাধারণ বিবেক বলে মহান আল্লাহর এটি হতে না দেয়ার কথা। কারণ, এটি হয়ে থাকলে আল্লাহর নাযিলকৃত সকল আয়াত কুরআনে থাকা না থাকা এবং কুরআনের সকল আয়াত আল্লাহর নাযিলকৃত কিনা এ বিষয়ে বিরাট সন্দেহের সৃষ্টি হবে। চলুন দেখা যাক এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে কি তথ্য আছে।

আল- কুরআন

তথ্য- ১

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ.

অর্থ: (হে নবী, নাযিলের সময় কুরআনকে) তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য আপনার জিহ্বাকে নাড়াবেন না। এটা মুখস্থ করিয়ে দেয়া এবং পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব।
(ক্বিয়ামাহ : ১৬ ও ১৭)

ব্যাখ্যা: কুরআন নাযিল শুরু হওয়ার প্রথম দিকে, ভুলে যাওয়ার ভয়ে জিব্রাইল (আ.) এর নিকট থেকে কোন আয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গে, বারবার উচ্চারণ করে রাসূল (স.) তা মুখস্থ করে নেয়ার চেষ্টা করতেন। ভুল হওয়া বা ভুলে যাওয়া, আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী স্বাভাবিক বলে রাসূল (স.) এটি করতেন। রাসূল (স.) এর এই প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে জিব্রাইল (আ.) এখানে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআনের কোন আয়াত তিনি যাতে ভুলে যেতে না পারেন, সে দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন। আর রাসূল (স.) কে কুরআন ভুলতে না দেয়ার বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার একটি ব্যবস্থা ছিল,

www.pathagar.com

জিব্রাইল (আ.) কর্তৃক প্রতিবছর একবার, নাযিল হওয়া সকল আয়াত, রাসূল (স.) কে আবৃত্তি করে শুনানো। এ বিষয়ের হাদীস পরে আসছে।

তথ্য- ২

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ . إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.

অর্থঃ আমি আপনাকে পড়িয়ে দেব। সুতরাং আপনি ভুলে যাবেন না। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত। (আ'লা / ৮৭: ৬,৭)

ব্যাখ্যাঃ ভুলে যাওয়ার ভয়ে জিব্রাইল (আ.) এর নিকট থেকে আয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গে, বারবার উচ্চারণ করে মুখস্থ করে নেয়ার চেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে, এখানে আল্লাহ তা'য়ালা প্রথমে রাসূল (স.) কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ভুলে যাওয়ার ভয় নেই। কারণ, তিনি তাকে পড়িয়ে দিবেন। এক নাম্বার তথ্যের আয়াত ও (পরে আসা) হাদীসের বক্তব্যের সাথে মিল রেখে তাই বলা যায় যে, আল্লাহ প্রথমে এখানে রাসূল (স.) কে বলেছেন, ভুলে যাওয়ার ভয় নেই। কারণ, বার বার জিব্রাইলের মাধ্যমে পড়িয়ে দিয়ে তিনি কুরআনের প্রতিটি আয়াত তার স্মরণ রাখার ব্যবস্থা করবেন।

এরপর আয়াতখানিতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত'। অসতর্ক ব্যাখ্যায় মনে হয়, এখানে বলা হয়েছে, কিছু আয়াত নিজ ইচ্ছায় আল্লাহ রাসূল (স.) কে ভুলিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, এ বক্তব্য আয়াতের প্রথম অংশ এবং ১নং তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের বিপরীত হয়ে যায়।
এ আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা বুঝতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে, 'আল্লাহর ইচ্ছা' বলতে আল- কুরআনে সাধারণভাবে কি বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছা বলতে কুরআনে সাধারণভাবে বুঝানো হয়েছে 'আল্লাহর অতাৎক্ষনিক ইচ্ছা' তথা তাঁর তৈরি করে রাখা 'প্রকৃতিক আইন'। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক- বুদ্ধি অনুযায়ী, আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' নামক বইটিতে।

তাই, আয়াতের 'আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত' অংশের প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে- আল্লাহর অতাৎক্ষনিক ইচ্ছা তথা তাঁর তৈরি করে রাখা প্রাকৃতিক আইনে ভুলে যাওয়া বা না যাওয়ার যে নিয়ম আছে সে নিয়ম অনুযায়ী ভুলে যাওয়া ব্যতীত। প্রাকৃতিক আইনের ভুলে যাওয়ার সে নিয়ম হলো – একবার শুনার পর মানুষের একটি বিষয়ের শাব্দিক বর্ণনায় কিছু ভুল হতে পারে। তবে তাকে যদি বিষয়টি বার বার শুনানো হয় তবে ঐ ভুল হবে না। আর এ জন্যই আল্লাহ জিব্রাইল (আ.) এর

www.pathagar.com

মাধ্যমে রাসূল (স.) কে বার বার কুরআন পড়িয়ে শুনিয়েছেন এবং জিব্রাইল (আ.) ও রাসূল (স.) এর পড়া শুনেছেন।

তথ্য- ৩

রাসূল (স.) এর স্থায়ীভাবে কুরআনের কিছু আয়াত ভুলে যাওয়ার অর্থ হলো আয়াতগুলো কুরআন থেকে রহিত হয়ে যাওয়া। কিন্তু আমরা দেখেছি পূর্বে উল্লিখিত অনেকগুলো আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল- কুরআনের একখানি আয়াতও রহিত হয়নি। তাই, রাসূল (স.) এর ভুলে যাওয়ার কারণে কুরআনের কিছু আয়াত স্থায়ীভাবে রহিত হয়ে গেছে এ কথা সত্য হতে পারে না।

আল- হাদীস

তথ্য- ১.১

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ كَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. بخارى و مسلم

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: দানের ব্যাপারে রাসূল (স.) ছিলেন সর্বাপেক্ষা দারাজদিল। আর তাঁর এই দারাজদিল অবস্থা রমযানে সর্বপেক্ষা বেড়ে যেত। রমযানের প্রত্যেক রাতেই জিব্রাইল (আ.) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং রাসূল (স.) তাঁকে কুরআন আবৃত্তি করে শুনাতেন। যখন তাঁর সঙ্গে জিব্রাইল (আ.) সাক্ষাৎ করতেন, তখন তাঁর দান, বর্ষণকারী বাতাস অপেক্ষাও বেড়ে যেত।
(বুখারী ও মুসলিম)

তথ্য- ১.২:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ .

www.pathagar.com

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (স.)- এর নিকট প্রত্যেক বছর (রমযানে) কুরআন একবার আবৃত্তি করা হত। কিন্তু যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন সে বছর আবৃত্তি করা হল দুবার। তিনি প্রত্যেক বছর এতেকাফ করতেন ১০ দিন। কিন্তু এন্তেকালের বছর এতেকাফ করেন ২০ দিন। (বুখারী)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: এ হাদীস দু'খানির মাধ্যমে জানা যায় যে, প্রত্যেক রমযানে, ঐ সময় পর্যন্ত যতটুকু কুরআন নাযিল হয়েছে, জিব্রাইল (আ.) তা একবার রাসূল (স.) কে আবৃত্তি করে শুনাতেন এবং রাসূল (স.)ও একবার জিব্রাইল (আ.)কে আবৃত্তি করে শুনাতেন। এন্তেকালের বছরে দুবার এটি করা হয়। কেন আল্লাহ এটি করেছিলেন তা একটি গুরুত্বপূর্ণ জানা ও বুঝার বিষয়। আল্লাহ জানেন যে, তাঁর তৈরি করে রাখা প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী মানুষের পক্ষে ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই সহজেই বুঝা যায়, রাসূল (স.) যেন স্থায়ীভাবে কুরআনের কোন অংশ ভুলে না যান সে জন্যই আল্লাহ এ ব্যবস্থাটি করেছিলেন। এখান থেকে সহজেই বলা যায় যে, ভুলে যাওয়ার কারণে তিলাওয়াতের সময়, দু'একবার হয়তো রাসূল (স.) এর কোন আয়াত বাদ যেয়ে থাকতে পারে। তবে তা অবশ্যই স্থায়ী হয়নি। পরে তিনি সেটি সংশোধন করে দিয়েছেন। আর এ কারণে, এন্তেকালের বছর অর্থাৎ পুরো কুরআন নাযিল হওয়ার বছরে, ভুল না থাকার বিষয়ে নিশ্চিত করা বা হওয়ার জন্য, দু'বার জিব্রাইল (আ.) রাসূল (স.)কে কুরআন আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন এবং রাসূল (স.)ও দু'বার জিব্রাইল (আ.)কে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন।

তথ্য- ২

একদা নামাজে রাসূল (স.) একটি আয়াত বাদ দিয়ে গেলেন। নামাজ শেষে রাসূল (স.) বললেন, আমাদের এ দলে 'উবাই' উপস্থিত নেই? উবাই উত্তরে বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ উপস্থিত আছি। রাসূল (স.) বললেন, তুমি আমাকে কেন স্মরণ করালে না? তিনি বললেন, এ আশংকায় যে, আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। তখন রাসূল (স.) বললেন, আয়াতটি রহিত হয়নি; কিন্তু আমি পাঠ করতে ভুলে গিয়েছি।

(আত তাবারী, ১ম খন্ড, পৃ- ৪৭৮ ; ফখরুর রাযী, ৩য় খন্ড, পৃ.- ২৩১) (রাওয়ায়েউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকাম, মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী, অনুবাদক- মাওঃ আমীমুল ইহসান ও মাওঃ মু. মুনিরুজ্জামান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ফাযিল ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক। আল বারাকা লাইব্রেরী,পৃ- ১৯)

www.pathagar.com

হাদীসটির পর্যালোচনা: সুনান আবু দাউদ গ্রন্থের ৯০৭ নং হাদীসে রসূল (স.) এর প্রশ্ন পর্যন্ত উল্লেখ রয়েছে, পরবর্তী অংশটির উল্লেখ নেই। প্রকৃতপক্ষে এ অংশটুকু পরবর্তীতে সংযোজন করা হয়েছে। আর হাদীসটির প্রকৃত অংশ সূরা আ'লা: ৬- ৭ আয়াতের বাস্তব দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ রসূল (স.) কুরআনের কোন অংশ সাময়িকভাবে ভুলে যাওয়া তাঁর মন মগজে কুরআন সংরক্ষিত থাকার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়।

♦♦ কুরআন ও হাদীসের এ সকল তথ্য থেকে স্পষ্ট জানা ও বুঝা যায় যে, আল্লাহ রাসূল (স.)কে কুরআনের কিছু আয়াত স্থায়ীভাবে ভুলিয়ে দিয়েছেন কথাটি সঠিক নয়।

কুরআনে রহিতকারী (নাসিখ) এবং রহিত হওয়া (মানসুখ) আয়াত উপস্থিত আছে - এ কথা সত্য হওয়া সম্ভব কিনা

এ বিষয়ে প্রচলিত কথাটি হলো- কুরআনের কিছু আয়াত অন্য কিছু আয়াতকে রহিত করেছে এবং এ উভয় ধরনের আয়াতই বর্তমান কুরআনে উপস্থিত আছে। রহিতকারী আয়াতকে নাসিখ আয়াত এবং রহিত হওয়া আয়াতকে মানসুখ আয়াত বলা হয়। চলুন এখন এ বিষয়টির সঠিকত্ব পর্যালোচনা করা যাক।

বিবেক- বুদ্ধি

তথ্য- ১

❑ ব্যবহারিক গ্রন্থের একই সংস্করণে রহিতকারী (নাসিখ) এবং রহিত হওয়া (মানসুখ) বিষয় না থাকার দৃষ্টিকোণ

পৃথিবীতে যতো ব্যবহারিক গ্রন্থ আছে তার কোনটির একই সংস্করণের বিভিন্ন স্থানে, রহিতকারী এবং রহিত হওয়া বিষয় থাকে না। কারণ, রহিত হওয়া বিষয়টি ক্ষতিকর বা কম কল্যাণকর বলেই রহিত করা হয়। তাই, কোন ব্যক্তি যদি না জানা বা ভুলে যাওয়ার কারণে রহিত হওয়া বিষয়টি অনুসরণ করে কাজ করে তবে সে নিজের বা অপরের ক্ষতি করবে। যেমন, ডাক্তারী বিদ্যার সার্জারী বইয়ের একই সংস্করণের বিভিন্ন জায়গায় যদি রহিতকারী বা রহিত হয়ে যাওয়া তথ্য লেখা থাকে তবে একজন সার্জন ভুলে যাওয়া বা না জানার কারণে রহিত হওয়া তথ্য অনুসরণ করে অপারেশন করলে রোগী মারা যাবে বা রোগীর বিশেষ ক্ষতি হবে। বাস্তবতার এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাই সহজেই বলা যায় যে, কুরআনের

www.pathagar.com

ন্যায় একখানি ব্যবস্থাপত্রিক গ্রন্থে রহিতকারী এবং রহিত হওয়া আয়াত উপস্থিত থাকতে পারে না।

তথ্য- ২

❑ আল্লাহর পাঠানো অন্য কিতাবে নাসিখ-মানসুখ আয়াত না থাকার দৃষ্টিকোণ

পূর্বে উল্লিখিত রাওয়ায়েউল বায়ান ফী আফসীরি আয়াতিল আহকাম (মূল- মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী, অনুবাদক- মাওঃ আমীমুল ইহসান ও মাওঃ মু. মুনিরুজ্জামান) গ্রন্থের পৃষ্ঠা নং ৫০ এবং www.inthenameofallah.org ওয়েব সাইটে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহর কিতাবের আয়াত নাসিখ- মানসুখের বিষয়টি শুধুমাত্র কুরআনে আছে। আল্লাহর পাঠানো অন্যকোন কিতাবে এটি নাই। সঠিক কথা হলো আল্লাহর অন্য কিতাবে যেমন নাসিখ- মানসুখ বিষয়টি নেই তেমনই কুরআনেও তা নেই।

আল- কুরআন

তথ্য- ১.১

সাধারণত একটি আয়াত অন্য একটি আয়াত দ্বারা রহিত তখনই হয় যখন আয়াত দুটির বক্তব্য পরস্পর বিরোধী হয়। কিন্তু আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোন বক্তব্য নেই। যেমন-

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا

অর্থঃ কুরআন যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তার নিকট থেকে আসত তবে এতে অনেক পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যেত। (নিসাঃ ৮২)

ব্যাখ্যা: আল- কুরআনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরস্পর বিরোধী কোন বক্তব্য বা তথ্য নেই।

তথ্য- ১.২

وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتَابِ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ .

অর্থঃ আর যারা কিতাবের (কুরআন) মধ্যে বৈষম্য (পরস্পর বিরোধিতা) আবিষ্কার করেছে তারা নিশ্চয়ই ঝগড়ার (জেদ) বশবর্তী হয়ে প্রকৃত সত্য হতে অনেক দূরে সরে গেছে। (বাকারা/২: ১৭৬)

♦♦ এ আয়াত দু'খানির আলোকে তাই স্পষ্ট করে বলা যায় কুরআনে রহিতকারী এবং রহিত হওয়া উভয় ধরনের আয়াত থাকতে পারে না।

www.pathagar.com

তথ্য- ২

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ط مَا كَانَ حَدِيْثٌ يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ .

অর্থঃ অতীত কালের লোকদের কাহিনী থেকে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষা আছে। কুরআনে কোন বক্তব্য (তথ্য) বেহুদা উল্লেখ করা হয়নি। বরং তা পূর্বে আসা সকল কিতাবের সত্যতা ঘোষণাকারী, একটি অন্যটির ব্যাখ্যা এবং ঈমানদার লোকদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত। (ইউসুফ/১০: ১১১)

ব্যাখ্যাঃ এ আয়াতের মাধ্যমেও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনের প্রতিটি আয়াতের শিক্ষা চালু আছে। তাই, আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই এটি কুরআন বিরোধী কথা।

তথ্য- ৩

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ . فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ . وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ .

অর্থঃ তোমরা কি কিতাবের কিছু বিশ্বাস করবে আর কিছু অবিশ্বাস করবে? তোমাদের মধ্যে যারা ঐ রকম করবে, দুনিয়ার জীবনে তাদের বদলা শুধু লাঞ্ছনা। আর পরকালে তাদের পৌঁছে দেয়া হবে কঠিন শাস্তির দিকে।

(বাকারা/২ : ৮৫)

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ এখানে যারা কুরআনের কিছু আয়াতকে বিশ্বাস করবে তথা বিশ্বাস, শিক্ষা গ্রহণ ও আমল করবে কিন্তু কিছু আয়াতকে অবিশ্বাস করবে তথা বিশ্বাস, শিক্ষা গ্রহণ ও আমল করবে না, তাদের দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং পরকালে দোযখ ভোগের ঘোষণা দিয়েছেন। কারণ, এটি কুরআনের শিক্ষার বিপরীত আচরণ।

কুরআনে উপস্থিত থাকা কিছু আয়াত অন্য আয়াত দ্বারা রহিত, এ কথা বলার অর্থ হলো এটি বলা যে, কুরআনে উপস্থিত কিছু আয়াতের শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিজে আমল করা বা অন্যকে আমল করতে বলার দরকার নেই। আলোচ্য আয়াত অনুযায়ী, কুরআনের শিক্ষার বিপরীত হওয়ার কারণে এ ধরনের কথা

www.pathagar.com

বলা বা বিশ্বাস করা ব্যক্তিদের, দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং পরকালে দোযখ ভোগ করতে হবে।

এ আয়াতের আলোকেও তাই সহজে বলা যায়, কুরআনে উপস্থিত থাকা কিছু আয়াত অন্য আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে এটি সম্পূর্ণ কুরআন বিরুদ্ধ কথা।

তথ্য- ৪

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى. الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ . ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ . فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ . ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ .

অর্থঃ হিদায়াত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পর যারা তা হতে ফিরে যায়, তাদের জন্য শয়তান ঐরূপ আচরণকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে এবং মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা তাদের জন্য দীর্ঘ করে দিয়েছে। এটা এ জন্য যে, তারা আল্লাহর নাযিল করা বিষয়কে (কিতাব বা দীনকে) অপছন্দকারীদের বলে, কোন কোন বিষয়ে আমরা তোমাদের অনুসরণ করব। আল্লাহ তাদের গোপন কথা ভালো করেই জানেন। তাহলে তখন কি হবে যখন ফেরেশতাগণ তাদের রুহগুলোকে কবজ করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের ওপর মারতে থাকবে। এটাতো এ কারণেই যে, তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করাকে পছন্দ করেছে এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করাকে অপছন্দ করেছে। এ কারণে তিনি তাদের সকল আমল নিষ্ফল করে দিবেন। (মুহাম্মাদঃ ২৫- ২৮)

ব্যাখ্যা: এ আয়াত ক'খানির সাধারণ শিক্ষা হলো কুরআনের কিছু অনুসরণ করা আর কিছু অনুসরণ না করার পরিণতির শিক্ষা। এই ধরনের আচরণের ব্যাপারে এ আয়াত ক'টিতে যা বলা হয়েছে তা হলো-

১. ঐ ধরনের আচরণের জন্য শয়তান তাদের সামনে মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা প্রশস্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ শয়তান তাদের ধারণা দিয়েছে, ঐ রকম আচরণ করলেও তারা সফলকাম হবে এবং ইহকাল ও পরকাল সুখে- শান্তিতে থাকতে পারবে।

www.pathagar.com

২. ঐ ধরনের আচরণের জন্য মৃত্যুকালে ফেরেশতারা মুখে ও পিঠে আঘাত করে তাদের জর্জরিত করবে।
৩. ঐ আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা।
৪. ঐ রকম আচরণের জন্য তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।

তাহলে, মহান আল্লাহ এখানে যারা কুরআনের কিছু আয়াতের বক্তব্যকে অনুসরণ করবে আর কিছু আয়াতের বক্তব্যকে অনুসরণ করবে না, তাদের সকল নেক আমল ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। কারণ, এটি কুরআনের শিক্ষার বিপরীত আচরণ।
তাই, ৩নং তথ্যের আয়াতখানির ব্যাখ্যার আলোকে এ আয়াত থেকেও জানা যায় যে, কুরআনে উপস্থিত থাকা কিছু আয়াত অন্য আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে এটি সম্পূর্ণ কুরআন বিরুদ্ধ কথা।

তথ্য- ৫

❑ পূর্বে উল্লিখিত তথ্য সমূহের দৃষ্টিকোণ

পূর্বে উল্লিখিত সূরা হজ্জের ৫২, হুদের ১, হিজরের ৯, বাইয়িনাহের ১-৩, কাহাফের ১-২ আয়াত সমূহের থেকেও সহজে জানা ও বুঝা যায় যে, আল-কুরআনের কোন আয়াত বা তার শিক্ষা রহিত হয়নি।

আল- হাদীস

وَعَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ص) يَقُوْلُ اَلاَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ . قُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَارَسُوْلَ اللهِ . قَالَ كِتَابُ اللهِ فِيْهِ نَبَأُ مَاكَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَابَعْدَكُمْ وَ حُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ . هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ . مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ . وَمَنْ اِبْتَغَى الْهُدٰى مِنْ غَيْرِهِ اَضَلَّهُ اللهُ . وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِيْنُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيْمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ . هُوَ الَّذِىْ لاَ تَزِغُ بِهِ الْاَهْوَاءُ وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الْاَلْسِنَةُ . وَلاَ تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ . وَلاَ يَخْلَقُ عَلٰى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلاَ تَنْقَضِىْ عَجَائِبُهُ . هُوَ الَّذِىْ لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ اِذْ سَمِعَتْهُ حَتّٰى قَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ . فَاٰمَنَّا بِهِ .

www.pathagar.com

مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ .

অর্থঃ আলী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি- সাবধান থেকো, অচিরেই মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে পড়বে। জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কি? তিনি বললেন আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবর বিদ্যমান। তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য উপদেশাবলী ও আদেশ-নিষেধ। কুরআন সত্য ও অসত্যের মধ্যে ফয়সালাকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে কুরআনের হিদায়াত ভিন্ন অন্য হিদায়াত সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা আল্লাহর দৃঢ় রশি, যিকরুল হাকিম এবং সরল সঠিক পথ। কুরআন দ্বারা অন্তর কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পড়ে না। তা থেকে আলেমগণের অন্বেষণ শেষ হয় না। বারবার পাঠ করলেও তা পুরানো হয় না। তার অভিনবত্বের শেষ হয় না। যখনই জীন জাতি তা শুনল সাথে সাথে বললো- নিশ্চয়ই আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথের দিকে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম। যে কুরআন মোতাবেক কথা বললো সে সত্য বললো, যে তাতে আমল করল সে সওয়াব পেল, যে তা মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়বিচার করল, যে কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে সে সত্য পথ পাবে। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসখানির শেষ অংশের বক্তব্য হলো- 'যে কুরআন মোতাবেক কথা বললো সে সত্য বললো, যে তাতে আমল করল সে সওয়াব পেল, যে তা মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়বিচার করল, যে কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে সে সত্য পথ পাবে'।

রাসূল (স.) এর এ কথার অর্থ নিশ্চয়ই এটি হবে না যে- কুরআনের কিছু আয়াত মোতাবেক যে কথা বললো সে সত্য বললো, যে তাতে আমল করল সে সওয়াব পেল, যে তা মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়বিচার করল এবং যে কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে সে সত্য পথ পাবে। বরং রাসূল (স.) এর এ কথার অর্থ অবশ্যই এটি হবে যে- কুরআনের যেকোন আয়াত মোতাবেক যে কথা বললো সে সত্য বললো, যে তাতে আমল করল সে সওয়াব পেল, যে তা মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়বিচার করল এবং যে কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে সে সত্য পথ পাবে।

তাই, এ হাদীসখানির দৃষ্টিকোণ থেকে সহজেই বলা যায় যে, কুরআনে উপস্থিত থাকা কোন আয়াতের শিক্ষা বা হুকুম রহিত হয়নি। আর এ হাদীসখানির বক্তব্য

www.pathagar.com

যেহেতু কুরআনের বক্তব্যর অনুরূপ তাই এ হাদীসখানি, নাসিখ- মানসুখ বিষয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী হাদীস। উসূলে হাদীস অনুযায়ী, এ বক্তব্যের বিপরীত বক্তব্য ধারণকারী যে কোন হাদীসকে এ হাদীস রহিত করে দিবে।

কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম বা শিক্ষা চালু নেই - এটি হওয়া সম্ভব কিনা

এ বিষয়ে প্রচলিত কথাটি হলো- বর্তমান কুরআনে এমন কিছু আয়াত উপস্থিত আছে যা তিলাওয়াত করতে হবে কিন্তু তার হুকুম (আদেশ) বা শিক্ষা চালু নাই তথা মানা নিষেধ। চলুন এখন এ বিষয়টির সঠিকত্ব পর্যালোচনা করা যাক।

বিবেক- বুদ্ধি

একটি তথ্য কোন গ্রন্থে লিখতে কাগজ ও কালি খরচ হয়। আর তা পড়তে সময় ব্যয় হয়। কুরআনের কোটি কোটি কপি লেখা হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে। অন্যদিকে কোটি কোটি মানুষ কুরআন পড়ছে। তাই কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই এ তথ্য সঠিক হলে কোটি কোটি দিস্তা কাগজ, কোটি কোটি লিটার কালি এবং কোটি কোটি ঘন্টা সময়ের অপচয় হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে, এটি যেকোন বিবেকবান মানুষ একবাক্যে স্বীকার করবে। আল্লাহ যে অপচয়কারী নন চলুন তার একটি বাস্তব প্রমাণ দেখি- চর্বিজাতীয় খাবার হজম হওয়ার জন্য পিত্তরস লাগে। মানুষের শরীরে পিত্তরস তৈরি করে লিভার। লিভার ২৪ঘন্টা ধরে ঐ পিত্তরস তৈরি করে। আমাদের পাকস্হলী যখন খালি থাকে তখন লিভারে যে পিত্তরস তৈরি হয় তা যদি খাদ্য নালিতে (Intestine) যায় তবে তা অপচয় হবে। কারণ, খাদ্য নালিতে তখন হজম করার মতো কোন খাবার নেই। তাই আল্লাহ তায়ালা পিত্তনালির শেষ অংশে একটি গেট (Sphincter) তৈরি করে রেখেছেন। অন্যদিকে পিত্তরস জমা করে রাখার জন্য আল্লাহ আমাদের শরীরে একটি পিত্তথলি তৈরি করে রেখেছেন। খাদ্যনালি যখন খালি থাকে তখন পিত্তনালির ঐ গেটটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পিত্তরস খাদ্যনালিতে যেতে না পেরে পিত্তথলিতে যেয়ে জমা হয়। খাওয়ার পর খাবার খাদ্যনালিতে পৌছলে, নালির গেটটি খুলে যায় এবং খাদ্যনালিতে খাবার পৌছানোর খবরটি কলিসিসটোকাইনিন নামক হরমোনের মাধ্যমে পিত্তথলির নিকট পৌছে দেয়া হয়। পিত্তথলি তখন সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে, তার মধ্যে জমা থাকা পিত্তরস, পিত্তনালির মধ্য দিয়ে খাদ্যনালিতে পাঠিয়ে দেয়।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ, ভেবে দেখুন যে আল্লাহ এক ফোটা পিত্তরস অপচয় না হওয়ার জন্য মানুষের শরীরে এ অপূর্ব ব্যবস্হা করে রেখেছেন তিনি কি, 'আল-কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই', এমন

www.pathagar.com

একটি তথ্যের মাধ্যমে, মানুষের কোটি কোটি দিস্তা কাগজ, কোটি কোটি লিটার কালি এবং কোটি কোটি ঘন্টা সময়ের অপচয় হতে দিতে পারেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা সবাই একবাক্যে বলবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা দিতে পারেন না। অর্থাৎ এ রকম একটি তথ্য কুরআনের তথ্য হতে পারে না।

আল- কুরআন

আল- কুরআনে মহান আল্লাহ স্বয়ং ঘোষণা করেছেন-

... ... وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا . إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا .

অর্থঃ আর তোমরা অপচয় কোরো না। নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ। (বনী- ইসরাইল/১৭: ২৬, ২৭)

ব্যাখ্যাঃ এখানে আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যেকোন জিনিসের অপচয়কারী শয়তানের ভাই। তাই, 'কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু শিক্ষা চালু নেই', এ তথ্য সঠিক হলে মহান আল্লাহ শয়তানের ভাই হয়ে যান (নাউযুবিল্লাহ)। এজন্য নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, এমন একটি তথ্য কুরআনের তথ্য হতে পারে ন।

♦♦ কুরআন ও বিবেক- বুদ্ধির এ সকল তথ্য থেকে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, 'কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু শিক্ষা চালু নেই', এ তথ্য ইসলামের তথ্য হতে পারে না। বরং ইসলামের তথ্য হবে, 'আল- কুরআনের প্রতিটি আয়াত থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আসা সকল মানুষের শিক্ষা আছে'।

আল- কুরআনের আয়াত নাসিখ- মানসুখ হওয়ার বিষয়ে যে আয়াত সমূহ সাধারণত বলা হয় তার সঠিক ব্যাখ্যা

তথ্য- ১

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَ.

অর্থঃ আমি কোন আয়াতকে রহিত করি না বা ভুলিয়ে দেই না (যতক্ষণ না) তার চেয়ে অধিক কল্যাণকর অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি।

(বাকারা/২ : ১০৬)

www.pathagar.com

তথ্য- ২

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ . يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ .

অর্থঃ তোমার পূর্বে আমি অনেক রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকেও স্ত্রী- পুত্র-পরিজন সম্পন্ন বানিয়েছিলাম। আর কোন রাসূলের এমন সাধ্য ছিল না যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন আয়াত নিয়ে আসবে। প্রত্যেক যুগের জন্যই একটি কিতাব বরাদ্দ। (ঐ কিতাবের) যা ইচ্ছা আল্লাহ মুছে দেন আর যা ইচ্ছা বহাল রাখেন। আর তাঁর নিকট রয়েছে মূল কিতাবখানি। (রাদ/১৩ : ৩৮, ৩৯)

তথ্য- ৩

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .

অর্থঃ আর আমি যখন একটি আয়াতকে অন্য আয়াত দ্বারা বদলে দেই, আর আল্লাহ জনেন কি নাযিল করছেন। তখন তারা বলে, মূলত: তুমি (রাসূল) কুরআনের রচনাকারী। প্রকৃত কথা হলো তাদের অধিকাংশই (প্রকৃত বিষয়টি) জানেনা। (নাহল/১৬ : ১০১)

সম্মিলিত ব্যাখ্যাঃ মূলত এ আয়াতকখানি বিশেষ করে ১নং তথ্যের আয়াতখানির ভিত্তিতে কুরআনের আয়াতের নাসিখ- মানসুখের বিষয় সম্পর্কিত প্রচলিত কথাগুলো দাড় করানো হয়েছে। তাই চলুন একটু বিস্তারিতভাবে দেখা যাক এ আয়াতকখানিতে আল্লাহ কি বলেছেন।

এ আয়াতকখানি ব্যাখ্যা করে তিন ধরনের তথ্য বলা যেতে পারে। যথা-

১. কুরআনের কিছু আয়াত রহিত করে বা ভুলিয়ে দিয়ে আল্লাহ সে স্হানে অধিক কল্যাণকর বা সমপর্যায়ের আয়াত নাযিল করেছেন এবং রহিত হওয়া আয়াতখানি বর্তমান কুরআনে উপস্হিত নেই।
২. কুরআনের কিছু আয়াতের হুকুম বা শিক্ষা রহিত করে আল্লাহ সে স্হানে অধিক কল্যাণকর বা সমপর্যায়ের আয়াত নাযিল করেছেন এবং রহিত হওয়া এবং রহিতকারী উভয় আয়াতই বর্তমান কুরআনে উপস্হিত আছে।

www.pathagar.com

৩. পূর্বের কিতাবের কিছু আয়াত রহিত করে বা ভুলিয়ে দিয়ে আল্লাহ সেখানে অধিক কল্যাণকর বা সমপর্যায়ের আয়াত কুরআনে নাযিল করেছেন।

আয়াতকখানির ১নং ও ২নং ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না, এটি কুরআন, হাদীস ও বিবেক- বুদ্ধির পূর্বে উল্লিখিত তথ্যের আলোকে স্পষ্ট করে বলা যায়। তাই, চলুন এখন দেখা যাক আয়াতকখানির ৩নং (পূর্বের কিতাবের কিছু আয়াত রহিত করে বা ভুলিয়ে দিয়ে আল্লাহ সেখানে অধিক কল্যাণকর বা সমপর্যায়ের আয়াত কুরআনে নাযিল করেছেন) ব্যাখ্যাটি গ্রহণযোগ্য হবে কিনা তা এখন পর্যালোচনা করা যাক-

বিবেক- বুদ্ধি

তথ্য- ১

সকল ব্যবহারিক গ্রন্থের পূর্বের সংস্করণের কিছু তথ্য পরের সংস্করণে পরিবর্তন করা হয়। কারণ, জ্ঞান উন্নত হওয়ার কারণে গ্রন্থকার বা সম্পদনা পরিষদ বুঝতে পারে যে, পূর্বের সংস্করণে ঐ বিষয়ের বক্তব্যটি যথাযথ ছিল না বা ভুল ছিল।

আমরা জানি কুরআন হলো আল্লাহর কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ। তাই কুরআনে নাসিখ এবং মানসুখ উভয় ধরনের আয়াত উল্লেখ থাকা বাস্তব সম্মত নয়। তবে আগের কিতাবের কিছু তথ্য কুরআনে না থাকা বা তার চেয়ে উত্তম (অধিক কল্যাণকর) তথ্য কুরআনে থাকা যৌক্তিক। তাই, এ আয়াতকখানির বিবেক- বুদ্ধি সম্মত তথা যৌক্তিক ব্যাখ্যা হবে ৩নং টি। অর্থাৎ পূর্বের কিতাবের কিছু আয়াত রহিত করে বা ভুলিয়ে দিয়ে আল্লাহ সেখানে অধিক কল্যাণকর বা সমপর্যায়ের আয়াত কুরআনে নাযিল করেছেন।

প্রশ্ন আসতে পারে যে, মানব রচিত ব্যবহারিক গ্রন্থের সংস্করণ বের করার কাজ চালু আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। তাহলে আল্লাহ রচিত কিতাবের সংস্করণ বের করার বিষয়টি কুরআন পর্যন্ত এসে থেমে গেলো কেন? এর জবাব হচ্ছে মানুষের জ্ঞান সীমিত। তাই, নতুন জ্ঞানকে স্হান করে দেয়ার জন্য মানব রচিত ব্যবহারিক গ্রন্থের সংস্করণ কিয়ামত পর্যন্ত বের করে যেতে হবে। অন্যদিকে মহান আল্লাহর মহাবিশ্বের সকল কিছুর তিন কালের নিখুঁৎ জ্ঞান আছে। আবার আল- কুরআনের অনেক জায়গায় (বাকারাহ/২: ২৮৬) আল্লাহ বলেছেন, যে বিধান মানুষের পক্ষে মানা সম্ভব নয় সে বিধান তিনি তাদের উপর চাপান না। তাই, মানব সভ্যতার উন্নতির বাস্তব অবস্হা অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালাকে তার কিছু বিধি- বিধান যুগে যুগে পাল্টাতে হয়েছে। আর এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালাকে কিতাবের নতুন সংস্করণ পাঠাতে হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আপন বোনকে বিয়ে করলে ডাক্তারী বিদ্যা অনুযায়ী সন্তানদের জন্মগত

www.pathagar.com

কিছু রোগ বেশি হয়। কিন্তু আল্লাহ মানুষকে বাস্তব অবস্হার কারণে মানব সভ্যতার প্রথম দিকে, আপন বোনকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন। আর বাস্তব অবস্হা যখন যথাযথ হয়েছে তখন কিতাবের এক সংস্করণের মাধ্যমে আল্লাহ ঐ বিধান রহিত (মানসুখ) করে দিয়েছেন।

অন্যদিকে যখন মানব সভ্যতার জ্ঞান এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক অবস্হা ঐ স্তরে পৌঁছেছে যেখানে আল্লাহর কিতাবের শেষ সংস্করণ বের করা যায় তখন তিনি তা করেছেন। ঐ শেষ সংস্করণে, অসীম ও তিন কালের জ্ঞানের আলোকে আল্লাহ এমন তথ্য ও বিধি- বিধান উল্লেখ করে রেখেছেন যেখানে কিয়ামত পর্যন্ত আসা মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সঠিক পথ সরাসরি খুঁজে পাবে বা কুরআন- সুন্নাহ এবং তাদের সভ্যতার জ্ঞানের আলোকে গবেষণা করে বের করে নিতে পারবে। আল্লাহর কিতাবের ঐ শেষ সংস্করণ হলো আল- কুরআন। আর তাই আল্লাহর কিতাবের আর সংস্করণ আসবে না বা আসা দরকার হবে না।

তাই, বিবেক- বুদ্ধি (বাস্তবতা) তথা ব্যবহারিক গ্রন্থের সংস্করণ বের করার নীতিমালার আলোকে সহজেই বলা যায় যে, আয়াতে কারীমার উল্লিখিত ৩নং ব্যাখাটি গ্রহণযোগ্য হবে।

তথ্য- ২

আয়াতকখানির কোথাও 'কুরআনের আয়াত' রহিত করে, ভুলিয়ে বা বদলিয়ে দিয়ে আল্লাহ সে স্হানে অন্য আয়াত নাযিল করেছেন এমন কথা বলা হয়নি। বরং প্রতিটি স্হানে অনির্দিষ্টভাবে 'আয়াত বা আল্লাহর কিতাবের আয়াত' রহিত করা, ভুলিয়ে বা বদলিয়ে দেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর নাযিল করা সকল কিতাবের পংক্তিকে 'আয়াত' বলা হয়। তাই এখান থেকেও বুঝা যায় 'আয়াত' রহিত করা, ভুলিয়ে বা বদলিয়ে দেয়া বলতে আল্লাহ, তার পক্ষ থেকে পরে নাযিল হওয়া কিতাবে, পূর্বের কিতাবের কিছু 'আয়াত' রহিত করা, ভুলিয়ে বা বদলিয়ে দেয়া বুঝিয়েছেন। আর কুরআন যেহেতু আল্লাহর কিতাবের শেষ সংস্করণ তাই এই কিতাবের 'আয়াত' রহিত করা, ভুলিয়ে বা বদলিয়ে দেয়ার প্রশ্ন আসে না।

আল- কুরআন

তথ্য- ১

কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত ও হুকুম রহিত হয়ে গেছে, কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নাই বা কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু নাই কিন্তু হুকুম চালু আছে এগুলো ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়।

www.pathagar.com

আল- কুরআনের অনেক যায়গায় আল্লাহ কুরআনকে 'কিতাবুম মুবিন' তথা স্পষ্ট কিতাব বলেছেন। যেমন-

حم . وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ .

অর্থঃ হা- মীম। স্পষ্ট কিতাবের শপথ। (যুখরুফ/৪৩ : ১,২; দোখান/৪৪ : ১,২)

এ তথ্যের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো তিনি কুরআনে বিভিন্ন স্হানে এমনভাবে উল্লেখ করে রেখেছেন যে, একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করলে তাতে কোন অস্পষ্টতা থাকবে না।

তাই, আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ যদি কুরআনের আয়াত রহিত হওয়া, ভুলিয়ে বা বদলিয়ে দেয়ার বিষয়টি বুঝাতে চাইতেন তবে তিনি এখানে 'আয়াত' শব্দটির পরিবর্তে 'কুরআনের আয়াত' শব্দটি ব্যবহার করতেন।

অন্যদিকে অনেক আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআনের কোন আয়াত রহিত হয়নি বা রাসূল (স.) কে ভুলিয়ে দেয়া হয় নি (আয়াতগুলো পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)।

তাই, সহজেই বুঝা যায় মহান আল্লাহ, অত্যন্ত বাস্তব সম্মত যে কথাটি এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে জানিয়েছেন তা হলো- যুগে যুগে আমি মানব সভ্যতার জীবন পরিচালনার গাইড লাইন ধারণকারী গ্রন্হ পাঠিয়েছি। ঐ গ্রন্হের শেষ সংস্করণ হলো আল- কুরআন। মানব সভ্যতার জ্ঞান ও বাস্তব অবস্হার সাথে সংগতি রেখে আমি পরে আসা গ্রন্হে, পূর্বের গ্রন্হের কিছু আয়াত রহিত করেছি বা ভুলিয়ে দিয়েছি এবং সে স্হানে ভিন্ন তথ্য ধারণকারী এমন আয়াত নাযিল করেছি যা পরবর্তী সভ্যতার জন্য অধিক বা সমপর্যায়ের কল্যাণকর।

তথ্য- ২

❑ **অন্য আয়াতের বক্তব্যের দৃষ্টিকোণ**

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ.

অর্থঃ তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন। এতে রয়েছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াত, যা হল কুরআনের মা এবং অতীন্দ্রিয় আয়াত। যাদের মনে দোষ আছে

www.pathagar.com

তারা ফেতনা ছড়ানো এবং প্রকৃত অর্থ বের করার উদ্দেশ্যে অতীন্দ্রিয় আয়াতের পেছনে লেগে থাকে। অথচ তার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।
(আলে- ইমরানঃ৭)

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ এখানে কুরআনের সকল আয়াতকে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং অতীন্দ্রিয় এ দু'ভাগে ভাগ করেছেন। তারপর প্রত্যক্ষভাবে বলেছেন যে অতীন্দ্রিয় আয়াতের বক্তব্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা তিনি ব্যতীত আর কেউ জানে না। অর্থাৎ তা মানুষের বুঝ বা বিবেক- বুদ্ধির বাইরে। আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের বক্তব্যের প্রকৃত ব্যাখ্যার বিষয়টি মানুষের বিবেক- বুদ্ধি সিদ্ধ না বিবেক- বুদ্ধির বাইরে সে বিষয়ে কথাই বলেন নি।

তাই, সহজেই বলা যায় যে আল্লাহ এখানে-

- ❖ প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআনের অতীন্দ্রিয় বিষয়সমূহ চিরন্তনভাবে মানুষের বিবেক- বুদ্ধির বাইরে,
- ❖ পরোক্ষভাবে জানিয়েছেন কুরআনের সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় মানুষের বিবেক- সিদ্ধ।

অন্য কথায় বলা যায়, আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে, চিরন্তনভাবে মানুষের বিবেক- বুদ্ধির বাইরের কোন বক্তব্য কুরআনে নেই।

ব্যবহারিক গ্রন্থের সংস্করণ বের করা, পরের সংস্করণে আগের সংস্করণের কি ধরনের বিষয় রাখা হয় আর কি ধরনের বিষয় বাদ দেয়া হয় (রহিত করা হয়) এবং কেন তা দেয়া হয়, এ সবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। তাই এ আয়াতের আলোকে সহজেই বলা যায় যে, উল্লিখিত আয়াত সমূহের যে ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে তা হলো- আল্লাহ তার কিতাবের শেষ সংস্করণ আল- কুরআনে পূর্বের সংস্করণের কিছু কথা রহিত করে বা ভুলিয়ে দিয়ে তার পরিবর্তে অধিক কল্যাণকর কিছু তথ্য উল্লেখ করেছেন। আর যে ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না তা হলো- কুরআনের কিছু আয়াত আগে ছিল কিন্তু পরে আল্লাহ তা রহিত করেছেন বা ভুলিয়ে দিয়েছেন। অথবা কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই।

পূর্বের মনীষীদের বক্তব্য

পূর্বেই (পৃষ্ঠা নং ১৪) আমরা দেখেছি যে আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহ) তাঁর রচিত আল- ইতকান গ্রন্থে নাসখকে কয়েক প্রকার বর্ণনা করেছেন। তার এক প্রকার হলো- আমাদের শরীয়ত দ্বারা পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়তের বিধানকে রহিত করা। অর্থাৎ কুরআনের মাধ্যমে পূর্বের কিতাবের বিধানকে রহিত করা। তাহলে দেখা যায় যে পূর্বের মনীষীদের কেউ কেউ নাসিখ- মানসুখের প্রকৃত

www.pathagar.com

বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যে কারণেই হোক না কেন, নাসিখ- মানসুখের ঐ প্রকৃত ব্যাখ্যাটি প্রচার পায় নি।

নাসিখ- মানসুখ দ্বারা কুরআন কর্তৃক কুরআনের আয়াত নয় বরং কুরআন কর্তৃক অন্য কিতাবের আয়াত রহিত হওয়া বুঝানোর বিষয়ে কুরআন- হাদীসের উদাহরণ

উদাহরণ- ১

❖ কাবা শরীফকে কিবলা বানিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা হিসেবে মানসুখ (রহিত) করা

মদীনা শরীফে হিজরতের পর মুসলমানগণ প্রথমে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করে সালাত আদায় করতেন। এটি তারা করতেন পূর্বের কিতাবের নির্দেশ অনুসরণ করে। কারণ কুরআনে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করে সালাত আদায় করার নির্দেশ সম্বলিত কোন আয়াত নেই। পরে সূরা বাকারার ১৪৪ নং আয়াতের মাধ্যমে যখন মাসজিদুল হারাম তথা কাবা শরীফের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার আদেশ আসলো তখন মুসলমানগণ কিবলা পরিবর্তন করে সালাত আদায় করা আরম্ভ করলেন।

সূধী পাঠক লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তায়ালা কিন্তু মুসলমানদের প্রথমে কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার আদেশ দেন নি। তবে কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার আদেশ দিয়েছেন। তাই, এখানে কুরআনের আয়াত কুরআন দ্বারা রহিত করা হয় নি। বরং এখানে কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে পূর্বের কিতাবের আদেশকে রহিত করেছেন।

তাহলে এখানে দেখা যায়, কুরআনের এক আদেশ কুরআনের অন্য আদেশকে মানসুখ করেনি। বরং কুরআনের আদেশ অন্য কিতাবের আদেশকে মানসুখ করেছে।

উদাহরণ- ২

♦ রমযানের রোযা দ্বারা আশুরার রোযা রহিত হওয়া

❖ এ বিষয়ে হাদীসের তথ্য

তথ্য- ১

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ (ص) الْمَدِنَةَ فَرَأَى الْيَهُوْدُ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ مَاهَاذَا ؟ قَالُوْا هَاذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَاذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِيْ

www.pathagar.com

اِسْرَا ئِيْلَ مِنْ عُدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُسى عَلَيْهِ السَّلَامُ . قَالَ فَاَنَا اَحَقُّ بِمُوْسى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ .

অর্থঃ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (স.) (হিজরত করে) মদীনায় এসে দেখলেন, ইহূদীরা আশুরার দিন রোযা রাখছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি রকম রোযা? তারা জবাব দিল, এটি একটি পবিত্র দিন। এ দিন আল্লহ শত্রু থেকে বনী- ইসরাইলকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তাই, এ দিন মূসা (আ.) রোযা রেখেছেন। নবী (স.) বললেন, তোমাদের তুলনায় মূসার বেশি হকদার হলাম আমি। অতঃপর তিনি রোযা রাখলেন এবং এ দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন। (বুখারী হাদীস নং ১৮৬৩, মুসলিম হাদীস নং ২৫২৪, ইবনে মাজা হাদীস নং ১৭৩৪, আবু দাউদ হাদীস নং ২৪৩৬)

তথ্য- ২

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَيَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ عَمَا حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَيْنَ عُلَمَاءُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ص) يَقُوْلُ لِهَاذَا الْيَوْمِ هَاذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ لَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَاَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَفَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ

অর্থঃ হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফা (রা.) বলেন, মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান যে বছর হজ্জ করতে আসেন, তখন তিনি তাকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন, হে মদীনাবাসীগণ! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি এ দিন রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছিঃ "আজ আশুরার দিন। আল্লাহ তোমাদের উপর এ মাসের রোযা ফরজ করেন নি। আমি রোযা রেখেছি। অতএব তোমাদের যে চায় (এ দিন) রোযা রাখতে পারে, আর ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পারে।"

(মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ হাদীস নং ৩৭৪)

(হাদীসখানির ব্যাখ্যায় ইমাম মুহাম্মাদ লিখেছেন- রমযানের রোযা ফরজ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আশূরার রোযা ফরজ ছিল। অতঃপর রমযানের রোযার মাধ্যমে তা রহিত করা হয়। এখন তা নফল রোযা হিসেবে গণ্য)

হাদীস দু'খানির সম্মিলিত ব্যাখ্যাঃ

কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াতের মাধ্যমে জানা যায় যে, অন্য নবীগণের উম্মতের জন্যও রোযা ফরজ ছিল। তবে ঐ আয়াতে কোন মাসের রোযা ফরজ ছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। তবে এ দু'খানি হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় বনী- ইসরাইলদের জন্য মুহাররাম মাসে আশুরার রোজা ফরজ ছিল এবং

www.pathagar.com

সূরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াতের মাধ্যমে রমজান মাসে রোজা রাখার আদেশ আসার পূর্ব পর্যন্ত রাসূল (স.) আশূরার রোযা রেখেছেন এবং মুসলিমদের তা রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর রমযানের রোজা ফরজ হওয়ার আদেশ আসার পর, রাসূল (স.) মুসলিমদের জন্য আশূরার রোযা নফল বলে ঘোষণা করেছেন।

তাহলে ১নং উদাহরণের ন্যায় এখানেও দেখা যাচ্ছে যে, মুসলিমদের জন্য কুরআনের মাধ্যমে আশূরার রোজা রাখা ফরজ করে তা আবার কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ রহিত করেন নি। বরং কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে অন্য নবীর শরীয়াতের আদেশ রহিত করা হয়েছে।
তাহলে এখানে দেখা যায়, কুরআনের এক আদেশ কুরআনের অন্য আদেশকে মানসুখ করেনি। বরং কুরআনের আদেশ অন্য কিতাবের আদেশকে মানসুখ করেছে।

নাসিখ- মানসুখ বিষয়ে এ পর্যন্তকার আলোচনা থেকে নিশ্চিতভাবে যা জানা যায়

কুরআন, হাদীস ও বিবেক- বুদ্ধির (বাস্তবতা) উল্লিখিত তথ্য সমূহের আলোকে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে-

১. নাযিল হওয়ার পর কুরআনের কোন আয়াত রহিত (মানসুখ) করা, উঠিয়ে নেয়া বা ভুলিয়ে দেয়া হয় নি।
২. আল- কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম বা শিক্ষা চালু নেই এবং হুকুম চালু আছে কিন্তু তিলাওয়াত চালু নেই এ কথাদু'টি মোটেই সঠিক নয়। এ বিষয়ে সঠিক কথা হলো সকল আয়াতের তিলাওয়াত এবং হুকুম (শিক্ষা) চালু আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।
৩. আল- কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে পূর্বের কিতাবের কিছু আয়াতের আদেশকে রহিত করা হয়েছে এবং সে স্হানে অধিক বা সমান কল্যাণকর ভিন্ন আদেশ দেয়া হয়েছে।

সুন্নাহ বা হাদীস দ্বারা কুরআন রহিত (মানসুখ) হওয়া সম্ভব কিনা

পূর্বেই (পৃষ্ঠা নং ১৩) আমরা দেখেছি যে এ বিষয়ে মনীষীগণ ব্যাপকভাবে বিভক্ত। অনেকে বলেছেন সুন্নাহ বা হাদীস দ্বারা কুরআন রহিত হওয়া সম্ভব। আবার অনেকে বলেছেন সুন্নাহ বা হাদীস দ্বারা কুরআন রহিত হওয়া সম্ভব নয়। চলুন আমরাও বিষয়টি একটু পর্যালোচনা করি। পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে-

- সুন্নাহ হলো রাসূল (স.) এর কথা, কাজ বা সমর্থনের নির্ভুল রূপ
- সকল সুন্নাহ হাদীস কিন্তু সকল হাদীস সুন্নাহ নয়

www.pathagar.com

- ❖ হাদীস শাস্ত্রে, সনদ (বর্ণনা ধারা) নির্ভুল বা মতন (বক্তব্য বিষয়) নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা যুক্ত হাদীসকে সহীহ হাদীস বলা হয়
- ❖ শুধুমাত্র মুতাওয়াতির সহীহ হাদীস ইলমে ইয়াকিন তথা মতন নির্ভুল হওয়ার নিশ্চয়তা দেয়। সকল মশহুর, আজীজ ও গরীব সহীহ হাদীসের মতনের নির্ভুলতা নিশ্চিত নয়।

কুরআনের আয়াত সুন্নাহ দ্বারা রহিত করতে হলে যে শর্ত পূরণ হতে হবে তা হলো-

- ❖ সুন্নাহে সরাসরি উল্লেখ থাকতে হবে যে আয়াতখানি রহিত হয়ে গেছে অথবা
- ❖ সুন্নাহে এমন তথ্য উল্লেখ থাকতে হবে যা কুরআনের আয়াতের বক্তব্যের সরাসরি বিপরীত।

চলুন এখন পর্যালোচনা করা যাক এ শর্ত পূরণ করে সুন্নাহ দ্বারা কুরআন রহিত হওয়া সম্ভব কিনা-

বিবেক- বুদ্ধি (যুক্তি)

তথ্য- ১

❖ রাসূল (স.) এর জ্ঞান আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের চেয়ে বেশি হতে পারার দৃষ্টিকোণ (নায়ুযু বিল্লাহ)

সুন্নাহ দ্বারা কুরআন রহিত হতে পারে যদি আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের চেয়ে রাসূল (স.) এর জ্ঞান বেশি হয়। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর কিছু ভুল রাসূল (স.) কর্তৃক শুধরানো (রহিত করা) অযৌক্তিক হবে না। কিন্তু এটি চিন্তা করলেও গুনাহ হবে।

তথ্য- ২

❖ রাসূল (স.) আল্লাহ তায়ালার চেয়ে মানুষের জন্যে অধিক কল্যাণকামী হতে পারার দৃষ্টিকোণ (নায়ুযু বিল্লাহ)

সুন্নাহ দ্বারা কুরআন রহিত হতে পারে যদি আল্লাহ তায়ালার চেয়ে রাসূল (স.) এর মানুষের জন্য অধিক কল্যাণকামী সত্তা হওয়া সম্ভব হয়। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর বলা কিছু কম কল্যাণকর কথা রাসূল (স.) কর্তৃক রহিত করে সে স্থানে অধিক কল্যাণকর কথা লিখে দেয়া যৌক্তিক হবে। কিন্তু এমনটি ভাবলেও গুনাহ হবে।

তথ্য- ৩

❖ রাসূল (স.) এর কথা ওহী হওয়ার দৃষ্টিকোণ

কেউ কেউ বলেন, নবুয়াতী দায়িত্ব পালনের সময় রাসূল (স.) আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কথা বলতেন না। অর্থাৎ রাসূল (স.) এর কথাও ওহী (ওহীয়ে গায়ের মাতলু)। তাই, সুন্নাহ কুরআনকে রহিত করতে পারে।

www.pathagar.com

এ কথাও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কারণ, কুরআন হলো রাসূল (স.) এর মুখ দিয়ে বলা আল্লাহর কথার হুবহু তথা প্রত্যক্ষ রূপ। আর সুন্নাহ হলো, আল্লাহর তরফ থেকে ইলহামের মাধ্যমে, রাসূল (স.) এর অন্তরে জানিয়ে দেয়া তথ্যের, রাসূল (স.) কর্তৃক শব্দ প্রয়োগ করা রূপ তথা পরোক্ষ রূপ। পরোক্ষ কথা কখনও প্রত্যক্ষ কথাকে রহিত করতে পারে না।

তাই, সহজেই বলা যায়, এ দৃষ্টকোণ থেকেও সুন্নাহ কুরআনকে রহিত করতে পারে না।

কুরআন

তথ্য- ১

পূর্বেই আমরা কুরআনের অনেক তথ্যের মাধ্যমে নিশ্চয়তা সহকারে জেনেছি যে, নাযিল হওয়ার পর কুরআনের কোন আয়াত আল্লাহ রহিত করেন নি এবং কুরআনে উপস্থিত থাকা সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে। তাই, আল্লাহ তথা কুরআন দ্বারা যেখানে কুরআনের কোনো আয়াত রহিত হয়নি সেখানে রাসূল (স.) তথা সুন্নাহ কর্তৃক কুরআনের আয়াত রহিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

তথ্য- ২

সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ج

অর্থঃ রমযান মাস। যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। (কুরআন) সকল মানুষের জীবন পরিচালনার পথ নির্দেশ (জ্ঞানের উৎস)। যা স্পষ্ট উপদেশ সম্বলিত ও সত্য- মিথ্যার পার্থক্যকারী।

ব্যাখ্যাঃ এখানে আল্লাহ কুরআনকে সত্য- মিথ্যার পার্থক্যকারী বলে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ কুরআনের বিপরীত কথা যেই বলুক তা মিথ্যা কথা। রাসূল (স.) অবশ্যই মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। অর্থাৎ যে কথা কুরআনের বিপরীত তা সুন্নাহই না।

তথ্য- ৩

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ . لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ . فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ

www.pathagar.com

অর্থঃ সে (রাসূল) যদি আমার নামে কোন কথা বানিয়ে বলত তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। অতঃপর তার কন্ঠশিরা ছিঁড়ে ফেলতাম। তখন তোমাদের কেউ তাকে বাঁচাতে পারত না। (হাক্কাহঃ ৪৪- ৪৭)

ব্যাখ্যাঃ এখানে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যে কথা আল্লাহ বলেননি বা বলার অনুমতি দেননি তেমন কথা রাসূল (স.) বললে আল্লাহ তাকে হত্যা করে ফেলতেন। কুরআনের কথা হলো আল্লাহর সরাসরি কথা। তাই এ আয়াতের আলোকেও নিশ্চিতভাবে বলা যায় কুরআনের বিপরীত কোন কথা রাসূল (স.) বলতে পারেন না। অর্থাৎ যে কথা কুরআনের বিপরীত তা সুন্নাহ বা রাসূল (স.) এর কথা নয়।

হাদীস

রাসূল (স.) নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, যে বক্তব্য কুরআনের বক্তব্যের বিপরীত তা তার বক্তব্য নয়। অর্থাৎ সেটি জাল বা ভুল হাদীস। তাই-

১. কোন হাদীসে যদি বলা হয়ে থাকে কুরআনের অমুক আয়াতটি রহিত হয়েছে তবে সেটিকে জাল বা ভুল বক্তব্য ধারণকারী হাদীস বলতে হবে। কারণ, কুরআন স্পষ্টভাবে বলেছে যে কুরআনের কোন আয়াত রহিত হয়নি।

২. কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয় তবে সে হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াতের বক্তব্য রহিত হবে না। কারণ, ঐ হাদীসটি রাসূল (স.) এর কথাই না।

♦♦ তাই উল্লিখিত তথ্য সমূহের আলোকে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায়, নিম্নের হাদীসগুলো জাল হাদীস অথবা সম্পূর্ণ বা আংশিক ভুল বক্তব্য (মতন) ধারণকারী 'সহীহ হাদীস'-

১. একদা নামাজে রাসূল (স.) একটি আয়াত বাদ দিয়ে গেলেন। নামাজ শেষে রাসূল (স.) বললেন, আমাদের এ দলে "উবাই" উপস্থিত নেই? উবাই উত্তরে বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ উপস্থিত আছি। রাসূল (স.) বললেন, তুমি আমাকে কেন স্মরণ করালে না? তিনি বললেন, এ আশংকায় যে, আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। তখন রাসূল (স.) বললেন, আয়াতটি রহিত হয়নি; কিন্তু আমি পাঠ করতে ভুলে গিয়েছি।

(আত তাবারী,১ম খন্ড, পৃ- ৪৭৮ ; ফখরুর রাযী, ৩য় খন্ড, পৃ.- ২৩১)
(রাওয়ায়েউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকাম, মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী, অনুবাদক- মাওঃ আমীমুল ইহসান ও মাওঃ মু.

www.pathagar.com

মুনিরুজ্জামান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ফাযিল ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক। আল বারাকা লাইব্রেরী, পৃ- ১৯)

২. তাবরানী (রহ) এর হাদীস গ্রন্থে একটি হাদীস আছে যে, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট হতে একটি সূরা মুখস্ত করেছিলেন। সূরাটি তাঁরা পড়তেই থাকেন। একদা রাত্রির নামাজে সূরাটি তাঁরা পড়ার ইচ্ছে করেন কিন্তু কোনক্রমেই স্মরণ করতে পারেন না। হতবুদ্ধি হয়ে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং ওটা বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তখন তাদেরকে বলেন- 'এটা মানসুখ হয়ে গেছে এবং এর পরিবর্তে উত্তম দেয়া হয়েছে। তোমাদের অন্তর হতে ওটা বের করে নেয়া হয়েছে। দুঃখ করো না, নিশ্চিন্ত থাক।'
(তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ১৯৮৬, পৃঃ- ৩৫৬)

৩.

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ عَلِيٌّ اَقْضَانَا وَاُبَيٌّ اَقْرَءُنَا وَاِنَّا لَنَدَعُ مِنْ لَحْنِ اُبَيٍّ وَاُبَيٌّ يَقُوْلُ اَخَذْتُهُ مِنْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَلَا اَتْرُكُهُ لِشَيْءٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا.

অর্থ : ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, ওমর (রা.) বলেছেন, (কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে) আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন উবাই, তা সত্ত্বেও সে যা তিলাওয়াত করেছে আমরা তার কতিপয় অংশ বর্জন করি। উবাই বলেন, আমি ইহা আল্লাহর রাসূলের মুখ থেকে শুনেছি এবং আমি ইহা কোন কিছুর বিনিময়ে বর্জন করবো না তাহাতে যাই হোক না কেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'আমরা যে আয়াত মনসুখ করি কিংবা ভুলিয়ে দেই উহার স্থানে তা অপেক্ষা উত্তম জিনিস পেশ করি কিংবা অন্ততঃ অনুরূপ জিনিসই এনে দেই।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৪৬৩৪)

৪. বর্ণিত আছে যে, সূরা নূরে একটি আয়াত এমন ছিল "আশশায়খু ওয়াশশায়খাতু ইযা যানা-ইয়া ফারজুমুহুমা আলবাত্তাতান নাকালান মিনাল্লাহি ওয়াল্লাহু আযিযুন হাকীম।" এরিই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ওমর (রা.) বলেন- লোকেরা যদি এই উক্তি না করতো যে, ওমর আল্লাহর

www.pathagar.com

কিতাবে বৃদ্ধি করেছে, তাহলে অবশ্যই আয়াতটি নিজহাতে কুরআনে লিখে দিতাম। (সহীহ বুখারী);
(রাওয়ায়েউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকাম, মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী, অনুবাদক- মাওঃ আমীমুল ইহসান ও মাওঃ মু. মুনিরুজ্জামান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ফাযিল ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক। আল বারাকা লাইব্রেরী, পৃ- ৩৩)

৫. সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যাব থেকে বর্ণিত। হযরত উমর (রা.) বলেছেন; সাবধান আয়াতে রজম অস্বীকার করে ধ্বংস হয়োনা। কেউ যেনো একথা না বলে যে, আমরা যিনার দুইটি দন্ড বিধান আল্লাহর কিতাবে পাচ্ছিনা। রসূল (স.) রজমের শাস্তি প্রদান করেছেন এবং আমরাও তা করেছি। আল্লাহর কসম! উমর বিন খাত্তাব আল্লাহর কিতাব নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে, আমার প্রতি এ অভিযোগের আশংকা যদি না থাকতো তাহলে আমি এ আয়াত (কুরআনে) লিখে দিতাম। "আশশায়খু ওয়াশশায়খাতু ইযা যানাইয়া ফারজুমুহুমা আলবাত্তাতা" (বৃদ্ধ- বৃদ্ধা যদি যিনা করে, তবে অবশ্যি তাদের পাথর মেরে হত্যা কর)। নিঃসন্দেহে এ আয়াতটি আমরা পড়েছি। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক : বাবুয যানীউল মুহসিনু ইয়ুরজামু)

৬.

عَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ..... قَالَ عُمَرُ اَنَّ اللّٰه بَعَثَ مُحَمَّدً (ص) بِالْحَقِّ وَ اَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَاْنَاهَا وَ عَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰه (ص) وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَاَخْشَا اَنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَنٌ اَنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ اَوْ كَانَ الْحَبَلُ اَوِ الْاِعْتِرَافُ ثُمَّ اَنَّا كُنَّا نَقْرَاُ فِيْمَا نَقْرَاُ مِنْ كِتَابِ اللّٰه اَنْ لَا تَرْغَبُوْ عَنْ اٰبَاءِكُمْ فَاِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ اَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَاءِكُمْ اَوْ اِنَّ كُفْرً بِكُمْ اَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَاءِكُمْ.

অর্থঃ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত ওমর (রা.) তাঁর ভাষণে বলেছিলেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সত্য- দ্বীন দিয়েই মুহাম্মদ (স.) কে পাঠিয়েছেন। এবং তাঁর ওপর কিতাব (আল কুরআন) নাযিল করেছেন। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তন্মধ্যে রজমের আয়াতও রয়েছে। (অর্থাৎ বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা)। আমরা তা

www.pathagar.com

পড়েছি ও বুঝেছি এবং হৃদয়ঙ্গমও করেছি। (বিবাহিত ব্যভিচারীকে) রসূলুল্লাহ (স.) রজম করেছেন এবং তাঁর ওফাতের পরে আমরা রজম করেছি। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে, দীর্ঘ যুগ পরে কোনো ব্যক্তি এ কথা বলতে চাইবে যে, আমরা আল্লাহর কিতাবে রজমের আয়াত পাইনি। ফলে আল্লাহর এ ফরযকে যা তিনি নাযিল করেছেন বর্জন করায় তারা সবাই গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহর কিতাবে এ কথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি বিবাহিত হবার পর যেনা করবে চাই সে পুরুষদের থেকে হোক কিংবা নারীদের থেকে, যখন প্রমাণ পাওয়া যাবে, অথবা অবৈধ গর্ভ প্রমাণিত হবে, অথবা সে নিজেই স্বীকার করবে, তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে। অতঃপর আল্লাহর কিতাব থেকে আমরা যা পড়েছি তন্মধ্যে এটাও পড়েছি যে "তোমরা তোমাদের বাপদাদার বংশ পরিচয় থেকে বিমুখ হয়ো না। কেননা বাপ দাদার পরিচয় থেকে বিমুখ হওয়া তোমাদের জন্য কুফরী (শক্ত গুনাহর) কাজ"। অথবা তিনি (উমর) বলেছেন, "ইহা তোমাদের পক্ষে কুফরী হবে, যদি তোমরা বাপদাদার পরিচয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও"। (সহীহ বুখারী হাদীস নং ৬৩৫৭)

৭.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يَطُوْلَ بِالنَّاسِ زَمَنٌ حَتَّى يَقُوْلَ قَاءِلٌ لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَيُضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ اَنْزَلَهَا اللّٰهُ اَلَ وَاِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ اَحْصَنَ اِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ اَوْ كَانَ الْحَبَلُ اَوِ الاِعْتِرَافُ قَالَ سُفْيَانُ كَذَا حَفِظْتُ اَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ

অর্থঃ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, উমর (রা.) বলেছেন, আমি এ আশংকা করছি যে, মানুষের উপর দীর্ঘযুগ (সময়) অতিবাহিত হবে, অবশেষে কোন ব্যক্তি এ উক্তি করে বসবে যে, আল্লাহর কিতাবের মধ্যে রজম (অর্থাৎ বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি পাথর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা) করার বিধান তো আমরা পাইনি। ফলে আল্লাহর একটি ফরয বর্জন করার কারণে তারা সবাই পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ হবে। অথচ আল্লাহ তা নাযিল করেছেন। সাবধান! নিশ্চিত জেনে রাখো, রজমের বিধান নিঃসন্দেহে সত্য ও অবধারিত সে ব্যক্তির ওপর যে বৈবাহিক জীবনযাপন করার পর যেনা করলো এবং এর প্রমাণও পাওয়া গেল।

www.pathagar.com

অথবা নারীর অবৈধ গর্ভ প্রমাণিত হলো কিংবা স্বীকার করলো (মোট কথা এ তিনটির যে কোন একটি পাওয়া গেলে তাকে পাথর দ্বারা হত্যা করতে হবে)। সুফিয়ান বলেন, অনুরূপভাবে আমি স্মরণ রেখেছি। [উমর (রা.) বলেন] সাবধান! রসূলুল্লাহ (স.) রজম করেছেন, তাই আমরাও (তাঁর ওফাতের পরে রজম করেছি।) (সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৬৩৫৬)

৮.

حَدَّثَنَ يَحْيَ قَلَ قَرَءْتُ عَلَى مَالِك عَنْ اَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَءِشَةَ ءَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيْمَا اُنْزِلَ مِنَ الْقُرْءَنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُمَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُمَاتٍ فَتُوُفِّى رَسُوْلُ اللّٰهُ (ص) وَهُنَّ فِيْمَا يُقْرَءُ مِنَ الْقُرْءَنِ.

অর্থঃ আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন - দশবার দুধ চুষলে হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয়- এ কথা কুরআনে নাযিল হয়েছিল। পরে এ হুকুম মানসুখ হয়ে পাঁচবার চুষলে হারাম হওয়া সাব্যস্ত হওয়ার হুকুম হয়েছিল। আর যে সময় রাসূলুল্লাহ (স.) এঁর ওফাত হয় তখন তা কুরআনের অংশ হিসেবে তিলাওয়াত করা হত। (সহীহ মুসলিম হাদীস নং- ৩৪৬১)

৯.

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِك اَنَّ رِعْلاً وَ ذَكْوَانَ وعُصَيَّةَ وَبَنِىْ لِحْيَانَ اسْتَمَدُّوْا رَسُوْلَ اللّٰه (ص) عَلىٰ عَدُوٍّ فَاَمَدَّهُمْ لِسَبْعِيْنَ مِنَ الْاَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّهِمُ الْقُرَّاءَ فِىْ زَمَانِهِمْ كَانُوْا يَحْتَطِبُوْنَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّوْنَ بِاللَّيْلِ حَتّٰى كَانُوْا بِبِءْرِمَعُوْنَةَ قَتَلُوْهُمْ وَغَدَرُوْبِهِمْ فَبَلَغَ النَّبِيَّ(ص) فَقَانَتَ شَهْرًا يَدْ عُوْ فِى الصُّبْحِ عَلَى احْيَاءِ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى رِعْلٍ وَ ذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِىْ لِحْيَانَ قَالَ اَنَسٌ فَقَرَاْنَا فِيْهِمْ قُرْاٰنًا ثُمَّ انَّ ذَالِكَ رُفِعَ بَلِّغُوْا عَنَّا قَوْمَنَا اَنَّ قَدْ لَقِيْنَا رَبَّانَا فَرَضِىَ عَنَّا وَ اَرْضَانَا وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَنَسٍ

www.pathagar.com

ابْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ (ص) قَنَتَ شَهْرًا فِيْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ يَدْعُوْا عَلٰى اَحْيَاءٍ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِيْ لِحْيَانَ زَادَ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا ابْنِ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ اَنَّ اُوْلَاءِكَ السَّبْعِيْنَ مِنَ الْاَنْصَارِ قُتِلُوْا بِبِءْرِ مَعُوْنَةَ قُرْاٰنًا كِتَابًا نَحْوَهُ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। রে'ল, যাকওয়ান, উসাইয়া ও বনী লেহইয়ান গোত্র তাদের শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাদের সাহায্যের জন্য সত্তর জন আনসারকে পাঠিয়ে দিলেন। আমরা তাদের (সেই যুগের) ক্বারী বলতাম। তারা দিনের বেলা কাষ্ঠ সংগ্রহ করত এবং রাতের বেলা নামাজে কাটাতো। তারা বীরে মাউনার নিকটে পৌছলে বিশ্বাসঘাতকতা করে ওদেরকে হত্যা করা হল। নবী (স.) এর কাছে এ খবর পৌছলে তিনি একমাস ধরে ফজরের নামাজে আরবের কিছু সংখ্যক গোত্রের জন্য বদদোয়া করে দোয়া কুনুত পাঠ করলেন। অর্থাৎ রেল, যাকওয়ান, উসাইয়া ও বনী লেহইয়ানের জন্য বদদোয়া করলেন। আনাস বর্ণনা করেছেন- তাদের সম্পর্কে আমরা কিছু আয়াত তিলাওয়াত করতাম। অবশ্য পরে এর তিলাওয়াত মওকুফ হয়ে যায়। একটি আয়াত হল, "আমাদের কওমের লোকদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের প্রভুর সান্নিধ্যে পৌছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি খুশী হয়েছেন এবং আমাদেরকেও খুশী করেছেন।" কাতাদা আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন- আনাস ইবনে মালেক তাকে বলেছেন যে, নবী (স.) একমাস ধরে ফজরের নামাজে আরবের কিছু সংখ্যক গোত্রের জন্য বদদোয়া করে দোয়া কুনুত পাঠ করেছেন। ইমাম বোখারীর শায়খ খলীফা ইবনে খাইয়াত এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে যোবাইর সাঈদ ও কাতাদার মাধ্যমে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। আনাস বলেছেনঃ শাহাদাত লাভকারী এই সত্তরজনই ছিলেন আনসার। বীরে মাউনা নামক একটি কূপের কাছে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিলো। এখানে কোরআন শব্দটি আল্লাহর কিতাব বা অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিলো। (সহীহ বুখারী হাদীস নং- ৩৭৮৪)

১০. আনাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) নবী (স.) তাঁর (আনাসের) মামা উম্মে সুলাইমের (আনাসের মা) ভাইকে (হারাম ইবনে হামযা) সত্তরজন

www.pathagar.com

আশ্বারোহীসহ (আমের ইবেন তুফায়েলের কাছে) পাঠালেন। ঘটনা হলো, মুশরিকদের নেতা আমের ইবনে তুফায়েল নবী (স.) কে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি বেছে নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলো। সে বললো, গ্রাম ও পল্লী এলাকায় আপনার শাসন কর্তৃত্ব থাকবে আর শহর এলাকায় আমার শাসন কর্তৃত্ব থাকবে। অথবা আমি আপনার খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত হবো। অথবা গাতফান গোত্রের দু'হাজার যোদ্ধা নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। এরপর আমের কোন এক গোত্রের এক মহিলার (উম্মে ফুলানের) ঘরে মহামারীতে আক্রান্ত হলো। সে বললো- অমুক বাড়ীর উটের যেমন গায়ে ফোঁড়া (প্লেগ) হয় আমারও সেরূপ ফোঁড়া বেরিয়েছে। তোমরা আমার ঘোড়া নিয়ে এসো। তারপর ঘোড়ায় চড়লে সে ঘোড়ার পিঠেই মারা গেলো। উম্মে সুলাইমের ভাই হারাম ইবনে মেলহান, এক খোঁড়া ব্যক্তি ও কোন এক গোত্রের আরেকজন লোকসহ বনী আমের গোত্রের কাছে গেলেন। হারাম তার দু'সঙ্গীকে লক্ষ্য করে বললেন- তোমরা নিকটে অপেক্ষা করো। আমি একাকী তাদের কাছে যাচ্ছি। যদি তারা আমাকে নিরাপত্তা দান করে তাহলে তোমরা এখানেই থাকবে। আর যদি হত্যা করে ফেলে তাহলে তোমরা নিজের লোকদের কাছে ফিরে যাবে। এরপর তিনি তাদের কাছে গিয়ে বললেন- তোমরা আমাকে নিরাপত্তা দিলে আমি রসূলুল্লাহ (স.) এর একটা বার্তা তোমাদের কাছে পৌছাতাম। এভাবে তিনি তাদের কাছে কথা বলতে শুরু করলে তারা এক ব্যক্তিকে ইশারা করলো। সে চুপিসারে পেছন দিক থেকে এসে তাঁকে (হারাম ইবনে মেলহান) বর্শা দ্বারা আঘাত করলো। হাদীস বর্ণনাকারী হাম্মাম বলেন, আমার মনে হয় হাদীসের রাবী ইসহাক (কথাটা এভাবে) বলেছিলেন- বর্শা দ্বারা আঘাত করে এপার ওপার করে দিয়েছিলো। বর্শার আঘাত করা মাত্র তিনি (হারাম ইবনে মেলহান) বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবার। কাবার প্রভুর শপথ আমি কামিয়াবী লাভ করলাম। এরপর তারা (মুশরিক বনী আমের গোত্রের লোকেরা) হারামের সঙ্গীদের ওপর আক্রমণ করলে খোঁড়া ব্যক্তি ছাড়া সবাই নিহত হলো। খোঁড়া লোকটি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহন করেছিল। এ ঘটনার পর নিহত মুসলমানদের উক্তি উদ্ধৃত করে আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন যা পরে মানসুখ হয়েছিল। আয়াতের অর্থ হলো "আমরা আমাদের রবের সান্নিধ্যে পৌছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকেও সন্তুষ্ট করেছেন।" এঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নবী (স.) ত্রিশ দিন পর্যন্ত ফজরে রে'ল, যাকওয়ান, বনী লেহইয়ান ও উসাইয়া গোত্রের জন্য বদদোয়া করলেন। কেননা তারা আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়েছিলো। (সহীহ বুখারী হাদীস নং ৩৭৮৫)

www.pathagar.com

সুধী পাঠক, কুরআন, হাদীস ও বিবেক- বুদ্ধির উল্লিখিত তথ্যের আলোকে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি যে, নাযিল হওয়ার পর আল- কুরআনের কোন আয়াত মানসুখ হয়নি এবং কুরআনের কিছু আয়াতের 'তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম বা শিক্ষা চালু নেই' এ কথাও সঠিক নয়। তাই, মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব হবে, 'তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম বা শিক্ষা চালু নেই'- এ কথার মাধ্যমে, আল- কুরআনের যে সকল আয়াতের কল্যাণ থেকে মানব সভ্যতাকে বঞ্চিত করা হয়েছে তার সঠিক ব্যাখ্যা জাতির সামনে উপস্হাপন করা। চলুন এখন এ বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক।

তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই বলা আয়াতের প্রচলিত একটি তালিকা

মানসুখ		নাসিখ
১. বাকারা/২ : ১৮০		নিসা/৪ : ১১- ১২ নাযিলের পর বর্ণিত হাদীস দ্বারা
২. বাকারা/২ : ২৪০		বাকারা/২ : ২৩৪, নিসা/৪ : ১২
৩. আনফাল/ ৮ : ৬৫		আনফাল/৮ : ৬৬
৪. আহযাব/৩৩ : ৫২ (তিলাওয়াতসহ রহিত)		আহযাব/৩৩ : ৫০
৫. মুজাদালাহ/৫৮ : ১২		মুজাদালাহ/৫৮ : ১৩
৬. বাকারা/২ : ১১৫		বাকারা/২ : ১৪৪
৭. বাকারা/২ : ১৮৪		বাকারা/২ : ১৮৫
৮. বাকারা/২ : ৬২, মায়েদা/৫ : ৬৯		আলে ইমরান/৩ : ৮৫
৯. আলে ইমরান/৩ : ১০২		তাগাবুন/৬৪:১৬, হুজুরাত/৪৯:১৪
১০. নিসা/৪ : ১৫- ১৬		নূর/২৪ : ২- ৪
১১. মায়েদা/৫:২ (হারাম মাসের বাক্যাংশ) , তাওবা/৯ : ৩৬		বাকারা/২ : ১৯৪
১২. মুজ্জাম্মিল/৭৩ : ২- ৪		মুজ্জাম্মিল/৭৩ : ২০, বনী ইসরাইল/১৭ :৭৯
১৩. নিসা/৪ : ৪৩ (নেশার প্রসংগ)		মায়েদা/৫ : ৯০

www.pathagar.com

১৪. তাওবা/৯ : ৫ নং আয়াতটি সুন্নাতে রাসূল দ্বারা রাসূল (স.) এর জীবদ্দশার শেষ বর্ষ থেকে রহিত।
১৫. আহযাব/৩৩ : ৫০ নং আয়াতখানি (হেবাকারিনীকে মহরানা ছাড়াই বিয়ের অনুমতি) রাসূলের জন্যে খাস। এই বিধান পালনের সময় রাসূলের ইন্তেকালের মাধ্যমে অতীত হয়ে গেছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই আয়াতটি মানসুখ আয়াতে পরিণত হয়েছে।
১৬. মায়েদা/৫ : ৩ নং আয়াতে মৃত জীবকে হারাম করা হয়েছে। কিন্তু মাছের ব্যাপারে হাদীস দ্বারা ঐ হুকুম রহিত হয়। এছাড়া অন্য সকল প্রাণীর ক্ষেত্রে তা কার্যকর।
১৭. মায়েদা/৫ : ৬ নং আয়াতে পা মাসেহ করার কথা বলা হয়েছে অথচ হাদীসের মাধ্যমে মোজা পরিহিত অবস্থায় তা কার্যকর নয় বরং মোজার উপর মাসেহ করাই যথেষ্ট।
১৮. নিসা/৪ : ১০১ নং আয়াতের বিধান (কসরের নামাজ) হাদীস দ্বারা সব রকমের সফরে প্রযোজ্য, যদিও কুরআনে শুধু ভয়ের সময়ের উল্লেখ রয়েছে।
১৯. নূর/২৪ : ২ নং আয়াতের বিধান হাদীস দ্বারা অবিবাহিতদের জন্য সীমীত হয়েছে। যদিও কুরআনে তা সাধারণভাবেই বলা হয়েছে।
২০. সূরা মু'মিনুন/২৩ : ৬ এর দাসী প্রসংগটি বিদায় হজ্জের ভাষণের মাধ্যমে রহিত।
২১. সূরা বনী ইসরাইল/১৭: ১১০ নং আয়াতের মধ্যম স্বরে নামাজ পড়ার আদেশ হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে বিভিন্ন ওয়াক্তে বিভিন্ন রাকায়াতে বিভিন্ন রকম নির্ধারিত হয়েছে।
২১. মাদানী যুগের জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতগুলো দ্বারা মাক্কী যুগের ধৈর্য্য ও ক্ষমাশীলতার আয়াতগুলো রহিত।
২২. সহীহ মুসলিম ৭৩১৯ নং হাদীস অনুযায়ী ফুরকান/২৫ : ৭০ নং আয়াতটি নিসা /৪ : ৯৩ নং আয়াত দ্বারা রহিত।

তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই বলা আয়াতের প্রচলিত সর্বশেষ তালিকা

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, প্রথম দিকে নাসিখ- মানসুখ আয়াতের সংখ্যা ছিল পাঁচ শতেরও বেশি। শায়খ জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহ) তার রচিত ইতকান গ্রন্থে ঐ সংখ্যা ২১টি বলে উল্লেখ করেছেন। এরপর শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ) তার রচিত আল ফাউযুল কবীর গ্রন্থে মানসুখ আয়াতের সংখ্যা বলেছেন ৫ (পাঁচ) টি। সর্বশেষে বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী তার রচিত

www.pathagar.com

উলূমুল কুরআন (দ্বিতীয় প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৮, পৃষ্ঠা ১২০- ১২৩) গ্রন্থে মানসুখ আয়াতের সংখ্যা ৪টি বলে উল্লেখ করেছেন। সে ৪টি আয়াত হলো- বাকারা/২ : ১৮০, আনফাল/৮ : ৬৫, মুজাদালাহ/৫৮ : ১২ এবং মুজ্জাম্মিল/৭৩ : ২- ৪।

তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই বলা আয়াত সমূহ পর্যালোচনার সময় যে কথা সর্বক্ষণ মনে রাখতে হবে

তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই বলে প্রচারিত আয়াত সমূহ পর্যালোচনার সময় যে কথা সর্বোক্ষণ মনে রাখতে হবে তা হলো- পুরো কুরআন একবারে রাসূল (স.) এর নিকট নাযিল হয়নি। ইসলামকে বিজয়ী বা সমাজে প্রতিষ্ঠা করার যে কাজ করার জন্য রাসূল (স.) কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল সে কাজে সফল হওয়ার ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য, অবস্থা অনুযায়ী কুরআন ২৩ বছর ধরে একটু একটু করে নাযিল করা হয়েছে। তাই কোন বিষয়ের একটি দিক এক আয়াতে এবং অন্যদিক অন্য আয়াতে নাযিল করা হয়েছে। আবার একই তথ্য বিভিন্ন জায়গায়ও উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য একটি বিষয়ের ব্যাপারে কুরআনের চূড়ান্ত বা পূর্ণ তথ্য জানতে হলে ঐ বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করতে হবে। এবং এই পর্যালোচনার সময় মনে রাখতে হবে, একটি আয়াত আর একটি আয়াতের সম্পূরক, বিরোধী নয়। অর্থাৎ একটি আয়াতের তথ্যের সাথে অন্য আয়াতের তথ্য যোগ করে সকল বিষয়ের চূড়ান্ত তথ্য নির্ণীত হবে। কখনই একটি আয়াতের তথ্য দ্বারা অন্য আয়াতের তথ্য বিয়োগ বা রহিত করে কোন বিষয়ের চূড়ান্ত তথ্য নির্ণিত হবে না। উদাহরণস্বরূপ গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়টি দেখা যাক। গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়ে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে যে সকল তথ্য বলা হয়েছে তা হলো-

তথ্য- ১

اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاتِ ط

অর্থঃ নিশ্চয়ই নেক আমল গুনাহ রহিত করে। (হুদ/১১ : ১১৪)

তথ্য- ২

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلاَّ اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ.

অর্থঃ যারা (যে মু'মিনরা) কবীরা গুনাহ ও অশ্লীল কাজ হতে মুক্ত কিন্তু ছোটখাট গুনাহ থেকে নয়, (তাদের জন্য) নিশ্চয় আপনার রবের ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত।
(নাজম/৫৩ : ৩২)

www.pathagar.com

তথ্য- ৩

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ج حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّى تُبْتُ الْئٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ط اُولٰئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا .

অর্থঃ আর এমন (মু'মিন) লোকদের তাওবা কবুল হবে না যারা গুনাহ করে যেতে থাকে যতক্ষণ না মৃত্যু উপস্থিত হয়। তখন বলে এখন আমরা তাওবা করছি। আর এমন লোকদেরও ক্ষমা নেই যারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। এসব লোকের জন্য আমি কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছি। (নিসা/৪ : ১৮)

তথ্য তিনটির শিক্ষার পর্যালোচনাঃ

সূরা হুদ ও নাজম মক্কায় তথা আগে এবং সূরা নিসা মদীনায় তথা পরে অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা হুদের আয়াতখানির সরল বক্তব্য হলো নেক আমল সব ধরনের (সগীরা ও কবীরা) গুনাহ রহিত করে দেয়। আর সূরা নাজমের আয়াতখানির বক্তব্য হলো- কেউ কবীরা গুনাহ মুক্ত হতে বা থাকতে পারলে তার সগীরা গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবেন। অন্য দিকে সূরা নিসার আয়াতখানির সরল বক্তব্য হলো মৃত্যুর পূর্বে করা তাওবা ব্যতীত কোন (সগীরা ও কবীরা) গুনাহ মাফ হবে না।

নাসিখ- মানসুখ তত্ব সঠিক হলে বলতে হবে, পরে নাযিল হয়েছে বলে সূরা নিসার ১৮ নং আয়াত, সূরা হুদের ১১৪ নং এবং সূরা নাজমের ৩২ নং আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। কারণ, সূরা নিসা পরে নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ গুনাহ মাফের বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য দাড়াবে- শুধুমাত্র তাওবার মাধ্যমে গুনাহ (সগীরা ও কবীরা) মাফ হবে। নেক আমলের দ্বারা কোন গুনাহ মাফ হবে না। কিন্তু এ বিষয়ে কুরআনের উল্লিখিত তিনটি আয়াতসহ সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করলে যে চূড়ান্ত তথ্য বের হয়ে আসে তা হলো-

- ❖ নেক আমলের মাধ্যমে সগীরা গুনাহ মাফ হয়
- ❖ মৃত্যুর পূর্বে করা তাওবার মাধ্যমে (মানুষের হক ফাঁকি দেয়ার গুনাহ ব্যতীত) সকল গুনাহ মাফ হয়।

মানসুখ আয়াতের প্রচলিত সর্বশেষ তালিকার বাইরের দু'খানি আয়াতের মানসুখ না হওয়ার ব্যাখ্যা

উপরে বর্ণিত তথ্যে আমরা দেখেছি যে, মানসুখ আয়াতের সর্বশেষ সংখ্যা হলো চারখানি। কিন্তু এমন দুখানি আয়াত আছে যা সর্বশেষ তালিকায় নেই। অর্থাৎ

www.pathagar.com

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ) এবং বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী সাহেব ঐ দু'খানি আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গেছে বলে মনে করেন না। কিন্তু আয়াত দু'খানির হুকুম রহিত হয়ে গেছে বলে অধিকাংশ মাদ্রাসা পড়া ব্যক্তি জানেন এবং প্রচার করেন। তাদের এ ধারণা ও প্রচারণা মানব সভ্যতা এবং ইসলামের ব্যাপক অকল্যাণ করছে। তাই, চলুন প্রথমে ঐ দুখানি আয়াতের মানসুখ না হওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। আয়াত দু'খানি হলো-

১. সূরা বাকারার ১৮৪ নং আয়াতের রোযার ফিদিয়া (বিনিময়) দেয়ার অংশটি এবং
২. সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতের নেশাগ্রস্হ অবস্হায় সালাতে না আসার অংশটি।

১. সূরা বাকারার ১৮৪ নং আয়াতের রোযার ফিদিয়া (বিনিময়) দেয়ার অংশটি মানসুখ না হওয়ার ব্যাখ্যা

সূরা বাকারার : ১৮৪ নং আয়াতের ফিদিয়া দেয়ার অংশটুকুর বক্তব্য হল্য- 'আর যাদের রোযা রাখা (ভীষণ) কষ্ট দায়ক, তাদের জন্য ফিদিয়া (বিনিময়) হলো একজন মিসকিনকে খাওয়ানো'। প্রায় সকল মাদ্রাসা পড়া ব্যক্তি ও সাধারণ মুসলমান মনে করেন আয়াতের এ অংশটুকুর তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম সাধারণভাবে রহিত হয়ে গেছে ১৮৫ নং আয়াতখানি দ্বারা। শুধুমাত্র বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, গর্ভবতী, দুগ্ধপোষ্য শিশুর মা এবং যারা এমন ধরনের রোগে আক্রান্ত যা থেকে সেরে উঠে রোযা রাখা সম্ভব নয়, তাদের ব্যাপারেই এ অংশটুকুর হুকুম চালু আছে। তাই, চলুন আমরা আয়াত দু'খানির বক্তব্য দেখি এবং বিষয়টি পর্যালোচনা করি।

সূরা বাকারা ১৮৪ নং আয়াত

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ . فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ .

অর্থঃ (রোযা) কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনের। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হয় বা ভ্রমণে থাকে তবে অন্য সময় সে দিনগুলো পূরণ করে দেবে। আর যাদের রোযা রাখা (ভীষণ) কষ্ট দায়ক, তাদের জন্য ফিদিয়া (বিনিময়) হলো একজন মিসকিনকে খাওয়ানো। আর যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকাজ করে তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর রোযা রাখা তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর। (এ তথ্য

www.pathagar.com

সহজে মেনে নিতে) যদি তোমরা (রোযার সকল কল্যাণ) জানতে (বাস্তবে দেখতে পারতে)।

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ মানুষের প্রতি অতীব দয়াশীল। তাই তিনি এ আয়াতের মাধ্যমে নিম্নের তিন বিভাগের মানুষের জন্য রোযা রাখার বিষয়ে কিছু ছাড় দিয়েছেন। ছাড়গুলো হলো-

১. যারা ভ্রমণে আছেন তাদের ভ্রমণের সময় রোযা না রাখার অনুমতি দিয়েছেন এবং ভ্রমণ শেষ হওয়ার পর ভাঙ্গা রোযাগুলো রেখে দিতে বলেছেন।
২. যারা এমন রোগাক্রান্ত যে রোযা থাকলে শরীরের বিশেষ ক্ষতি হবে তাদেরও রোযা না রাখার অনুমতি দিয়েছেন এবং রোগ থেকে সুস্থ হয়ে উঠার পর ভাঙ্গা রোযাগুলো রেখে দিতে বলেছেন।
৩. যাদের জন্য রোযা রাখা অত্যন্ত কষ্ট দায়ক তাদের জন্য ফিদিয়া (বিনিময়) দিতে বলেছেন। ঐ বিনিময় হলো একটি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাওয়ানো।

রোযা রাখার বিষয়ে উপরোক্ত তিন বিভাগের লোকদের আল্লাহর ছাড় দেয়ার কারণ হলো তাদের জন্য রোযা রাখা কষ্টদায়ক। তবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো প্রথম দু'বিভাগের লোকেরা কারা তা আল্লাহ সুনির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছেন। কিন্তু তৃতীয় বিভাগের লোকেরা কারা তা মহান আল্লাহ উল্লেখ করেন নি। কিন্তু একটু চিন্তা করলে সহজেই বুঝা যায় এই বিভাগের লোকেরা হবে তারা যাদের জন্য রোযা রাখা ভীষণ কষ্টদায়ক এবং তাদের ঐ অবস্থা হতে মুক্ত হয়ে ভাঙ্গা রোজা রেখে দেয়ার সুযোগ নাই। ঐ লোকেরা হলো-

ক. যারা ভীষণ কায়িক পরিশ্রম করে জীবন চালায়। এ লোকদের ঐ পরিশ্রমের সময় রোযা রাখতে গেলে ঘাম, ক্ষুধা বা উভয়টির কারণে শরীরে ভীষণ ক্ষতি হতে পারে। আবার তাদের সমস্ত বছর ঐ কাজ করতে হয়। অর্থাৎ তাদের ঐ অবস্থা হতে মুক্তি পাওয়ার কোন পথ নেই।
খ. বৃদ্ধ, বৃদ্ধা বা যারা এমন ধরনের রোগে আক্রান্ত যা থেকে সেরে উঠে ভাঙ্গা রোযা রেখে দেয়ার সুযোগ নেই। আর গর্ভবতী মহিলা বা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মা, যাদের ঐ অবস্থা হতে উত্তরণ পেতে অনেক সময় লাগবে।

আলোচ্য আয়াতে রোযার পরিবর্তে বিনিময় দেয়ার বিষয়টি যে উল্লিখিত দু'বিভাগের লোকদের জন্য প্রযোজ্য হবে তার যুক্তি ও প্রমাণ-

www.pathagar.com

১. কষ্ট হবে বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে বলে মহান আল্লাহ সফরে থাকা ব্যক্তি এবং সুস্থ অবস্থায় ফেরা সম্ভব এমন রোগাক্রান্ত মানুষের জন্য রোযা রাখার বিষয়ে ছাড় দিয়েছেন। বর্তমানে প্লেনে বা শিততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে অনেক দূর ভ্রমণ করলেও তেমন কষ্ট হয় না। কিন্তু কিছু না কিছু কষ্ট হয় বলে ভ্রমণকারীর জন্য ভ্রমণ অবস্থায় আল্লাহ রোযা না রাখার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু ভীষণ কায়িক পরিশ্রম করে জীবন চালানো ব্যক্তিদের রোযা রাখার ব্যাপারে কোন ছাড় না দিলে আল্লাহ কি সর্বাপেক্ষা ন্যায় বিচারক হতে পারবেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা সবাই বলবেন অবশ্যই পারবেন না (নাউযু বিল্লাহ)। তাই নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় এ বিভাগের মানুষদের জন্য রোযা রাখার বিষয়ে আল্লাহর অবশ্যই ছাড় থাকবে।

২. আবার বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, সুস্থ হওয়ার সুযোগ নেই এমন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এবং গর্ভবতী মহিলা ও দুগ্ধপোষ্য শিশুর মায়েদের ব্যাপারেও, ন্যায় বিচারের স্বার্থে রোযা রাখার বিষয়ে আল্লাহর অবশ্যই ছাড় থাকবে।

৩. এ দু'বিভাগের লোকদের তাদের অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে ভাঙ্গা রোজা আবার রেখে দেয়ার সুযোগ নেই। তাই সহজেই বলা যায়, যুক্তি ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে এদের জন্য বিনিময়ের (ফিদিয়া) বিষয়টি চালু থাকার কথা মহান আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন।

সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াত

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ. فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

অর্থঃ রমযান মাস। যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। (কুরআন) সকল মানুষের জীবন পরিচালনার পথ নির্দেশ। যা স্পষ্ট বাণী ধারণকারী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। তাই, যে ব্যক্তি এ মাসের সম্মুখীন হবে সে রোযা রাখবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হয় বা ভ্রমণে থাকে তবে অন্য সময় সে দিনগুলো পূরণ করে দেবে। আল্লাহ তোমাদের (জীবনকে) সহজ করতে চান। কঠিন করতে চান না। (তোমাদের জন্য রোযা রাখার এ পদ্ধতি বলা হচ্ছে) এ কারণে যে, তোমরা যেন রোযার সংখ্যা পূরণ করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের

www.pathagar.com

(অত্যন্ত কল্যাণকর) একটি বিষয়ের সন্ধান দিয়েছেন সে জন্য তোমরা তার শ্রেষ্ঠত্ব- মহত্বের স্বীকৃতি দিতে এবং (মহা উপকার করার জন্য) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

ব্যাখ্যাঃ যারা কুরআনে নাসিখ-মানসুখ আয়াত আছে বিশ্বাস করেন তারা বলেন, যেহেতু ফিদিয়ার বিষয়টি আল্লাহ এ আয়াতে উল্লেখ করেন নাই তাই ফিদিয়ার বিষয়টি রহিত হয়ে গেছে। তাদের এ কথাটি সঠিক না হওয়ার প্রমাণ-

১. এক আয়াতে একটি বিষয় উল্লেখ আছে কিন্তু অন্য আয়াতে নেই এটিই যদি আয়াত মানসুখ হওয়ার নীতিমালা হয় তবে কুরআনের অসংখ্য আয়াত বা বক্তব্য মানসুখ হয়ে যাবে। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়টি।

২. নাসিখ-মানসুখে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ মনে করেন, ফিদিয়ার বিষয়টি বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, সুস্হ হওয়ার সুযোগ নেই এমন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এবং গর্ভবতী মহিলা ও দুগ্ধপোষ্য শিশুর মায়েদের ব্যাপারে চালু আছে। তবে কায়িক প্ররিশ্রমকারী ব্যক্তিদের ব্যাপারে রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু আয়াতে এ দুই গ্রুপের একটি বাদ যাবে এবং অন্যটি বহাল থাকবে এ কথাতো মোটেই বলা হয়নি। প্রকৃত কথা হলো ফিদিয়ার বিষয়টি এই উভয় বিভাগের মানুষের জন্য চালু আছে।

৩. ভ্রমণে থাকা এবং সুস্হ হয়ে উঠা সম্ভব এমন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের ছাড় দেয়া কিন্তু কঠিন কায়িক প্ররিশ্রম করা ব্যক্তিদের ছাড় না দেয়া মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক হওয়ার পরিপন্থী বিষয়। তাই এটি হতে পারে না।

৪. এ আয়াতে ভ্রমণে থাকা এবং সুস্হ হয়ে উঠা সম্ভব এমন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের ভেঙ্গে ফেলা রোযা রেখে দেয়ার কথাটি আবার উল্লেখ করার প্রকৃত কারণ হলো সেটি যা হজরত মুয়ায (রা.) এবং বুখারী শরীফে সালমা বিন আকওয়া (রা.) উল্লেখ করেছেন। সে কারণটি হলো- ১৮৪নং আয়াতখানি নাযিল হওয়ার পর ঐ দু'ধরনের ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে রোযা না রেখে ফিদিয়া দিতে আরম্ভ করেছিল। তাই আল্লাহ ঐ দুই বিভাগের মানুষদের জন্য পুরোমাস রোযা থাকতে অথবা ভ্রমণ শেষে বা সুস্হ হয়ে উঠার পর ভাঙ্গা রোযা পুরো করে দেয়ার বিষয়টি আবার ১৮৫ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে ভীষণ কায়িক পরিশ্রম করে চলা ব্যক্তিদের নিজেদেরই খাওয়া যোগানো কঠিন। তাই তারা বিনিময় দিবে কিভাবে? এ প্রশ্নের উত্তর হলো দুই বা তার বেশি লোকের খাবার থেকে একজন মানুষের খাবার বের করা খুব কঠিন

www.pathagar.com

নয়। তবে এতে একটু কষ্ট হতে পারে। এজন্যই আল্লাহ ফিদিয়া দেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করার পরপরই বলেছেন, 'আর যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকাজ করে তা তার জন্য কল্যাণকর হয়'। অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন, কায়িক পরিশ্রম করা যে ব্যক্তি রোযার পরিবর্তে একটু কষ্ট সহ্য করে ফিদিয়া দিবে এটি তার জন্য কল্যাণকর হবে।

ভীষণ কায়িক পরিশ্রম করে চলা ব্যক্তিদের ব্যাপারে রোযার ছাড়ের বিষয়টি (ফিদিয়া) চালু না থাকায় তাদের অধিকাংশই রোযা থাকে না এবং ফিদিয়াও দেয় না। এর ফলে তারা এবং সমাজ, আল্লাহ ঘোষিত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং শত্রুরা ইসলামকে একটি অযৌক্তিক জীবন ব্যবস্থা বলার সুযোগ পাচ্ছে।

২. সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতের নেশাগ্রস্থ অবস্থায় সালাতে না আসা অংশটি মানসুখ না হওয়ার ব্যাখ্যা

সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতের ঐ অংশটুকু হলো-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ... ...

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ, নেশাগ্রস্ত থাকা অবস্থায় তোমরা ততোক্ষণ সালাতের ধারে- কাছে যাবে না যতক্ষণ না বুঝতে পার, তোমরা কী বলছো ... ... (নিসা/৪ : ৪৩)

ব্যাখ্যাঃ পর্যায়ক্রমে মদ হারাম হওয়ার দ্বিতীয় হুকুমটি আল্লাহ এ আয়াতাংশের মাধ্যমে জানিয়েছেন। প্রায় সকল মাদ্রাসা পড়া ব্যক্তি ও সাধারণ মুসলমান মনে করেন সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতের এ অংশটুকুর তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম রহিত হয়ে গেছে। চলুন আমরা পর্যালোচনা করি আসলে এটি সঠিক কিনা। বিষয়টি বুঝা সহজ হবে মদ হারাম করার জন্য আল্লাহ পর্যায়ক্রমে অন্য যে দু'টি বক্তব্য রেখেছেন তা জানা থাকলে। এ বিষয়ে আল্লাহর জানানো প্রথম বক্তব্য হল-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا .. ..

অর্থঃ তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও এ দুটোতে মানুষের জন্য অনেক অকল্যাণ ও কিছু কল্যাণ রয়েছে। আর তাদের অকল্যাণ কল্যাণের চেয়ে অনেক বেশি। ... ... (বাকারা/২ : ২১৯)

www.pathagar.com

পর্যায়ক্রমে মদ হারাম হওয়ার দ্বিতীয় হুকুমটি আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতের পূর্বোল্লিখিত অংশের মাধ্যমে। আর পর্যায়ক্রমে মদ হারাম হওয়ার তৃতীয় বা শেষ হুকুমটি হলো-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

অর্থঃ হে মু'মিনগণ মদ, জুয়া, পূজার প্রতিমা ও পাশা সবই নাপাক শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা এগুলো পরিহার কর। যদি তোমরা কল্যাণ পেতে চাও।

(মায়েদা/৫ : ৯০)

বক্তব্য তিনটির পর্যালোচনাঃ পর্যায়ক্রমে মদ হারাম হওয়ার প্রথম বক্তব্যটি সূরা বাকারা নাযিল হওয়ার সময়কালে তথা মাদানী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হয়। দ্বিতীয় বক্তব্যটি সূরা নিসা নাযিল হওয়ার সময়কালে তথা ৩য় হিজরীর শেষভাগ হতে শুরু করে ৪র্থ হিজরীর শেষ বা ৫ম হিজরীর প্রথম দিকে নাযিল হয়। আর এ বিষয়ের শেষ হুকুমটি সূরা মায়েদা নাযিল হওয়ার সময়কালে তথা ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষভাগ বা ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে নাযিল হয়।

তাহলে দেখা যায়, মদ তথা নেশা জাতীয় বস্তু খাওয়া থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য মহান আল্লাহ পর্যায়ক্রমে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা হলো-

১. যারা মদ খায় তাদের মদের খারাপ ও ভাল দিক জানানো (Counselling)
২. দিন রাতের ৫টি সময়ে (পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে এবং সালাতের আগে নেশা মুক্ত হতে যে পরিমাণ সময় লাগে সে পরিমাণ সময়) মদ না খাওয়া
৩. মদ খাওয়া সরাসরি নিষিদ্ধ করা।

মদ থেকে ঈমানদার ব্যক্তিদের দূরে সরানোর জন্য মহান আল্লাহর নেয়া কর্মপদ্ধতির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় বিষয়গুলো হলো-

১. মক্কার মানুষেরা সে সময় খুব মদ খেতো। কিন্তু মহান আল্লাহ মক্কার সুদীর্ঘ ১৩ বছর মদ সম্বন্ধে কোন আয়াতই নাযিল করেন নি। তাই, নিষেধ না থাকার কারণে মক্কায় ঈমান আনা অধিকাংশ সাহাবী মদ খেতেন বলে ধরে নেয়া যায়।
২. সাহাবীগণ, বিশেষ করে মক্কায় ঈমান আনা সাহাবীগণ, অত্যন্ত দৃঢ় ঈমানের অধিকারী ছিলেন। তা সত্ত্বেও, মদীনায় নাযিল হওয়া প্রথম বক্তব্যেই আল্লাহ মদকে হারাম বলে ঘোষণা করেন নি। কারণ সেটি তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী সঠিক হতো না। তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক আইন (ডাক্তারী বিদ্যার তথ্য) হলো নেশাগ্রস্হ মানুষের

www.pathagar.com

নেশার জিনিস হঠাৎ বন্ধ করে দিলে ভীষণ কষ্ট হয় (Withdrawl symptom), যা সাধারণত তারা সহ্য করতে পারে না। তাই, প্রথম বক্তব্যে আল্লাহ মদের অপকারিতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে মানুষকে তথ্য দিয়ে মদ ছেড়ে দেয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করার (Counselling) ব্যবস্হা নিয়েছেন। ডাক্তারী বিদ্যায়ও এ বিষয়ের প্রথম পদক্ষেপ এটি।

৩. মদ নিষিদ্ধ বিষয়ক দ্বিতীয় বক্তব্যটি আল্লাহ নাযিল করেছেন প্রথম বক্তব্য নাযিল করার তিন থেকে চার বছর পর। এ বক্তব্যেও আল্লাহ মদ সম্পূর্ণ হারাম বলে ঘোষণা করেননি। এখানে তিনি দিন রাতের কিছু সময় মদ না খেতে পরোক্ষভাবে বলেছেন।

৪. মদ নিষিদ্ধ বিষয়ক চূড়ান্ত বক্তব্যটি আল্লাহ নাযিল করেছেন দ্বিতীয় বক্তব্য নাযিল করার দুই বছর পর।

সুধী পাঠক, ভেবে দেখুন, আজ থেকে ১৫০০ বছর পূর্বে ঈমান আনা ব্যক্তিদের মদ (নেশার বস্তু) থেকে দূরে সরানোর জন্য তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক আইনের হুবহু সম্পূরক ব্যবস্হা মহান আল্লাহ নিয়েছেন। আল্লাহর তৈরি সে প্রাকৃতিক আইন বর্তমানে একই আছে এবং ভবিষ্যতে একই থাকবে। তাই, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে ঈমান আনা ব্যক্তিদের বেলায়ও, নেশার বস্তু থেকে দূরে সরানোর জন্য ঐ বিধান একই থাকবে। কারণ, তা না থাকলে-

১. নিজের তৈরি আইনের বিপরীত কাজ করতে মানুষকে বলা হবে। যা সর্বশ্রেষ্ঠ আইন প্রণেতা ও শাসকের গুণের (সিফাত) বিপরীত কাজ হবে।

২. উম্মতে মুহাম্মাদির প্রথম ১৯-২০ বছরে ঈমান আনা ব্যক্তিদের জন্য একই বিষয়ে সহজে অনুসরণযোগ্য বিধান দেয়া কিন্তু তার পরে ঈমান আনা ব্যক্তিদের জন্য, অনুসরণ করা প্রচন্ড কঠিন হওয়া বিধান দেয়া হবে। এর ফলে মহান আল্লাহ পক্ষপাতদুষ্ট সত্তা বলে বিবেচিত হবেন (নাউযুবিল্লাহ)।

৩. কুরআনে উল্লেখিত নিজ বক্তব্যের বিপরীত কাজ করা হবে। সে বক্তব্য হলো- لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

অর্থঃ আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর, তার শক্তি- সামর্থের অধিক দায়িত্ব-বোঝা চাপিয়ে দেন না। (বাকারা/২ : ২৮৬)

৪. এ বিধান অনুসরণ করতে যেয়ে অপারগ হয়ে, নেশাগ্রস্হ নতুন ঈমান আনা মানুষেরা ঈমান পরিত্যাগ করবে।

www.pathagar.com

তাই, নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াত রহিত হয় নাই। এ আয়াত বর্তমানে প্রযোজ্য আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য থাকবে। আর এটি প্রযোজ্য থাকবে নেশাগ্রস্হ অবস্হায় নতুন ঈমান আনা মু'মিনদের জন্য।

মানসুখ আয়াতের প্রচলিত সর্বশেষ তালিকায় থাকা আয়াত চারখানির মানসুখ না হওয়ার ব্যাখ্যা

১. সূরা বাকারার ১৮০ আয়াতে উল্লেখিত ওয়াসিয়্যাতের বিষয়টি মীরাসের অংশীদারদের জন্য মানসুখ (রহিত) হওয়া না হওয়ার পর্যালোচনা

মুসলিম সমাজে এ কথা চালু আছে যে, সূরা বাকারার ১৮০ নং আয়াতের মৃতের ছেড়ে যাওয়া সম্পদ থেকে পিতা- মাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্য ওয়াসিয়্যাত করার অংশটুকু রহিত হয়ে গেছে। এ বিষয়ে দু'জন মনীষীর বক্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ক. শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ) লিখিত আল ফাউযুল কবীরের পূর্বোল্লিখিত বঙ্গানুবাদ (কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি) গ্রন্থের ৪৬- ৪৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বক্তব্য হলো- ইবনে আরাবীর মতে সূরা বাকারার নিম্নের আয়াতটি মানসুখ হয়েছে-

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ.

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যখন কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং যদি সে সম্পদ ছেড়ে যায়, তবে তার প্রতি পিতা- মাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্য ন্যায়-নীতি অনুযায়ী ওয়াসিয়্যাত করা ফরজ করা হয়েছে।

এই রহিত হওয়ার কারণ উল্লেখ করতে যেয়ে তিনি লিখেছেন-

- ❖ একটি অভিমত হলো মীরাসের আয়াত (সূরা নিসার ১১ ও ১২ আয়াত) এটা মানসুখ করেছে
- ❖ আরেকটি মতে, ওয়ারিসের জন্য ওয়াসিয়্যাত সম্পর্কিত হাদীস একে মানসুখ করেছে
- ❖ তৃতীয় অভিমত এটি ইজমার (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) মাধ্যমে হয়েছে।

অতঃপর শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ) লিখেছেন- "আমার মতে নিম্নের আয়াত উক্ত আয়াতটির নাসিখ (বিলোপকারী)-

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ... ...

www.pathagar.com

অর্থঃ আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ভিতরে ওয়াসীয়্যাতের বিধান প্রবর্তন করলেন ... ... (নিসা : ১১- ১২)

আর ওয়াসীয়্যাতের হাদীস সেটাকে বিলোপ না করে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।"

খ. বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী লিখিত 'উলুমুল কুরআনের' পূর্বোল্লিখিত বঙ্গানুবাদ (আল- কুরআনের জ্ঞান বিজ্ঞান) গ্রন্থের ১২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বক্তব্য হলো- মীরাসের হুকুম আসার পূর্বে সূরা বাকারার ১৮০ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। আর এর মাধ্যমে ফরজ করা হয়েছিল, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেকে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে ওয়াসিয়্যাত করে যাবে যে, পিতা- মাতা, ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে কতটুকু করে সম্পদ বন্টন করবে। পরবর্তীতে মীরাসের আয়াতটি (নিসা/২ : ১২) ওয়াসিয়্যাতের আয়াতকে মানসুখ করে দেয় এবং সমস্ত আত্মীয়- স্বজনের মাঝে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভাগ- বন্টনের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা আইন- কানুন নির্ধারণ করে দেন। এখন আর মৃত্যুর পূর্বে ওয়াসিয়্যাত করা কোন ব্যক্তির উপর ফরজ নয়।

সুধী পাঠক' চলুন বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক। আল- কুরআনে ওয়াসিয়্যাত ও মীরাস বন্টন সম্পর্কে বক্তব্য এসেছে দু'টি সূরায় তথা সূরা বাকারার ১৮০, ১৮১ ও ১৮২ এবং সূরা নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াত সমূহে। প্রথমে চলুন আয়াত ক'খানির বক্তব্য ও ব্যাখ্যা সরলভাবে জেনে নেয়া যাক।

সূরা বাকারার ১৮০ নং আয়াত-

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ. حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ . فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যখন কারো মৃত্যু নিকটবর্তী হয় এবং সে যদি অধিক সম্পদ ছেড়ে যায়, তবে, পিতা- মাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্য ন্যায়- নীতির ভিত্তিতে ওয়াসিয়্যাত (উইল) করাকে তোমাদের উপর বিধিবদ্ধ (ফরজ) করা হয়েছে। মুত্তাকীদের জন্য (এটি) একটি কর্তব্য । যারা ওয়াসিয়্যাত শুনতে পেল এবং পরে তাকে পরিবর্তন করে ফেলল, তাদের উপর ঐ পরিবর্তনের গুনাহ বর্তাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন । তবে যদি কেউ ওয়াসিয়্যাতকারীর থেকে অবিচারের ও অকল্যাণকর সিদ্ধান্তের আশংকা করে

www.pathagar.com

এবং সে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ব্যাপারটি সংশোধন করে দেয় তবে এতে তার কোন গুনাহ নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

(বাকারা : ১৮০- ১৮২)

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ সূরা বাকারার এ তিনটি আয়াতে মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি হতে ওয়াসিয়্যাত (উইল) করে যাওয়া সম্বন্ধে যে তথ্যগুলো জানিয়েছেন এবং জানান নাই তা হলো-

১. ওয়াসিয়্যাত (উইল) করাকে ফরজ করা হয়েছে
২. মুত্তাকীদের জন্য ওয়াসিয়্যাত করা একটি কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে
৩. ছেড়ে যাওয়া সম্পদ অধিক হলে ওয়াসিয়্যাত করতে বলা হয়েছে। কিন্তু ওয়াসিয়্যাতের পরিমাণ কতটুকু তা এখানে বলা হয়নি। এটি জানা যায় রাসূল (স.) হাদীসের মাধ্যমে (হাদীসখানি পরে উল্লেখ করা হবে)
৪. ওয়াসিয়্যাত ন্যায়- নীতির ভিত্তিতে করতে বলা হয়েছে
৫. যাদের জন্য ওয়াসিয়্যাত করতে হবে তাদের নাম উল্লেখ করতে যেয়ে আল্লাহ বলেছেন পিতা- মাতা ও নিকট আত্মীয়
৬. ওয়াসিয়্যাত শুনার পর কেউ যদি তা পরিবর্তন করে তবে সে গুনাহগার হবে
৭. কেউ যদি কৃত ওয়াসিয়্যাতে অবিচার ও অকল্যাণের আশংকা করে এবং ওয়াসিয়্যাতকারী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করে ব্যাপারটি সংশোধন করে দেয়, তবে এতে কোন গুনাহ হবে না।

সুধী পাঠক, লক্ষ্য করুন মহান আল্লাহ এ তিনটি আয়াতের মাধ্যমে ওয়াসিয়্যাত (উইল) সম্বন্ধে মৌলিক তথ্যগুলো মোটিমুটি বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন।

চলুন এখন দেখা যাক, সূরা নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াতে আল্লাহ মীরাস (মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তি বন্টন) এবং ওয়াসিয়্যাত সম্বন্ধে কি বলেছেন-

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ .فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ .فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ .من بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا. فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا . وَلَكُمْ نِصْفُ مَا

www.pathagar.com

تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ . فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. غَيْرَ مُضَارٍّ . وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ . وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ .

অর্থঃ সন্তানদের মধ্যে (মীরাস বা সম্পদ বন্টন বিষয়ে) আল্লাহ তোমাদেরকে বিধান দিচ্ছেন যে, এক পুরুষের অংশ হবে দুই নারীর অংশের সমান। তবে সন্তানরা যদি শুধু নারী হয় এবং তাদের সংখ্যা দুই বা তার বেশি হয়, তাহলে ঐ কন্যাদের জন্য মৃত ব্যক্তির ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। কিন্তু কন্যা যদি একজন হয় তাহলে, ঐ কন্যার অংশ হবে অর্ধেক। আর যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান (পুত্র বা কন্যা) থাকে এবং তার পিতা মাতাও জীবিত থাকে তবে পিতা ও মাতা প্রত্যেকে, ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ করে পাবে।

আবার, যদি মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকে এবং (জীবিত থাকায়) তার পিতা মাতা ওয়ারিশ হয়, তাহলে তার মা পাবে এক তৃতীয়াংশ।

অন্যদিকে, যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই বা ভাই বোন থাকে (কিন্তু সন্তান না থাকে) তাহলে তার মায়ের জন্য এক ষষ্ঠাংশ।

এসব অংশ শুধু তখনি বন্টন করে দেয়া হবে, যখন মৃত ব্যক্তির কৃত **ওয়াসিয়্যাত** পূর্ণ করা হবে এবং তার যে সমস্ত ঋণ রয়েছে তা পরিশোধ করা হবে।

তোমরা জান না, বাবা মা এবং সন্তানদের মধ্যে কারা তোমাদের জন্য **অধিক উপকারকারী।**

এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও মহাবিজ্ঞ (১১)। আর তোমাদের স্ত্রীগণ (মৃত্যুর সময়) যা ছেড়ে যাবে, তোমাদের জন্য তার অর্ধেক, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে।

আর যদি তাদের সন্তান থাকে তবে তারা (স্ত্রীগণ) যা ছেড়ে যাবে সে সম্পত্তি থেকে তোমাদের জন্য এক চতুর্থাংশ। এটা তোমরা শুধু তখনি পাবে, যখন

www.pathagar.com

তাদের কৃত **ওয়াসিয়্যাত** পূর্ণ করা হবে এবং তাদের যে সমস্ত ঋণ রয়েছে তা পরিশোধ করা হবে।

আর তোমরা (পুরুষরা) মৃত্যুর সময় যা ছেড়ে যাবে তা থেকে তাদের (স্ত্রীদের) জন্য এক চতুর্থাংশ, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে।

কিন্তু যদি তোমাদের সন্তান (পুত্র বা কন্যা) থাকে, তাহলে, তাদের (স্ত্রীদের) জন্য তোমরা যা ছেড়ে যাবে তা হতে এক অষ্টমাংশ। এটা তারা শুধু তখনি পাবে, যখন তোমাদের কৃত **ওয়াসিয়্যাত** পূর্ণ করা হবে এবং তোমাদের যে সমস্ত ঋণ রয়েছে তা পরিশোধ করা হবে।

সেই পুরুষ কিংবা স্ত্রী, যার মীরাস বন্টন করা হবে, যদি কালালাহ (পিতা ও পুত্রহীন) হয় কিন্তু তার একটি ভাই বা একটি বোন থাকে, তবে তারা প্রত্যেকে এক ষষ্ঠাংশ পাবে।

আর যদি ভাই বা বোন বা ভাই- বোনের সংখ্যা দুই এর অধিক হয়, তবে ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ তারা সকলে মিলে পাবে।
এটা তারা শুধু তখনি পাবে, যখন মৃত ব্যক্তির কৃত **ওয়াসিয়্যাত** পূর্ণ করা হবে এবং তার যে সমস্ত ঋণ রয়েছে তা পরিশোধ করা হবে।

অবশ্য এ শর্ত আছে যে, ওয়াসিয়্যাত ক্ষতিকর হতে পারবে না। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল (১২)।

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ সূরা নিসার এ দু'টি আয়াতে মীরাস তথা মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তি বন্টন করার নিয়ম- নীতি জানাতে যেয়ে, যে তথ্যগুলো, যেভাবে জানিয়েছেন তা হলো-

১. মিরাস যাদের মধ্যে বন্টন করতে হবে তাদের নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তারা হলো- পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, বোন, স্বামী ও স্ত্রী,
২. মীরাসের অধিকারী ব্যক্তিগণ কে কতটুকু সম্পত্তি পাবে তাও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন,
৩. মৃত ব্যক্তির যদি কোন ওয়াসিয়্যাত ও ঋণ থাকে তবে তা মীরাস বন্টনের আগে পরিশোধ করার **কথা চারবার** উল্লেখ করেছেন,
৪. ওয়াসিয়্যাত যেন কারো জন্য ক্ষতিকর না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছেন,
৫. মীরাস এবং ওয়াসিয়্যাত বন্টনকে আল্লাহর নির্দেশ তথা ফরজ বলেছেন।

তাহলে দেখা যায় এ আয়াত দু'খানিতেও আল্লাহ ওয়াসিয়্যাত ব্যবস্থা রহিত করা নয়, চালু রাখার নির্দেশ চারবার দিয়েছেন এবং সূরা বাকারার আয়াতের

www.pathagar.com

ন্যায় এখানেও ওয়াসিয়্যাত যেন ক্ষতি বা অকল্যাণকর না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে বলেছেন।

সূরা বাকারার ১৮০- ১৮২ এবং সূরা নিসার ১১- ১২ নং আয়াত সমূহ থেকে ওয়াসিয়্যাত ও মীরাস সম্বন্ধে সম্মিলিত শিক্ষা-

পূর্বেই আমরা বিস্তারিতভাবে জেনেছি যে, কুরআনের একটি আয়াত আর একটি আয়াতের সম্পূরক বা পরিপূরক। কখনই একটি আয়াত অন্য আয়াতকে রহিত করে না। তাই, সূরা বাকারার ১৮০- ১৮৩ এবং সূরা নিসার ১১- ১২ নং আয়াত সমূহের সম্মিলিত শিক্ষা হলো-

১. ওয়াসিয়্যাত ও মীরাস বন্টন উভয়টি ফরজ,
২. ওয়াসিয়্যাতকে ফরজ বলার পর আবার মুত্তাকীদের জন্য ওয়াসিয়্যাতকে দায়িত্ব বা কর্তব্য বলা হয়েছে কিন্তু মীরাস বন্টন সম্বন্ধে এ রকমটি বলা হয়নি,
৩. ওয়াসিয়্যাতের সম্পদ পাবে পিতা, মাতা ও নিকট আত্মীয়গণ। কিন্তু নিকট আত্মীয়ের মধ্যে কারা কারা অন্তর্ভুক্ত হবে সেটি আল্লাহ উল্লেখ করেন নি,
৪. মিরাস পাবে পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, বোন, স্বামী ও স্ত্রী, এটি আল্লাহ সুনির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন,
৫. মীরাস বন্টনে কে, কোন অবস্থায়, কতটুকু সম্পদ পাবে সেটি বিস্তারিত বলতে যেয়ে আল্লাহ তায়ালা বারবার (চার বার) গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, মীরাস বন্টন করতে হবে ওয়াসিয়্যাত ও ঋণ আদায় করার পর,
৬. ওয়াসিয়্যাত মীরাসের অধিকারীগণের জন্য ক্ষতিকর হতে পারবে না,
৭. ওয়াসিয়্যাত শুনার পর কেউ যদি তা পরিবর্তন করে তবে সে গুনাহগার হবে,
৮. কেউ যদি কৃত ওয়াসিয়্যাতে অবিচার ও অকল্যাণের আশংকা করে এবং ওয়াসিয়্যাতকারী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করে ব্যাপারটি সংশোধন করে দেয়, তবে এতে গুনাহ হবে না,
৯. ওয়ারিসদের জন্য ওয়াসিয়্যাত করা যাবে না এ কথাটি মহান আল্লাহ কোথাও বলেননি,
১০. কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে ওয়াসিয়্যাত ফরজ হবে সেটিও আল্লাহ উল্লেখ করেননি।

www.pathagar.com

মীরাস ও ওয়াসিয়্যাত ফরজ হওয়া এবং ওয়াসিয়্যাতকৃত সম্পদের পরিমাণ সম্বন্ধীয় হাদীস সমূহ-

হাদীস নং- ১

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে মুসলমানের নিকট ওয়াসিয়্যাতের উপযোগী অর্থ সম্পদ রয়েছে, ওয়াসিয়্যাতনামা লিখে না রেখে তার দু'রাত অতিবাহিত করা জায়েজ নয়।

(বুখারী : হাদীস নং - ২৫৩৬)

হাদীস নং- ২

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে মুসলমানের নিকট এমন মাল আছে যাতে ওয়াসিয়্যাত করা যেতে পারে, নিজের নিকট ওয়াসিয়্যাতনামা লিখিতভাবে না রেখে দু'রাত অতিবাহিত করাও তার অধিকার নেই। (মোয়াত্তা, মেশকাত : হাদীস নং - ২৯৩৮/১)

হাদীস নং- ৩

আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসুল (স.) বলেছেন- বঞ্চিত সে ব্যক্তি যে ওয়াসিয়্যাত করা থেকে বঞ্চিত থাকে।

(ইবনেমাজা: হাদীস নং- ২৭০০)

হাদীস নং- ৪

হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, যে ওয়াসিয়্যাত করে মরেছে সে সত্য পথ ও ঠিক প্রথার উপর মরেছে। মুত্তাকী ও শহীদ রূপে মরেছে এবং আল্লাহর ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে মরেছে।

(ইবনে মাজাহ, মেশকাত : হাদীস নং - ২৯৪৩/৬)

হাদীস নং- ৫

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী (স.) আমাকে দেখতে আসেন। আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে পশ্চাতমুখী না করেন অর্থাৎ যেন মক্কায় না মরি। তিনি বলেন, খুব সম্ভব আল্লাহ তোমাকে উচ্চা মর্যাদা দান করবেন এবং তোমার দ্বারা কিছু লোক উপকৃত হবে। আমি বললাম আমি ওয়াসিয়্যাত করতে চাই এবং আমার একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। আমি আরো বললাম, আমি কি অর্ধেক সম্পত্তি ওয়াসিয়্যাত করতে পারি? তিনি বলেন- অর্ধেক অনেক। আমি বললাম, তাহলে এক তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশ এবং এক তৃতীয়াংশ অনেক বা বেশি। রাবী বলেন, লোকেরা

www.pathagar.com

এক তৃতীয়াংশ ওয়াসিয়্যাত করতে লাগল এবং তা তাদের জন্য জায়েজ হয়ে গেল। (বুখারী : হাদীস নং- ২৫৪২)

হাদীস নং- ৬

হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি এক রোগে আক্রান্ত হলাম এবং মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছলাম। ঐ সময় রাসূল (স.) আমাকে দেখতে আসেন। আমি বললাম, ইয়া রাসুলূল্লাহ আমার প্রচুর মাল আছে আর আমার একমাত্র কন্যা ব্যতীত কোন ওয়ারিস নেই। আমি কি আমার সমস্ত মাল ওয়াসিয়্যাত করে যাব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে কি তিনভাগের দুইভাগ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি অর্ধেক? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি এক তৃতীয়ভাগ? তিনি বললেন, হাঁ তৃতীয় ভাগ। আর এক তৃতীয়ভাগও বেশি। **তুমি তোমার ওয়ারিসদিগকে সচ্ছল রেখে যাবে ইহা তোমার পক্ষে উত্তম, তাদের দরিদ্র রেখে যাওয়া অপেক্ষা।** ... ... (মোয়াত্তা, মেশকাত : হাদীস নং ২৯৩৯/২)

হাদীস নং- ৭

হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, আমার এক রোগে রাসূল (স.) আমাকে দেখতে এসে বললেন, ওয়াসয়্যাত করবার ইচ্ছা করেছ কি? আমি বললাম হা। তিনি বললেন, কি পরিমাণ? বললাম আমার সমস্ত মাল আল্লাহর রাস্তায় দিতে ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, তোমার সন্তানের জন্য কি রাখতে চাও? আমি বললাম তারা বহু সম্পদের অধিকারী। বললেন, তথাপি তুমি দশ ভাগের এক ভাগ ওয়াসিয়্যাত কর। সা'দ বলেন, আমি বার বার তাঁহাকে ইহা কম, ইহা কম বলতে থাকলাম। অবশেষে তিনি বললেন, তুমি তিন ভাগের এক ভাগ ওয়াসিয়্যাত কর। আর তিন ভাগের এক ভাগও বেশি।

(তিরমিযী, মেশকাত: হাদীস নং ২৯৪০/৩)

হাদীস নং- ৮

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রাসুলুল্লাহ (স.) হতে বর্ণনা করেন, কোন পুরুষ বা নারী ষাট বাছর যাবত আল্লাহর ইবাদাত করে, অতঃপর তাদের নিকট মওত পৌঁছলে ওয়াসিয়্যাত দ্বারা ওয়ারিসের ক্ষতি করে, তাদের জন্য দোযখ অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আবু হুরায়রা এ আয়াত পাঠ করলেন-

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ

(অর্থঃ এটা তারা শুধু তখনি পাবে, যখন মৃত ব্যক্তির ওয়াসিয়্যাত পূর্ণ করা হবে এবং তার কোন ঋণ অনাদায়ী থাকলে তা আদায় করা হবে। অবশ্য এ শর্ত আছে যে, ওয়াসিয়্যাত ক্ষতিকর হতে পারবে না। (সূরা নিসার ১৩ নং আয়াতের

www.pathagar.com

শেষ দিকের একটি অংশ)}(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ, মেশকাত : হাদীস নং ২৯৪২/৫)

হাদীস নং- ৯

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি লোকেরা ওয়াসিয়্যাতের ব্যাপারে এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত নেমে আসতো, তাহলে খুব ভাল হতো। কেননা, রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, এক তৃতীয়াংশ এবং এক তৃতীয়াংশও অনেক বেশি বা বড়। (বুখারী হাদীস নং- ২৫৪১)

হাদীস নং- ১০

হযরত আমর ইবনে শোআয়িব তার বাপ ও দাদা পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, আব ইবনে ওয়ায়েল (এ ব্যক্তি বর্ণনাকারী সাহাবীর পিতা ও কাফির ছিলেন) ওয়াসিয়্যাত করে যান যে, তার পক্ষ হতে যেন একশত গোলাম আযাদ করা হয়। তদনুসারে তার পুত্র হিশাম ৫০টি গোলাম আযাদ করেন। অতঃপর তার পুত্র আমর (বর্ণনাকারী) বাকী ৫০টি আযাদ করার ইচ্ছা করলেন তবে বললেন, আমি রাসূল (স.) কে না জিজ্ঞাসা করে আযাদ করব না। অতঃপর তিনি রাসূল (স.) এর নিকট যেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার পিতা ১০০ গোলাম আযাদ করার ওয়াসিয়্যাত করে গিয়েছেন এবং আমার ভাই ৫০টি আযাদও করেছেন। বাকি আছে ৫০টি। আমি কি তাহার পক্ষ হতে উহা আযাদ করব? রাসূল (স.) বললেন, সে যদি মুসলিম হতো এবং তোমরা তার পক্ষ হতে উহা আযাদ করতে অথবা দান খয়রাত করতে অথবা হজ্জ করতে তবে তার নিকট উহার সওয়াব পৌঁছাত। (আবু দাউদ, মেশকাত : হাদীস নং ২৯৪৪/৭)

এ হাদীসগুলো থেকে ওয়াসিয়্যাত ও মীরাস বন্টন ফরজ হওয়া এবং ওয়াসিয়্যাতের পরিমাণ সম্বন্ধে রাসূল (স.) এর যে বক্তব্যগুলো জানা যায় তা হলো-

১. ওয়াসিয়্যাতের পরিমাণ সম্পদ যার আছে তার জন্য ওয়াসিয়্যাতনামা লিখে রাখা অবশ্যকরণীয়।
২. ওয়াসিয়্যাত করে মৃত্যবরণ করা মুত্তাকীর পরিচয়।
৩. সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের বেশি ওয়াসিয়্যাত করা যাবে না।
৪. ওয়ারিসদের ক্ষতি হয় এমনভাবে ওয়াসিয়্যাত করা যাবে না। অর্থাৎ মীরাস বন্টন ও অসীয়াত দুটিই চালু থাকবে তবে ওয়াসিয়্যাতের দ্বারা ওয়ারিসদের অকল্যাণ হয় তেমন কিছু করা যাবে না।
৫. কতটুকু সম্পদ থাকলে ওয়াসিয়্যাত ফরজ হবে তা হাদীসে উল্লেখ করা নাই।

www.pathagar.com

৬. কুরআনের ওয়াসিয়্যাত সম্বন্ধীয় আয়াত নাযিল হওয়ার আগেও মক্কায় ওয়াসিয়্যাতপ্রথা চালু ছিল।

এ হাদীসগুলোর পর্যালোচনা-

১. এ হাদীসগুলোর বক্তব্য কুরআনের ওয়াসিয়্যাত ও মীরাসের বক্তব্যের অনুরূপ বা ব্যাখ্যা এবং বিপরীত নয়।
২. তাই এ হাদীসগুলো ওয়াসিয়্যাত ও মীরাস বিষয়ক সবচেয়ে শক্তিশালী হাদীস।

ওয়াসিয়্যাতের নিসাব(যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে ওয়াসিয়্যাত ফরজ হবে) সম্বন্ধে উপস্থিত থাকা তথ্য-

তথ্য- ১

একজন কুরায়শী মারা যায় এবং সে চারশো স্বর্ণ মুদ্রা রেখে যায়। সে কোন ওয়াসিয়্যাত করেনি। হযরত আলী (রা.) বলেন যে, এই মাল ওয়াসিয়্যাতের যোগ্যই নয়। আল্লাহ তায়ালা তো 'ইন তারাকা খাইরান' বলেছেন। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আলী (রা.) তাঁর গোত্রের এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যান। তাকে কেউ ওয়াসিয়্যাত করতে বললে হযরত আলী (রা.) তাকে বলেন, ওয়াসিয়্যাততো 'খায়ের' অর্থাৎ অধিক মালে হয়ে থাকে। তুমি তো অল্প মাল ছেড়ে যাচ্ছো। তুমি এ মাল তোমার সন্তানদের জন্য রেখে যাও"।(ইবনে কাসীর, প্রথম তিন খন্ড, ৪৯৮ পৃঃ, সেপ্টে- ২০০৭, তাফসীর পাবঃ কমিটি)

তথ্য- ২

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে ব্যক্তি ষাটটি স্বর্ণ মুদ্রা ছেড়ে যায়নি সে 'খায়ের' ছেড়ে যায়নি। অর্থাৎ ওয়াসিয়্যাত করা তার দায়িত্বে নেই। তাউস (রহ) আশিটি স্বর্ণ মুদ্রার কথা বলেছেন। কাতাদা (রহ) এক হাজারের কথা বলে থাকেন। (ইবনে কাসীর, প্রথম তিন খন্ড, ৪৯৮ পৃঃ, সেপ্টে- ২০০৭, তাফসীর পাবঃ কমিটি)

তথ্য- ৩

ইসলামী আইনবিদদের কেউ কেউ বলেছেন, ষাট দীনার থেকে কম কোন অংকের সম্পদের ওপর 'খায়ের' শব্দটি প্রযোজ্য নয়। কেউ বলেছেন, 'আশি', কেউ বলেছেন, 'চারশত'। আবার এক হাজার দীনারের কথাও কেউ কেউ

www.pathagar.com

বলেছেন। আর যুগে যুগে, দেশে দেশে, সময় ও স্থানের পার্থক্যের সাথে এ অংকের পরবর্তন যে হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

(ফী যিলালিল কুরআন, ২য় খন্ড, ১০৪ পৃঃ, ডিসে- ২০০৪)

ওয়াসিয়্যাতের নিসাব সম্পর্কে উপস্থিত থাকা তথ্য থেকে যা নিশ্চিতভাবে জানা যায়-

১. ওয়াসিয়্যাতের নিসাব সম্পর্কে কুরআন সুনির্দিষ্ট কিছু না বলে, 'খায়ের' তথা 'অধিক' শব্দটি অনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ কুরআনের বক্তব্য হলো বেশি সম্পদ থাকলে ওয়াসিয়্যাত করতে হবে

২. ওয়াসিয়্যাতের নিসাব সম্পর্কে সহীহে হাদীসেও কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই

৩. সাহাবী ও ইসলামী বিশেষজ্ঞগণের বক্তব্য থেকে জানা যায়, বেশি সম্পদ না থাকলে ওয়াসিয়্যাত ফরজ হবে না। আর এ পরিমাণ যুগে যুগে পরিবর্তিত হবে। এটি যৌক্তিকও বটে।

রাসূল (স.) এর নিজের ওয়াসিয়্যাত না করার কারণ

কেউ কেউ বলে থাকেন, রাসূল (স.) নিজে যখন ওয়াসিয়্যাত করেন নি তখন ওয়াসিয়্যাত ফরজ হয় কিভাবে? তাই চলুন এ বিষয়টি এখন পর্যালোচনা করা যাক। এ বিষয়ে যে সকল তথ্য উপস্থিত আছে তা হলো-

তথ্য- ১

তালহা (রা.) বর্ণনা করেছেন আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স.) কি কোন ওয়াসিয়্যাত করে গেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, না। তখন আমি বললাম, যখন নবী (স.) কোন ওয়াসিয়্যাত করে যাননি, তখন তিনি মানুষের জন্য কি করে ওয়াসিয়্যাত করা বাধ্যতামূলক করে গেছেন এবং তাদেরকে এজন্য নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি জবাব দিলেন, নবী (স.) ওয়াসিয়্যাত করে গেছেন, কারণ তিনি আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে সুপারিশ করে গেছেন। [যেহেতু নবীগণ কোন ধনসম্পদ রেখে যান না সেহেতু (সম্পদের বিষয়ে) কোন ওয়াসিয়্যাতও করে যান না। তাঁরা শুধু মাত্র হিদায়াত রেখে যান এবং সে ব্যাপারে ওয়াসিয়্যাত করে যান। সে হিসেবে শেষ নবী (স.)ও আল্লাহর কিতাব রেখে গেছেন এবং এর অনুসরণের জন্য ওয়াসিয়্যাত করে গেছেন]।

(বুখারী হাদীস নং- ৪৬৪৮)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যাঃ রসুল (সা.) কোন সম্পদ রেখে যাননি তাই ওয়াসিয়্যাতও করে যান নি। কিন্তু যে অধিক সম্পদ রেখে যাবে তার জন্য ওয়াসিয়্যাত করা কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ।

তথ্য- ২

রসুল (স.) এর শ্যালক অর্থাৎ জুওয়াইরা বিনতে হারিস (রা.) এর সহোদর ভাই আমর ইবনুল হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) কোন রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রা, দাস- দাসী ও দ্রব্যাদি রেখে যাননি। কিন্তু তাঁর একটি সাদা খচ্চর, অস্ত্র ও একখন্ড জমি ছিল যা তিনি সাদকা করেছিলেন।

(বুখারী হাদীস নং- ২৫৩৭)

ব্যাখ্যাঃ মৃত্যুর সময় রসুল (স.) যে সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন তা ওয়াসিয়্যাত ফরজ হওয়া সম্পদের পরিমাণের চেয়ে কম থাকায় তিনি ওয়াসিয়্যাত করেন নি। একটি সাদা খচ্চর, অস্ত্র ও একখন্ড জমি তাঁর ছিল, তিনি তা মৃত্যুর পূর্বে সদাকা করেছিলেন। যেটি করতে কোন নিষেধ নাই।

তথ্য- ৩

তালহা ইবনে মুসাররিফ (রা.) থেকে বণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স.) কি (মৃত্যুকালে) ওয়াসিয়্যাত করেছিলেন? তিনি বলেন- না। আমি বললাম, তাহলে কিভাবে লোকদের উপর ওয়াসিয়্যাত ফরজ হলো? তিনি বলেন- নবী (স.) আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী কাজ করার নির্দেশ করেছিলেন। (বুখারী হাদীস নং- ২৫৩৮)

ব্যাখ্যাঃ কুরআন বলেছে, ওয়াসিয়্যাত পরিমাণ সম্পদ থাকলে ওয়াসিয়্যাত করতে হবে। যেহেতু ওয়াসিয়্যাতের পরিমাণ সম্পদ ছিল না তাই তিনি ওয়াসিয়্যাত করেন নি। অর্থাৎ তিনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী কাজ করেছেন।

মীরাসের অংশীদারদের মধ্যেও ওয়াসিয়্যাত করার পদ্ধতি চালু থাকার কল্যাণ-

আল্লাহ ও রাসূল (স.) যা করতে বলেছেন তাতে অবশ্যই মানব সভ্যতার কল্যাণ আছে। চলুন এখন দেখা যাক ওয়াসিয়্যাতের কল্যাণগুলো কী কী-

১. মানুষ যখন বৃদ্ধ- বৃদ্ধা হয় তখন সে অসহায় হয়ে যায়। তাকে যদি কেউ সেবা না করে তবে তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে যায়। বর্তমান সমাজে এটি প্রচুর দেখা যায় যে, নিকট আত্মীয় থাকার পরও বৃদ্ধ- বৃদ্ধাকে দেখার কেউ নেই।বেশি সম্পদ থাকা এক ব্যক্তি অনুধাবন করলো যে, তার অবর্তমানে ছেলে- মেয়েরা তাদের দাদা- দাদিকে বা তার অন্য ভাই- বোনেরা তাদের পিতা- মাতাকে তেমন যত্ন নেবে না। এ অবস্থায় ঐ ব্যক্তি যদি তার

www.pathagar.com

পিতা ও মাতাকে সম্পত্তির ১/৩ অংশ বা তার কম ওয়াসিয়্যাত করে যায়, তবে তার ছেলে- মেয়ে বা ভাই- বোনেরা সম্পদের আশায় তাদের দাদা-দাদি বা পিতা- মাতাকে যত্ন করতে পারে । অথবা পিতা- মাতা ঐ অতিরিক্ত সম্পদ খরচ করে সচ্ছলভাবে চলতে পারবে। সকল মানুষকে বৃদ্ধ হতে হবে। তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকে, ওয়াসিয়্যাত ব্যবস্হা মানব সভ্যতার জন্য অবশ্যই কল্যাণকর হবে।

২. বর্তমান সমাজে এটি প্রচুর দেখা যায় যে, বিয়ের পর ছেলেদের স্ত্রীরা তাদের শ্বাশুড়ীকে বা ছেলেরা তাদের মাকে তেমন যত্ন নেয় না।বেশি সম্পদ থাকা এক ব্যক্তি ঐ অবস্হা হতে পারে অনুধাবন করার পর যদি তার স্ত্রীকে সম্পত্তির ১/৩ অংশ বা তার কম ওয়াসিয়্যাত করে যায় তবে তার ছেলেরা বা তাদের স্ত্রীরা সম্পদের আশায় তাদের মা বা শ্বাশুড়ীকে যত্ন করতে পারে। অথবা তার স্ত্রী ঐ অতিরিক্ত সম্পদ খরচ করে সচ্ছলভাবে চলতে পারবে। সকল মানুষকে বৃদ্ধ হতে হবে। তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকে, ওয়াসিয়্যাত ব্যবস্হা মানব সভ্যতার জন্য অবশ্যই কল্যাণকর হবে।

৩. মীরাসের অংশীদারদের মধ্যে এক বা একাধিক জন দৈহিক প্রতবন্ধী বা আয়- ইনকামে অন্যদের তুলনায় অনেক দুর্বল হতে পারে। এ অবস্হায় বেশি সম্পদ থাকা ব্যক্তি যদি তাদেরকে সম্পত্তির ১/৩ অংশ বা তার কম ওয়াসিয়্যাত করে যায় তবে মানবতার কল্যাণ হবে।

৪. এটি বাস্তব যে, বাবার অঢেল সম্পদের জন্য ছেলে মেয়েরা বিপথে চলে যায়। অন্যদিকে মীরাসের অংশীদারদের বাইরে ব্যক্তির এক বা একাধিক গরীব ও মুত্তাকী নিকট আত্মীয় থাকতে পারে। এ অবস্হায় বেশি সম্পদ থাকা ব্যক্তি, সম্পত্তির ১/৩ অংশ বা তার কম ঐ নিকট আত্মীয়দের জন্য ওয়াসিয়্যাত করে গেলে তাতে মানবতার কল্যাণই হবে।

উপরে বর্ণনা করা অবস্হা পর্যালোচনা করলে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়, মীরাসের অংশীদারদের মধ্যেও ওয়াসিয়্যাত করার ব্যবস্হা চালু থাকা, মানব সভ্যতার কল্যাণের জন্য ভীষণভাবে দরকার।

মীরাসের অংশীদারদের মধ্যে ওয়াসিয়্যাত মানসুখ (রহিত) না হওয়ার ব্যাখ্যা

মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হয়ে গেছে যে, মীরাসের অংশীদারদের বাইরের আত্মীয়দের ওয়াসিয়্যাত করা যাবে। কিন্তু মীরাসের অংশীদারদের মধ্যে

www.pathagar.com

ওয়াসিয়্যাত করার বিষয়টি মানসুখ হয়ে গেছে। আর এই মানসুখ হওয়ার কারণ বিভিন্নজনে বিভিন্ন বলেছেন। যেমন-

- ❖ কেউ কেউ মনে করেন মীরাসের আয়াত (সূরা নিসার ১১ ও ১২ আয়াত) ওয়াসিয়্যাতকে মানসুখ করেছে
- ❖ অন্যরা বলেন ওয়াসিয়্যাত সম্পর্কিত হাদীস একে মানসুখ করেছে
- ❖ তৃতীয় অভিমত হলো এটি ইজমার (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) মাধ্যমে মানসুখ হয়েছে।

মীরাসের অংশীদারদের মধ্যে ওয়াসিয়্যাত করার বিষয়টি মানসুখ হয়ে গেছে কথাটি যে সঠিক নয় তা নিম্নের দৃষ্টিকোণসমূহ থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়-

দৃষ্টিকোণ- ১

ভুল বিষয়ে কখনও সকল মানুষ একমত হয় না। মানসুখ হওয়ার বিষয়টি সঠিক হলে, কিভাবে ঐ মানসুখ হয়েছে সে বিষয়ে সবাইকে একমত পাওয়া যেত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, মীরাসের অংশীদারদের মধ্যে ওয়াসিয়্যাত করার বিষয়টি মানসুখ হয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে তিনটি মত উপস্থিত আছে। তথ্যটি যে সঠিক নয় এটি তার একটি বড় প্রমাণ।

দৃষ্টিকোণ- ২

কেউ কেউ বলেছেন সূরা নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াত দ্বারা মীরাসের অংশীদারদের মধ্যে ওয়াসিয়্যাত করার বিষয়টি মানসুখ হয়ে গেছে। কিন্তু সূরা নিসার ঐ দু'আয়াতে, মীরাসের অংশীদারদের জন্য ওয়াসিয়্যাত রহিত হয়ে গেছে এ কথা আল্লাহ একবারও উল্লেখ করেন নি। কিন্তু মীরাস বন্টন করার আগে ওয়াসিয়্যাত পরিপূরণ করতে হবে, এ কথাটি চারবার উল্লেখ করেছেন।

তাই, সহজেই বলা যায় যে, সূরা নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াত দ্বারা মীরাসের অংশীদারদের মধ্যে ওয়াসিয়্যাত করার বিষয়টি মানসুখতো হয়ইনি বরং ঐ দু'আয়াতের মাধ্যমে মীরাসের অংশীদার এবং তাদের বাইরের নিকট আত্মীয়দের মধ্যে ওয়াসিয়্যাত করার বিষয়টি আরো জোরদার করা হয়েছে।

দৃষ্টিকোণ- ৩

মীরাসের অংশীদারদের মধ্যে ওয়াসিয়্যাত করার বিষয়টি হাদীস দ্বারা মানসুখ হয়েছে কথাটি পর্যালোচনার সময় সহীহ হাদীস সম্বন্ধে নিম্নের কয়টি তথ্য সর্বোক্ষণ মনে রাখতে হবে-

ক. প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রে হাদীসকে সহীহ বলা হয় বর্ণনা ধারার (সনদ) নির্ভুলতার ভিত্তিতে, বক্তব্য বিষয়ের (মতন) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়।

www.pathagar.com

খ. কুরআনের বক্তব্যের সাথে সংগতিশীল হাদীস সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হাদীস।

গ. শক্তিশালী হাদীস বিপরীত বক্তব্য ধারণকারী হাদীসকে রহিত করে।

ঘ. রাসূল (স.) কুরআনের অতিরিক্ত কথা বলতে পারেন কিন্তু বিপরীত কথা বলতে পারেন না।

যে হাদীসগুলোকে মীরাসের অংশীদারদের মধ্যে ওয়াসিয়্যাত করা রহিত হয়ে যাওয়ার বিষয়ে দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয় তা হলো-

হাদীস নং- ১

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ধন সম্পদ মৃতের সন্তান- সন্ততির জন্য এবং ওয়াসিয়্যাত পিতা- মাতার জন্য নির্ধারিত ছিল। আল্লাহ তার মধ্যে যতটুকু ইচ্ছা মানসুখ করেন। তিনি ছেলের অংশ মেয়ের তুলনায় দ্বিগুন করেন। পিতা- মাতা প্রত্যেকের জন্য এক- ষষ্ঠাংশ; স্ত্রীর জন্য (যদি সন্তান থাকে) এক- অষ্টমাংশ, (সন্তান না থাকলে) এক- চতুর্থাংশ, এবং স্বামীর জন্য (যদি সন্তান না থাকে) অর্ধেক, (সন্তান থাকলে) এক চতুর্থাংশ নির্ধারণ করেন।

(বুখারী : হাদীস নং- ২৫৪৫)

পর্যালোচনাঃ হাদীসখানিতে বলা হয়েছে, 'ধন সম্পদ মৃতের সন্তান- সন্ততির জন্য এবং ওয়াসিয়্যাত পিতা- মাতার জন্য নির্ধারিত ছিল। আল্লাহ তার মধ্যে যতটুকু ইচ্ছা মানসুখ করেন'। অথচ আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন (বাকারা : ১৮০) ওয়াসিয়্যাত পিতা মাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্য। আর মীরাস বন্টন করতে হবে ওয়াসিয়্যাত ও ঋণ আদায়ের পর।

হাদীস নং- ২

হযরত আবু উমামা (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (স.) কে বিদায় হজ্বের ভাষণে বলতে শুনেছি- আল্লাহ প্রত্যেক হকদারেরই হক দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কোন ওয়ারিসের জন্যই অসীয়াত নাই।

(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মেশকাত: হাদীস নং ২৯৪১/৪)

... ... হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণিত আছে, রসুল (স.) বলেছেন- ওয়ারিসের জন্য ওয়াসিয়্যাত নাই কিন্তু যদি ওয়ারিসরা অনুমতি দেয়।

(মিশকাত : হাদীস নং- ২৯৪১/৪)

পর্যালোচনাঃ হাদীসখানিতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ প্রত্যেক হকদারেরই হক দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কোন ওয়ারিসর জন্য অসীয়াত নাই'। অথচ আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন (বাকারা : ১৮০), পিতা মাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্য ওয়াসিয়্যাত

www.pathagar.com

করা ওয়াসিয়্যাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা ব্যক্তির জন্য শুধু ফরজই নয় এটা তার হকও (দায়িত্ব বা কর্তব্য)

তথ্যটির শেষে ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসখানিতে বলা হয়েছে, 'ওয়ারিসের জন্য ওয়াসিয়্যাত নাই কিন্তু যদি ওয়ারিসরা অনুমতি দেয়'। এ হাদীস থেকে বুঝা যায় ওয়ারিসদের জন্য ওয়াসিয়্যাত রহিত হয় নাই।

হাদীস নং- ৩

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ওয়ারিসদের মীরাসের অংশ কেটেছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার জান্নাতের মীরাসের অংশ কাটবেন। (ইবনে মাজাহ। আর বায়হাকী তার শোয়াবুল ঈমানে আবু হুরায়রা হতে, মেশকাত : হাদীস নং ২৯৪৫/৮)

পর্যালোচনাঃ এ হাদীস সত্য হলে ওয়ারিসদের বাইরের আত্মীয়দেরও ওয়াসিয়্যাত করা যাবে না। কারণ তাতেও ওয়ারিসদের মীরাসের অংশ কাটা যাবে। কিন্তু প্রচলিত মতে ওয়ারিসদের বাইরের আত্মীয়দের ওয়াসিয়্যাত করা যাবে। সুতরাং এ হাদীসখানি কারো মতে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা নয়।

♦♦ তাহলে দেখা যায় যে, এ তিনটি হাদীসের বক্তব্য (মতন) কুরআন, পূর্বোল্লিখিত অনেক অত্যন্ত শক্তিশালী সহীহ হাদীস এবং বিবেক- বুদ্ধি বা বাস্তবতার স্পষ্ট বিরুদ্ধ। তাই এ হাদীসগুলো বর্ণনা ধারা (সনদ) অনুযায়ী সহীহ হলেও বক্তব্য বিষয়ের (মতন) আলোকে গ্রহণযোগ্য হবে না।

দৃষ্টিকোণ- ৪

ইজমা দ্বারা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য কখনও রহিত হতে পারে না। তাই ইজমা দ্বারা অসীয়াত রহিত হয়ে গেছে এটি অবশ্যই গ্রহনযোগ্য নয়।

২. সূরা আনফালের ৬৫ নং আয়াত একই সূরার ৬৬ নং আয়াত দ্বারা মানসুখ (রহিত) হওয়া না হওয়ার পর্যালোচনা

মুসলিম সমাজে এ কথা চালু আছে যে, সূরা আনফালের ৬৫ নং আয়াত ৬৬ নং আয়াত দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। এ বিষয়ে দু'জন মনীষীর বক্তব্য নিম্নরূপ-

ক. শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ) লিখিত আল ফাউযুল কবীরের পূর্বোল্লিখিত বঙ্গানুবাদ (কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি) গ্রন্থের ৫৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বক্তব্য হলো- ৬৫ নং আয়াতটি তার পরবর্তী আয়াত দ্বারা মানসুখ হয়েছে। এ আয়াত সম্বন্ধে তাঁরা যা বলেছেন, আমারও বক্তব্য তাই।

www.pathagar.com

খ. বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী লিখিত 'উলুমুল কুরআনের' পূর্বোল্লিখিত বঙ্গানুবাদ (আল- কুরআনের জ্ঞান বিজ্ঞান) গ্রন্থের ১২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বক্তব্য হলো- এ আয়াতটি বাহ্যিকভাবে যদিও একটি খবর কিন্তু অন্তর্গত দিক থেকে তা একটি হুকুম। আর তা হচ্ছে দশগুণ শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবিলা করা থেকে কোন মুসলমানের পলায়ন করা জায়েয নয়। এ আয়াতকে পরবর্তী আয়াত দ্বারা মানসুখ করা হয়েছে।

সুধী পাঠক, চলুন, আমরা বিষয়টি পর্যালোচনা করি-
সূরা আনফালের ৬৫ নং আয়াতখানি হলো-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ.

অর্থঃ হে নবী, মু'মিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন লোক ধৈর্যশীল (দৃঢ়পদ) থাকে তবে তারা দু'শত জনের উপর বিজয়ী হবে। আর যদি একশত লোক এমন থাকে, তবে তারা কাফিরদের এক হাজার লোকের উপর বিজয়ী হতে পারবে। কারণ তারা (জীবন সম্পর্কিত) নির্ভুল জ্ঞান রাখে না।

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ এখানে বলেছেন মু'মিনগণ ধৈর্যশীল হলে যুদ্ধের সময় তাদের একজন, কাফিরদের দশ জনের উপর বিজয়ী হতে পারবে। এর কারণ হিসেবে আল্লাহ বলেছেন, কাফিরদের জীবনের বিভিন্ন দিক বা বিষয় সম্বন্ধে সঠিক তথা কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক জ্ঞান না থাকা।
সূরা আনফালের ৬৬ নং আয়াতখানি হলো-

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا . فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ.

অর্থঃ এভাবে আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন। তবে তিনি জানেন যে, এখনো তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। অতএব, তোমাদের মধ্যে যদি একশত লোক ধৈর্যশীল হয়, তবে তারা দুইশতের ওপর বিজয়ী হবে এবং এক হাজার লোক এ রকম হলে, তারা আল্লাহর অনুমতিক্রমে দুই হাজারের উপরে বিজয়ী হবে।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ্ এখানে বলেছেন যে, তার জানা আছে যে মু'মিনদের তখন পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন দিক বা বিষয়ের জ্ঞানের দুর্বলতা আছে। তাই, এ অবস্থায় কাফিরদের সাথে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার অনুপাত হবে ২ : ১। অর্থাৎ একজন মু'মিন দুইজন কাফিরের উপর বিজয়ী হতে পারবে।

সূরা আনফালের ৬৫ নং আয়াতখানি ৬৬ নং আয়াত দ্বারা রহিত না হওয়ার ব্যাখ্যা :

সূরা আনফাল নাযিল হয়েছে ২য় হিজরিতে, বদরের যুদ্ধের পর। এরপর আরো ৮ বছর ধরে কুরআন নাযিল হয়েছে। তাই সহজেই বুঝা যায় এ আয়াত দু'খানি নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত মুসলিমরা, নাযিল না হওয়ার কারণে, কুরআনের জ্ঞানে বেশ দুর্বল ছিল। অর্থাৎ তখন মুসলিমদের জীবন সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞানের বেশ অভাব ছিল।

এ তথ্য সামনে থাকলে সহজেই বুঝা যায় যে, ৬৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ যে অনুপাত বলেছেন তা প্রযোজ্য হবে ঐ মু'মিনদের জন্য যারা দৃঢ় ঈমান, ধৈর্যশীলতা এবং জীবন সম্পর্কিত কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক পরিপূর্ণ জ্ঞান ও আমলের অধিকারী। আর ৬৬ নং আয়াতে উল্লেখিত অনুপাত প্রযোজ্য হবে সে সকল মু'মিনদের জন্য যাদের ঈমান, ধৈর্যশীলতা, জীবন সম্পর্কিত কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং সে অনুযায়ী আমলের কোনটির মধ্যে দুর্বলতা আছে। আর এ দু'টি, চিরসত্য তথ্য হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।

৩. সূরা মুজাদালার ১২ নং আয়াত ১৩ নং আয়াত দ্বারা মানসুখ (রহিত) হওয়া না হওয়ার পর্যালোচনা

মুসলিম সমাজে এ কথা চালু আছে যে, সূরা মুজাদালার ১২ নং আয়াত ১৩ নং আয়াত দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। এ বিষয়ে দু'জন মনীষীর বক্তব্য নিম্নরূপ-

ক. শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ) লিখিত আল ফাউযুল কবীরের পূর্বোল্লিখিত বঙ্গানুবাদ (কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি) গ্রন্থের ৫৬ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বক্তব্য হলো- ইবনে আরাবীর মতে ১৩ নং আয়াতটি ১২ নং আয়াতকে বাতিল করে দিয়েছে। এখানে আমিও ইবনে আরাবীর মত সমর্থন করি।

খ. বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী লিখিত 'উলুমুল কুরআনের' পূর্বোল্লিখিত বঙ্গানুবাদ (আল-কুরআনের জ্ঞান বিজ্ঞান) গ্রন্থের ১২৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বক্তব্য হলো- এ আয়াতটি তার পরবর্তী আয়াত দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। নাসিখ আয়াতটি হচ্ছে- ... ... এভাবে কানকথার পূর্বে সদাকা করার হুকুম মানসুখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সূরা মুজাদালার ঐ আয়াতদুখানিতে আল্লাহ যা বলেছেন তা হলো-

১২ নং আয়াত

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ, যখন রসূলের সাথে তোমরা একাকিত্বে কথা বলবে তখন কথা বলার পূর্বে সদাকা দাও। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও পরিশোধক। যদি অক্ষম হও তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

১৩ নং আয়াত

أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

অর্থঃ তোমরা কি একাকিত্বে কথা বলার পূর্বে সদাকাত প্রদান করার বিষয়ে উদ্বিগ্নতা অনুভব কর? তোমরা যখন তা পালন কর নাই এবং আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন তখন তোমরা নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার সবকিছুর খবর রাখেন।

♦♦ সূরা মুজাদালা নাযিল হয় ৫ম হিজরিতে। সূরাটির ১২ নং আয়াত ১৩ নং আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা সহজ হবে আয়াত দু'খানির নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট (শানে নুযুল) এবং বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে এ রহিত হওয়া সম্বন্ধে যে সকল তথ্য উপস্থিত আছে তা সামনে থাকলে। তাই চলুন, প্রথমে ঐ বিষয়গুলো দেখে নেয়া যাক-

ক. ফী যিলালিল কুরআন (২০ তম খন্ড, ৫ম সংস্করণ, ১১৪ পৃষ্ঠা)

'রাসূল (স.) এর সাথে একাকী সাক্ষাত করার ব্যাপারে একটি প্রতিযোগিতা লেগে থাকতো। প্রত্যেকে তাঁকে নিভৃতে তাদের মনের কথা বলতে চাইতো এবং তার প্রতি রাসূল (স.) এর ঐকান্তিক নির্দেশ ও মতামত গ্রহণ করতে চাইতো। কেউবা নিছক শখের বশেই রাসূল (স.) এর একক ও নিভৃত সাক্ষাতের স্বাদ উপভোগ করতে চাইতো এবং তাঁর সামষ্টিক দায়িত্ব ও সময়ের মূল্যকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতো না। আর তাঁর সাথে একাকী সাক্ষাত করার গুরুত্ব কত এবং তা

www.pathagar.com

যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ছাড়া হতে পারে না, সেটা অনেকে বুঝতে চাইতো না। এসব বিষয় উপলব্ধি করানোর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা একাকী সাক্ষাতকারীর ওপর এক ধরনের কর ধার্য করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কেননা, আলোচ্য ব্যক্তিটি সমগ্র মুসলিম জামায়াতের সময় ও অধিকারের একটি অংশ একাই ভোগ করতে চাইতো। এ ধরনের নিভৃত সাক্ষাত প্রার্থনা করার আগেই সদাকার আকারে এটা আগাম দিতে হতো।

১২ নং আয়াত নাযিল হওয়ার পর হজরত আলী (রা.) এই আয়াতের উপর আমল করতেন। তিনি যখনই রাসূল (স.) এর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইতেন, এক দেরহাম সদাকা দিয়ে দিতেন। তবে ব্যাপারটা সাধারণ মুসলমানদের জন্য কষ্টকর হয়ে দেখা দেয়। আল্লাহ তা'য়ালাও এটাও জানতেন। যেহেতু এ নির্দেশের উদ্দেশ্য ইতোমধ্যে সফল হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানরা রাসূল (স.) এর সাথে একাকী সাক্ষাতের মূল্য কতো তা উপলব্ধি করতে পেরেছিল, তাই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের ওপর থেকে এ কড়াকড়ি প্রত্যাহার করলেন এবং এ কড়াকড়ি প্রত্যাহার করার লক্ষ্যে পরবর্তী আয়াত নাযিল হলো'।

খ. মাআরেফুল কুরআন (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, পৃঃ ১৩৪৭)
রাসূলুল্লাহ জনশিক্ষা ও জন- সংস্কারের কাজে দিনরাত ব্যস্ত থাকতেন। সাধারণ মজলিসসমূহে উপস্থিত লোকজন তাঁর অমিয়বাণী শুনে উপকৃত হতো। এই সুবাদে কিছুলোক আলাদাভাবে গোপন কথাবার্তা বলতে চাইলে তিনি সময় দিতেন। বলাবাহুল্য প্রত্যক ব্যক্তিকে আলাদা সময় দেয়া যেমন সময়সাপেক্ষ তেমনই কষ্টকর ব্যাপার। এতে মুনাফিকদের কিছু দুষ্টামিও শামিল হয়ে গিয়েছিল। তারা খাঁটি মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে রাসূল (স.) এর কাছে একান্তে গমন ও গোপন কথা বলার সময় চাইতো এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা বলত। কিছু অজ্ঞ মুসলমানও স্বভাবগত কারণে কথা লম্বা করে মজলিসকে দীর্ঘায়িত করত। রাসূলুল্লাহর এই বোঝা হাল্কা করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা প্রথমে এই আদেশ অবতীর্ণ করলেন যে, যারা রাসূলের সাথে একান্তে কথা বলতে চায়, তারা প্রথমে কিছু সদাকা প্রদান করবে। কুরআনে এই সদাকার পরিমাণ বর্ণিত হয়নি। কিন্তু আয়াত নাযিল হওয়ার পর হজরত আলী (রা.) সর্বপ্রথম তা বাস্তবায়িত করেন। তিনি এক দীনার সদাকা প্রদান করে রাসূল (স.) এর কাছ থেকে একান্তে কথা বলার সময় নেন।

আশ্চার্যের বিষয়, আদেশটি জারি করার পর খুব শীঘ্রই রহিত করে দেয়া হয়। কারণ, এর ফলে সাহাবায়েকিরামগণের অনেকেই অসুবিধার সম্মুখীন হন। হযরত আলী (রা.) প্রায়ই বলতেন- কুরআনের একটি আয়াত এমন আছে যা

www.pathagar.com

আমি ছাড়া কেউ বাস্তবায়ন করেনি। আমার পূর্বেও না এবং আমার পরেও কেউ করবে না। পূর্বে বাস্তবায়ন না করার কারণ তো জানা। পরে বাস্তবায়ন না করার কারণ এই যে, আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, আগে সদাকা করার আলোচ্য আয়াতই সেই আয়াত। (ইবনে কাসীর)

আদেশটি রহিত হয়ে গেছে ঠিক কিন্তু এর ইপ্সিত লক্ষ্য এভাবে অর্জিত হয়েছে যে, মুসলমানরা আন্তরিক মহব্বতের তাগিদে এরূপ মজলিস দীর্ঘায়িত করা থেকে বিরত হয়ে গেল। আর মুনাফিকরা যখন দেখল যে, সাধারণ মুসলমানদের কর্মপন্থার বিপরীতে এরূপ করলে তারা চিহ্নিত হয়ে যাবে তখন তারা এ থেকে বিরত হয়ে গেল।

গ. তাফহীমুল কুরআন (অনুবাদকঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, পৃঃ ২১০- ২১২)

টীকা- ২৯

এইরূপ নির্দেশ দেয়ার কারণ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- মুসলমানগণ নবী করীম (স.) এর নিকট (নিরিবিলিতে কথা বলার দাবী জানাইয়া) অনেক বেশি কথা বলিতে শুরু করিয়াছিল। এমনকি তাহারা এই সব করিয়া নবী করিম (স.) কে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'য়ালাই তাঁহার নবীর উপর হইতে এই চাপ দূর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন (ইবনে জরীর)। জায়দ ইবনে আসলাম বলেন, যে লোকই নবী করীম (স.) এর সহিত গোপনে একাকিত্বে কথা বলার আবেদন জানাইত, তিনি তাহাকে সুযোগ দিতেন, কাহাকেও বঞ্চিত করিতেন না। ফলে যাহারই ইচ্ছা হইত, আসিয়া বলিত, আমি একটু আলাদা (একাকিত্বে) কথা বলিতে চাই। তিনি তখনই তাহার ব্যবস্হা করিতেন। এমনকি অনেক লোক এমন সব কথার জন্যও একাকিত্বের দাবী করিত যে জন্য একাকিত্বের আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না। ঐদিকে অবস্হা ও সময় ছিল এমন যে, সমগ্র আরব, মদীনার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত ও যুদ্ধমান হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সময় লক্ষ্য করা গিয়াছে, কাহারো এরূপ একাকিত্বে কথা বলার পর শয়তান লোকদের কানে কানে ফুঁকিয়া দিত যে, এই লোকটি অমুক কবীলার আক্রমনের খবর জানাইয়া গেল। ইহার দরুন মদীনায় গুজব ও জনশ্রুতি প্রবল ও ব্যাপক হইয়া দেখা দিত। অপর দিকে এই পরিস্হিতিতে মুনাফিকরা বলার সুযোগ পাইত যে, মুহাম্মাদ (স.) বড় বাজে কথায় কান দেয়ার লোক। সকলের কথা তিনি শোনেন। এই সব কারণে এই ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হইয়াছিল। আর তাই বাধ্যকতা আরোপ করা হইল যে, যে লোকই নবী করীম (স.) এর সাথে গোপনে একাকিত্বে কথা বলিতে চাহিবে, তাহাকে পূর্বেই সদাকা দিতে হইবে। (আহকামুল কুরআন- ইবনে আরাবী)

www.pathagar.com

কাতাদাহ বলেন- অন্য লোকের উপর নিজের বিশেষত্ব ও প্রাধান্য জাহির করার মতলবেও অনেকে নবী করীম (স.) এর সহিত গোপনে কথা বলিতে চাহিত (বর্তমান নির্দেশ দ্বারা ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করা হইল)।

হজরত আলী (রা.) বলেন, এই নির্দেশ যখন আসিল নবী করীম (স.) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সদাকার পরামাণ কি ঠিক করা হইবে? ... এক দিনার করিলে কেমন হয়?' আমি বলিলাম, 'ইহা লোকদের সামর্থের বাইরে!' তিনি বলিলেন, 'তবে অর্ধেক দিনার করা যায় কি?' বলিলাম, 'লোকেরা এই পরিমাণও দিতে পারিবে না'। তিনি বলিলেন, 'তাহা হইলে কত করিতে বল?' আমি বলিলাম, 'এক যব পরিমান স্বর্ণ ধার্য করা যাইতে পারে'। নবী করীম (স.) ইহা শুনিয়া বলিলেনঃ انك لزهيد তুমিতো খুব সামান্য পরিমাণেরই পরামর্শ দিলে!' (ইবনে জরীর, তিরমিযি, মুসনাদে আবু ইয়ালা)

আলী (রা.) বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, 'ইহা কুরআনের একটি আয়াত, যে অনুযায়ী আমি ছাড়া আর কেহই আমল করে নাই। এই নির্দেশটি আসা মাত্রই আমি সদাকা পেশ করিলাম এবং একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম'।

(ইবনে জরীর, হাকেম, ইবনুল মুনযির, আরদ ইবনে হুমাইদ)

টীকা- ৩০

এই দ্বিতীয় নির্দেশটি (১৩ নং আয়াত) কিছুকাল পর নাযিল হইয়াছে। আর ইহার ফলে সদাকা দেয়া ওয়াজিব থাকিল না। উক্ত নির্দেশ বাতিল হইয়া গেল। সদাকা দেয়ার আলোচ্য নির্দেশ কতদিন কার্যকর ছিল সে বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। কাতাদাহ বলেন একদিনেরও কম সময় এটি কার্যকর ছিল। তাহার পরই ইহা প্রত্যাহার করা হয়। মুতাকিল ইবনে হাইয়াম বলেন, দশ দিন পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকর ছিল। আর হাদীসের বর্ণনা মতে এই নির্দেশ কার্যকর থাকার ইহাই সর্বাধিক মিয়াদ।

ঘ. ইবনে কাসীর (১৭তম খন্ড, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, জানুয়ারী ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৩৬৫)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মুসলমানরা বরাবরই রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে কথা বলার পূর্বে সদাকা করতো। কিন্তু যাকাত ফরয হওয়ার পর এ হুকুম উঠে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স.) কে খুব বেশি বেশি প্রশ্ন করতে শুরু করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (স.) এর উপর তা কঠিন বোধ হয়। তখন আল্লাহ তা'য়ালা পুনরায় এ হুকুম জারী করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (স.) এর উপর বিষয়টি হালকা হয়ে যায়। কেননা এরপর জনগণ প্রশ্ন করা ছেড়ে দেয়। অতঃপর পুনরায় আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদের উপর প্রশস্ততা

www.pathagar.com

আনয়ন করেন এবং এ হুকুম রহিত করে দেন। হযরত ইকরামা (রহ) ও হযরত হাসান বসরীরও (রহ) উক্তি এটাই যে, এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। হযরত কাতাদাহ (রহ) ও হযরত মুতাকিলও (রহ) এ কথাই বলেন। হযরত কাতাদাহ (রহ) বলেন যে, শুধু দিনের কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত এ হুকুম বাকী থাকে। হযরত আলীও এ কথাই বলেন যে, এই হুকুমের উপর শুধু আমিই আমল করতে সক্ষম হই এবং এ হুকুম নাযিল হওয়ার পর খুব অল্প সময়ের জন্যই এটি বাকী থাকে। অতঃপর এটি মানসুখ হয়ে যায়।

♦♦ আয়াত দু'খানি নাযিলের প্রেক্ষাপট (শানে নুযুল) এবং ১৩ নং আয়াত দ্বারা ১২ নং আয়াতখানি রহিত হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ থাকা তথ্যের সারসংক্ষেপ হলো-

১. মুসলিমগণ কমগুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ, অতীবগুরুত্বপূর্ণ বা অকারণে এবং মুনাফিকরা অকারণে বা ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে, একাকিত্বে কথা বলে রাসূল (স.) এর অনেক সময় নিয়ে নিচ্ছিল। এর ফলে, রাসূল ও সাথে সাথে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া মহামানবটির, মহামূল্যবান সময় যথাযথ ব্যবহারের কল্যাণ থেকে মানব সভ্যতা বঞ্চিত হচ্ছিল। মানব সভ্যতার এই ক্ষতি কমানোর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা ১২ নং আয়াতখানির মাধ্যমে, রাসূল (স.) এর সাথে একাকিত্বে কথা বলার আগে সদাকা দেয়ার বিধান নাযিল করেছিলেন।

২. রাসূল (স.) আলী (রা.) সাথে পরামর্শ করে সদাকার পরিমাণ এক যব পরিমাণ স্বর্ণ (বা তার সমমূল্যের কিছু) ধার্য করেন।

৩. একাকিত্বে কথা বলার আগে এই সদাকা, কর আদায়ের ন্যায় দিয়ে দিতে হতো।

৪. শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি (আলী রা.) ১২ নং আয়াতের উপর আমল করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

৫. অধিকাংশ মনীষীর মতে সাধারণ সাহাবীদের জন্য ব্যাপারটি কষ্টকর হওয়ায়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একাকিত্বে রাসূল (স.) কে জানানোর কল্যাণ থেকে মুসলিম সমাজ মাহরুম হতে থাকে। তাই, ১৩ নং আয়াতখানির মাধ্যমে, সদাকা দেয়ার বিষয়টি আল্লাহ রহিত করে দেন।

৬. দু-একজনের মতে ১২ নং আয়াতটির উদ্দেশ্য (রাসূল স. এর সময় অপচয় না হওয়া) সাধন হয়ে যাওয়ার ফলে ১৩ নং আয়াতখানির মাধ্যমে, সদাকা দেয়ার বিষয়টি আল্লাহ রহিত করে দেন।

৭. সদাকা দেয়ার আদেশটি রহিত করার আগে, অর্ধবেলা থেকে সর্বোচ্চ ১০ দিন চালু ছিল।

www.pathagar.com

যে সকল যুক্তির ভিত্তিতে বলা যায় ১২ নং আয়াতখানি ১৩ নং আয়াত দ্বারা মানসুখ হয়নি

প্রথমে জানা যাক সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির যুক্তি, যার আলোকে সহজেই বলা যায় যে, ১২ নং আয়াতখানি ১৩ নং আয়াত দ্বারা মানসুখ হতে পারে না।

যুক্তি- ১

রাসূল (স.) এর সাথে একাকিত্বে কথা বলার আগে সদাকা দেয়ার বিধানটি নাযিল হওয়ার কারণ হিসেবে যে তথ্যটি সবচেয়ে বেশি প্রচারিত তা হলো, রাসূল (স.) এর সময়ের অপচয় রোধ করা।

আবার সদাকা দেয়ার বিষয়টি মানসুখ হওয়ার কারণ হিসেবে সবচেয়ে বেশি প্রচারিত তথ্যটি হলো, মুসলিমগণের রাসূল (স.) এর সাথে একাকিত্বে কথা বলা ভীষণ কমিয়ে দেয়া। যার ফলে নিম্নের দুটি অসুবিধার সৃষ্টি হয়-

১. রাষ্ট্র পরিচালনা সর্ম্পকিত অনেক জরুরী ও গোপন তথ্য রাসূল (স.) এর নিকট পৌছা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্রটির বড় ধরনের ক্ষতি হওয়ার আশংকা দেখা দেয়,

২. ব্যক্তিগত বিষয়ে ইসলামের বিধান গোপনভাবে জানার পথে বাধার সৃষ্টি হয়। এর ফলেও মুসলিম সমাজের ক্ষতি হওয়ার আশংকা দেখা দেয়।

সুধী পাঠক, চিন্তা করুন, ১২ নং আয়াতখানি আধা দিন থেকে ১০ দিনের মধ্যে রহিত হওয়ার এটিই যদি কারণ হয় তাহলেতো পূর্বোল্লিখিত (পৃষ্ঠা নং ১৯) ইসলামের শত্রুদের ওয়েব সাইটের www.inthenameofallah.org.) কথাটি সঠিক প্রমাণিত হবে। সে কথাটি হলো, 'মুসলিমদের আল্লাহর জ্ঞান- বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার ভীষণ অভাব আছে (নায়ুযু বিল্লাহ)। কারণ, দেখা যায় যে, কুরআনে একটি আদেশ দেয়ার কয়েক ঘন্টা, দিন বা মাসের মধ্যে, 'মুসলিমদের আল্লাহ' তা রহিত করে দিয়েছে এ জন্য যে, বিধানটি মুসলিমদের পালন করা কঠিন হচ্ছিল বা তাতে মুসলিমদের ক্ষতি হচ্ছিল'।

তাই, ১২ নং আয়াতখানি ১৩ নং আয়াত দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে এ তথ্য সঠিক হতে পারে না।

যুক্তি- ২

১২ নং আয়াত মানসুখ করার ২য় কারণ হিসেবে যে তথ্যটি প্রচারিত হয়েছে তা হলো- যে উদ্দেশ্যে সদাকার বিষয়টি চালু করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ একাকিত্বে কথা বলার বিষয়টি ব্যাপকভাবে চালু হয়ে যাওয়ার ফলে রাসূল (স.) এর মহামূল্যবান সময়ের যে ব্যাপক অপচয় হচ্ছিল তা বন্ধ হয়ে যাওয়া।

www.pathagar.com

উপরোল্লিখত তথ্য থেকে আমরা জেনেছি যে, সদাকার বিষয়টি অর্ধবেলা থেকে সর্বোচ্চ ১০ দিন চালু ছিল এবং মাত্র একজন ব্যক্তি (আলী রা.)এ আমলটি করার সুযোগ পেয়েছিল।

ব্যাপকভাবে চালু হয়ে যাওয়া একটি বিষয় এত অল্প সময়ে যথাযথভাবে শুধরিয়ে যাবে, এটি বাস্তবতার চরম বিরুদ্ধ কথা। তাই, ১২ নং আয়াতখানি ১৩ নং আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে এ তথ্য সঠিক হতে পারে না।

যুক্তি- ৩

যে সময় বিধানটি নাযিল হয় সে সময় রাসূল (স.) রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন। বিধানটি রহিত হয়ে গেলে কেউ একাকিত্বে গোপন কথা বলতে চাইলে তাকে সুযোগ না দেয়ার কোন অধিকার রাসূল (স.) এর থাকতো না। ফলে স্বাভাবিকভাবে বিধানটি নাযিল হওয়ার পূর্বের অবস্হা আবার ফিরে আসতো এবং পুনরায় রাসূল (স.)এর সময়ের ব্যাপক অপচয় হয়ে ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্রটির এবং মানব সভ্যতার, ব্যাপক ক্ষতি হওয়া আরম্ভ হতো। একইভাবে ভবিষ্যত ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানদের মূল্যবান সময়ও একইভাবে অপচয় হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকতো। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বিধানটি রহিত হওয়া যৌক্তিক হতে পারে না।

যুক্তি- ৪

বাস্তব কারণে, বর্তমানে বিশ্বের, মুসলিম- অমুসলিম সব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সময়ের অপচয় ঠেকাতে, তাদের সাথে একান্তে সাক্ষাতের বিষয়টি বিভিন্ন উপায়ে, কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং ভবিষ্যতেও করতে হবে। তাই, বিধানটি রহিত হয়ে গেলে, কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানকে গুনাহগার হতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বিধানটি রহিত হওয়া অযৌক্তিক।

যুক্তি- ৫

বিধানটি রহিত হয়ে গেলে রাসূল (স.) অবশ্যই তা বলতেন। অর্থাৎ রাসূল (স.) এর কোন হাদীসে অবশ্যই কথাটি পাওয়া যেত। কিন্তু হাদীস গ্রন্থে এমন কোন সহীহ হাদীস উপস্হিত নেই। এখান থেকেও বলা যায়, ১২ নং আয়াতখানি ১৩ নং আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে কথাটি সঠিক নয়।

www.pathagar.com

বিধানটি অর্ধদিবস থেকে ১০ দিনের মধ্যে রহিত হয়ে গেছে এবং মাত্র একজন ব্যক্তি (আলী রা.) বিধানটির উপর আমল করেছিলেন বলে প্রচারিত তথ্য জাল হওয়ার প্রমাণ :

বিবেক- বুদ্ধি

বিষয়টির সাথে সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক-

- ❖ রাসূল (স.) এর সাথে একাকী কথা বলার বিষয়টি ব্যাপকভাবে চালু হয়েছিল বলেই আল্লাহ এ বিধান নাযিল করেছিলেন।
- ❖ রাসূল (স.), আলী (রা.)এর সাথে পরামর্শ করে সদকার পরিমাণও নির্ধারণ করেন খুব সামান্য (যব বা বার্লির দানার পরিমাণ স্বর্ণ বা তার সমমূল্যের কিছু)।
- ❖ যারা সদাকা দিতে পারবে না তাদের মাফ করে দেয়া হবে বলে আল্লাহ তায়ালা প্রথম থেকেই জানিয়ে দিয়েছিলেন।
- ❖ আল্লাহর বিভিন্ন আদেশ অধিক নিষ্ঠার সাথে পালন করার ব্যাপারে সাহাবায়েকিরামগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা চালু ছিল।

প্রচলিত কথা হলো বিধানটি অর্ধদিবস থেকে ১০ দিন চালু ছিল। বিষয়টির ব্যাপারে উপর্যুক্ত চারটি তথ্য সামনে থাকলে, অর্ধদিবস থেকে ১০ দিনের মধ্যে মাত্র একজন সাহাবী, আল্লাহর আদেশকৃত একটি বিষয়ের উপর আমল করেছিলেন, এ কথা কি সত্য হতে পারে? আমার বিশ্বাস আপনারা সকলেই বলবেন, অবশ্যই পারে না।

কুরআন

১৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

অর্থঃ তোমরা যখন তা পালন কর নাই এবং আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন তখন তোমরা নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর।

ব্যাখ্যাঃ 'তোমরা যখন তা পালন কর নাই' অংশটুকু থেকে সহজে বুঝা যায় কিছু কিছু সাহাবী সদাকা না দিয়ে একাকিত্বে রাসূল (স.) এর সাথে কথা বলেছিলেন। কি কারণে তারা তা করেছিলেন সেটি পরে আসছে।

www.pathagar.com

হাদীস

তথ্য- ১

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (স) বলেন, আমি ঘরে ফিরে গিয়ে আমার বিছানার উপর খেজুর পড়ে থাকতে দেখি। আমি তা খাওয়ার জন্য তুলে নিই। কিন্তু পরক্ষণেই সদাকার খেজুর হতে পারে এই আশংকায় আমি তা ফেলে দিই (খাওয়া থেকে বিরত থাকি)। [সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ২৩৪৪]

তথ্য- ২

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (স.)এর কাছে কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য আসলে তিনি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে নিতেন। যদি বলা হতো, এটা হাদীয়া হিসেবে দেয়া হয়েছে, তাহলে তিনি এটা খেতেন। আর যদি বলা হতো এটা সদাকা তাহলে তিনি তা খেতেন না। [(সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ২৩৫৯)]

♦♦ আবু হুরায়রা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন ৭ম হিজরী সালে। তাই আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণনা করা হাদীস সমূহ হলো ৭ম হিজরী বা তার পরে রাসূল (স.) এর কথা, কাজ বা সমর্থন। সুতরাং উপর্যুক্ত হাদীস দু'খানি হতে স্পষ্ট জানা যায় যে-

- ❖ সদাকা দেয়ার বিষয়টি অন্তত ৭ম হিজরী অর্থাৎ ১ থেকে ২ বৎসর চালু ছিল
- ❖ আলী (রা.) সহ আরো অনেক মানুষ সদাকা দিয়ে রাসূল (স.) এর সাথে কথা বলেছিলেন।

☯☯ তাই, নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, রাসূল (স.) এর সাথে একাকিত্বে কথা বলার আগে সদাকা দেয়ার বিধানটি, অর্ধদিবস থেকে ১০ দিনের মধ্যে রহিত হয়ে গেছে এবং মাত্র একজন ব্যক্তি (আলী রা.) বিধানটির উপর আমল করেছিলেন বলে প্রচারিত তথ্যটি বানানো বা জাল। আসলে রাসূল (স.) এর সাথে একাকিত্বে কথা বলার আগে সদাকা দেয়ার বিধানটি চালু ছিল এবং আছে।

সূরা মুজাদালার ১২ ও ১৩ নং আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা

সুধী পাঠক, চলুন এখন দেখা যাক সূরা মুজাদালার ১২ ও ১৩ নং আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যাটি, যা পরস্পর সম্পূরক হবে, বিপরীত হবে না। এবং যা মুসলিম জাতি বা মানব সভ্যতার ক্ষতি করবে না বরং উপকার করবে।

www.pathagar.com

১২ নং আয়াত

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ, যখন রসূলের সাথে তোমরা একাকিত্বে কথা বলবে তখন কথা বলার পূর্বে সদাকা দাও। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও পরিশোধক। যদি এতে অক্ষম হও তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

ব্যাখ্যাঃ এ আয়াতে প্রথমে, যে সকল ঈমানদার রাসূল (স.) এর সাথে একাকিত্বে কথা বলতে চায় তাদের কথা বলার পূর্বে সদাকা দিতে হবে বলে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। তবে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো-

- ❖ সদাকা কি দিতে হবে, কি পরিমাণ দিতে হবে বা কতটুকু সম্পদ থাকলে সদাকা দিতে হবে তা আল্লাহ উল্লেখ করেন নি
- ❖ রাষ্ট্রীয় না ব্যক্তিগত বিষয়ে গোপনে কথা বলার আগে সদাকা দিতে হবে তা স্পষ্ট করে আল্লাহ বলেন নি। আর এটি বুঝা খুবই সহজ যে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত বিষয়ের ব্যাপারে বিধানটির প্রয়োগ একই হবে না। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গোপনে রাষ্ট্রপ্রধানকে জানালে রাষ্ট্র তথা সাধারণ জনগণের কল্যাণ হবে। তাই মানুষকে এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত না করে উৎসাহিত করা দরকার। আর ব্যক্তিগত বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের সময় ব্যায়ে ব্যক্তির কল্যাণ হবে কিন্তু সাধারণ জনগন ঐ সময়ের কল্যাণ থেকে মাহরুম হবে।
- ❖ যারা সদাকা দিতে অসমর্থ হবে তাদের মাফ করে দেয়া হবে বলে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন।

তাই সহজে বুঝা যায়, রাসূলের সাথে একাকিত্বে কথা বলা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া বিধানটির উদ্দেশ্য ছিল না। বরং সদাকা দেয়ার শর্ত আরোপের মাধ্যমে ঐ কাজে নিয়ন্ত্রণ আনা অর্থাৎ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলে স্বল্পসময়ে তা বলার ব্যবস্হা চালু রাখাই বিধানটির উদ্দেশ্য। এ বিষয়টি আরো বুঝা যায় আয়াতখানির পরের অংশের 'এটা (সদাকা দেয়া) তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও পরিশোধক' বক্তব্যটি থেকে। এ বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, একাকিত্বে বেশি কথা বলার ফলে রাসূল (স.) এর সময়ের অপচয় হয়ে মহাক্ষতি হচ্ছিল। ঐ ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সদাকা দেয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

কারণ এতে একাকিত্বে কথা বলায় কাংক্ষিত নিয়ন্ত্রণ আসবে এবং বিষয়টির খারাপ দিকটি পরিশোধিত হয়ে সমাজের কল্যাণ হবে।

১৩ নং আয়াত-

أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

অর্থঃ তোমরা কি একাকিত্বে কথা বলার পূর্বে সদাকাত প্রদান করার বিষয়ে উদ্বিগ্নতা অনুভব কর? তোমরা যখন তা পালন কর নাই এবং আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন তখন তোমরা নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার সবকিছুর খবর রাখেন।

ব্যাখ্যাঃ আয়াতখানির প্রথম কথাটির থেকে বুঝা যায় একাকিত্বে কথা বলার পূর্বে সদাকাত দেয়ার বিষয়টি নিয়ে অনেক সাহাবীর মধ্যে উদ্বিগ্নতা দেখা দিয়েছিল। এ উদ্বিগ্নতার সম্ভবপর কারণগুলো হতে পারে-

- ❖ অনেক সাহাবী অপারগতার কারণে সদাকাত না দিয়ে রাসূল (স.) এর সাথে রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিগত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। তবে অপারগতার কারণটি আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে কিনা এ বিষয়ে তাদের উদ্বিগ্নতা ছিল। আর এ থাকাটা স্বাভাবিকও ছিলো।
- ❖ আল্লাহর বিধান অধিক নিষ্ঠার সাথে পালন করার জন্য সাহাবীগণ প্রতিযোগিতা করতেন। তাই (আল্লাহর মাফের ঘোষণা থাকা সত্বেও), অধিক পরহেজগারীর কারণে বহু সাহাবীর, নিজের জ্ঞানে আসা রাষ্ট্রীয়গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও, একাকিত্বে রাসূল (স.) কে জানানো বন্ধ করে দেয়া অস্বাভাবিক ছিল না। এর ফলে নবীন ইসলামী রাষ্ট্রটির ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে বুঝতে পেরে অনেক সাহাবীর উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক ছিল।
- ❖ কোন কোন সাহাবী হয়তো আলোচনার বিষয়টি, বিশেষ রাষ্ট্রীয়গুরুত্বপূর্ণ ভেবে, সামর্থ থাকা সত্বেও সদাকা না দিয়ে গোপনে রাসূল (স.)কে জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরে এতে গুনাহ হয়েছে কিনা ভেবে উদ্বিগ্ন ছিলেন।

www.pathagar.com

এ বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই আল্লাহ আয়াতের পরের অংশের বক্তব্যগুলো বলেছেন। তাই, পরে উল্লিখিত 'তোমরা যখন তা পালন কর নাই এবং আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন তখন তোমরা নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর' অংশটুকুর ব্যাখ্যা হবে-

- যে সকল সাহাবী অপারগতার কারণে সদাকা না দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা স্বল্প সময়ে রাসূল (স.) এর সাথে গোপনে বলে উদ্বিগ্ন ছিলেন তাদের আল্লাহ আবার নিশ্চিত করলেন যে, পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী তোমাদের কোন গুনাহ হয়নি। তাই তোমরা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয়গুরুত্বপূর্ণ কথা, সল্প সময়ে, গোপনে রাসূলকে জানানোর প্রথা চালু রাখ।
- যারা অধিক পরহেজগারী দেখাতে যেয়ে সামর্থ থাকা সত্বেও গুরুত্বপূর্ণ কথা গোপনে রাসূল (স.) কে বলেনি, তাদেরকে আল্লাহ বলছেন, 'আল্লাহর আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য। আমি বলেছি সামর্থ থাকলে সদাকা দিয়ে কথা বলতে। কিন্তু তোমরা তা না করে পরহেজগারীর কাজ কর নাই। তবে এ পর্যন্ত যা করেছ তা আমি মাফ করে দিলাম কিন্তু ভবিষ্যতে যথাযথভাবে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে'।
- যারা বিশেষ রাষ্ট্রীয়গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করে সামর্থ থাকা সত্বেও সদাকা না দিয়ে গোপনে রাসূল (স.) জানিয়েছিলেন, তাদেরকে আল্লাহ বলেছেন, 'বিশেষ রাষ্ট্রীয়গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে তোমরা মাফ পেয়ে গেছ'। অর্থাৎ তারা কোন অপরাধ করেনি।

উপরে উল্লেখিত সকল তথ্য সামনে রাখলে, আয়াত দু'খানি থেকে, সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য যে বাস্তব তথ্য বের হয়ে আসে তা হলো-

- ❖ রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে গোপনে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত বেশি সময় নিয়ে কথা বলার মানসিকতা দূর করতে হবে
- ❖ যাদের সামর্থ নেই তারা সদাকা না দিয়ে রাষ্ট্রীয়গুরুত্বপূর্ণ বা ব্যক্তিগত অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যথাসম্ভব স্বল্প সময় নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে গোপনে কথা বলতে পারবে
- ❖ যাদের সামর্থ আছে তারা সদাকা না দিয়ে রাষ্ট্রীয়গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, যথাসম্ভব স্বল্প সময় নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে গোপনে কথা বলতে পারবে
- ❖ যাদের সামর্থ আছে তাদেরকে সদাকা দিয়ে ব্যক্তিগত গুরুত্বপূর্ণ কথা, যথাসম্ভব স্বল্প সময় নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে গোপনে বলতে হবে

www.pathagar.com

❖ সদাকার অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে এবং সর্বসাধারণের কল্যাণে ব্যয় হবে।

৪. সূরা মুজ্জাম্মিলের ২, ৩ ও ৪ নং আয়াত একই সূরার ২০ নং এবং সূরা বনী ইসরাইলের ৭৯ নং আয়াত দ্বারা মানসুখ (রহিত) হওয়া না হওয়ার পর্যালোচনা

মুসলিম সমাজে এ কথা চালু আছে যে, সূরা মুজ্জাম্মিলের ২, ৩ ও ৪ নং আয়াত একই সূরার ২০ নং এবং সূরা বনী ইসরাইলের ৭৯ নং আয়াত দ্বারা মানসুখ (রহিত) হয়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে দু'জন মনীষীর বক্তব্য নিম্নরূপ-

ক. শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ) লিখিত আল ফাউযুল কবীরের পূর্বোল্লিখিত বঙ্গানুবাদ (কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি) গ্রন্থের ৫৬ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বক্তব্য হলো- (কেউ কেউ বলেছেন) এ আয়াতকে (সূরা মুজ্জাম্মিলের ২, ৩ ও ৪ নং আয়াত) এ সূরার শেষ আয়াত (২০ নং আয়াত) দ্বারা মানসুখ করা হয়েছে। কিন্তু আমার মতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের হুকুম দিয়ে একে মানসুখ করা ঠিক নয়। মূল সত্য হল এই যে, সূরার শুরুতে রাত জাগার যে হুকুম রয়েছে তা মুস্তাহাবে মুয়াক্কাদা ছিল। পরের আয়াত এসে তাকীদ বাতিল করে শুধু মুস্তাহাব বাকী রেখেছে।

খ. বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী লিখিত 'উলুমুল কুরআনের' পূর্বোল্লিখিত বঙ্গানুবাদ (আল- কুরআনের জ্ঞান বিজ্ঞান) গ্রন্থের ১২৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বক্তব্য হলো- এ আয়াতে (সূরা মুজ্জাম্মিলের ২, ৩ ও ৪ আয়াত) কমপক্ষে রাত্রির অর্ধাংশে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে পরের আয়াত দ্বারা এতে সহজতা সৃষ্টি করে প্রাক্তন হুকুমকে রহিত করা হয়েছে। নাসিখ আয়াতটি হলো ২০ নং আয়াত।

সুধী পাঠক, প্রথমে সূরা দু'টির উল্লিখিত আয়াত ক'খানির সরল অর্থ দেখে নেয়া যাক-

সূরা মুজ্জাম্মিলের ১, ২, ৩ ও ৪ আয়াত

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ . قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا . نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا . أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا .

www.pathagar.com

অর্থঃ হে চাদর মুড়ি দিয়ে শয়নকারী ব্যক্তি। রাতের কিছু অংশ ব্যতীত (তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করার জন্য) দাড়াও। অর্ধেক রাত বা তা থেকে কিছু কম সময়। অথবা তার চেয়ে কিছু বেশি সময়। আর কুরআন পড় যথাযথভাবে (গভীর মনোনিবেশ সহকারে, ধীরে ধীরে ও আবৃত্তি করে)।

সূরা মুজ্জাম্মিলের ২০ নং আয়াত

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

অর্থঃ নিশ্চয়ই তোমার রব জানেন যে, তুমি কখনো রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সময়, কখনো অর্ধেক এবং কখনো এক তৃতীয়াংশ (তাহাজ্জুদ সালাতে) দাঁড়িয়ে থাক। আর তোমার সাথীদের মধ্য হইতেও কিছু সংখ্যক লোক তোমাকে ঐ কাজে অনুসরণ করে। আল্লাহই (সর্ব অবস্থায়) রাত ও দিনের সময়ের নিখুৎ হিসাব রাখতে সক্ষম। তিনি জানেন যে, (বিভিন্ন কারণে) তোমরা উহার (রাত-দিনের সময়ের) সঠিক হিসাব রাখতে পারো না। তাই, তাঁর দিকে তোমাদের ফিরে থাকাকে (তাঁর আদেশ মানার প্রাণপণ চেষ্টাকে) তিনি গ্রহণ করে নিয়েছেন। অতএব, যতটুকু তোমাদের জন্য পড়া সহজ হয় ততটুকু কুরআন পড়ে নাও (ততটুকু পড়ে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে নাও)।

সূরা বনী ইসরাইলের ৭৯ নং আয়াত

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا . وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا .

অর্থঃ সালাত প্রতিষ্ঠা কর সূর্য পশ্চিমে দিকে ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতে অন্ধকার আচ্ছন্ন হওয়ার সময় পর্যন্ত এবং ফজরের কুরআন পাঠ (চালু রাখ)। নিশ্চয় ফজরের কুরআন পাঠে (ফেরেশতাদের) সাক্ষী রাখা হয়। আর রাতে

www.pathagar.com

তাহাজ্জুদ পড়। এটি তোমার জন্য নফল। আশা করা যায় তোমার রব তোমাকে অত্যন্ত প্রশংসিত অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন। (বনী ইসরাইল : ৭৮, ৭৯)

সূরা মুজ্জাম্মিলের ২, ৩ ও ৪ নং আয়াতের বক্তব্য, একই সূরার ২০ নং এবং সূরা বনী ইসরাইলের ৭৯ নং আয়াতের মাধ্যমে রহিত হয়েছে কথাটি যেভাবে তৈরি হয়েছে-

প্রচলিত কথা হচ্ছে, সূরা মুজ্জাম্মিলের ২, ৩ ও ৪ নং আয়াতে তাহাজ্জুদ সালাত রাসূল (স.) এর জন্য ফরজ বলা হয়েছে এবং রাতের অর্ধেক বা তার থেকে কিছু কম বা বেশি অংশ ধরে ঐ সালাত তাকে পড়তে বলা হয়েছে। কিন্তু সূরা মুজ্জাম্মিলের ২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে সহজে পড়া যায় (বেশি কষ্ট না হয়) এতটুকু সময় ধরে তাহাজ্জুদ পড়তে এবং বনী ইসরাইলের ৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে তাহাজ্জুদ রাসূল (স.) এর জন্য নফল। সুতরাং মুজ্জাম্মিলের ২, ৩ ও ৪ নং আয়াতের বক্তব্য ঐ সূরার ২০ নং আয়াত এবং বনী ইসরাইলের ৭৯ নং আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

সুধী পাঠক, চলুন এখন সূরা দু'টির আয়াত ক'খানির প্রকৃত ব্যাখ্যা এবং সে ব্যাখ্যার আলোকে, সূরা মুজ্জাম্মিলের ২, ৩ ও ৪ আয়াতের বক্তব্য রহিত হতে পারে কিনা তা পর্যালোচনা করা যাক-

সূরা মুজ্জাম্মিলের ১, ২, ৩ ও ৪ আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

চাদর মুড়ি দিয়ে শয়নকারী ব্যক্তি বলে রাসূল (স.) কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সূরাটির বক্তব্য শুরু করা হয়েছে সুনির্দিষ্টভাবে রাসূল (স.) কে সামনে রেখে। ২, ৩ ও ৪ নং আয়াতে রাতের কতটুকু অংশ ধরে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে হবে সেটি আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। এখানে যে বিকল্পসমূহ আল্লাহ রেখেছেন তা হলো-

- ❖ অর্ধেক রাত
- ❖ অর্ধেক রাতের কিছু কম অংশ
- ❖ অর্ধেক রাতের কিছু বেশি অংশ

অর্থাৎ এ তিন বিকল্প পরিমাণের যে কোনটি অনুসরণ করলে, তাহাজ্জুদ সালাতের দীর্ঘতা সম্বন্ধে আল্লাহর আদেশ মানা হয়ে যাবে।

রাসূল (স.) কে তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দেয়ার কারণের বিষয়ে আল্লাহ বক্তব্য রেখেছেন সূরার ৫ ও ৬ নং আয়াতে। সে বক্তব্য হলো-

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا . إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا

www.pathagar.com

অর্থঃ আমি অতিশীঘ্র তোমার ওপর একটি গুরুতর বাণী (কুরআন) নাযিল করবো। নিশ্চয় (তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য) রাত্রে ঘুম থেকে ওঠা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক বেশি কার্যকর এবং যথাযথভাবে কুরআন পড়ার জন্য উপযুক্ত সময়।

ব্যাখ্যাঃ এখান থেকে বুঝা যায়, কুরআনের বক্তব্য বাস্তবায়ন করার যে গুরুতর দায়িত্ব রাসূল (স.) এর ওপর অর্পিত হয়েছিল সে জন্য তাঁকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করার নিমিত্তে তাহাজ্জুদ সালাতের আদেশ দেয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে তাহাজ্জুদ সালাতের যে দু'টি দিকের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো-

- **প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জন করা**

  মানুষের প্রবৃত্তি রাতে ঘুমিয়ে আরাম করতে চায়। সে আরাম ত্যাগ করে দাড়িয়ে সালাত আদায় করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তাই এখানে, অপরিসীম কষ্ট সহ্য করে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করার উপযুক্ত করে প্রবৃত্তিকে তৈরি করাকে, তাহাজ্জুদ সালাত রাসূল (স.) এর জন্য ফরজ করার একটি উদ্দেশ্য বলা হয়েছে।

- **কুরআনের বক্তব্য যথাযথভাবে অনুধাবন করা ও মনে রাখা**

  পৃথিবী যে সময় কোলাহল মুক্ত থাকে, সেটিই হলো গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআন অধ্যয়ন করে তার বক্তব্য বুঝে নেয়া ও মনে রাখার সময়। সহজে বলা যায় যে, গভীর রাত হলো সেই সময়। কুরআন ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে হলে, কুরআনের বক্তব্য গভীরভাবে অনুধাবন এবং সর্বোক্ষণ মনে রাখতে হবে। তাই এটিকেও এখানে, তাহাজ্জুদ সালাত রাসূল (স.) এর জন্য ফরজ করার একটি উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে।

সূরা মুজ্জাম্মিলের ২০ নং আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

সূরা মুজ্জাম্মিলের প্রথম রুকু (১-১৯ আয়াত) নাযিল হয় মক্কী জীবনের প্রথম দিকে। আর দ্বিতীয় রুকু (২০ নং আয়াত) নাযিল হয় মাদানী জীবনে, সালাত ও যাকাত ফরজ হওয়ার বিধান নাযিল হওয়ার পর। তাহলে এ সূরার ২-৪ আয়াত এবং ২০ নং আয়াত নাযিল হওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান কমপক্ষে ১০ বছর।
২০ নং আয়াতের প্রথম দিকের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট জানা যায়, সূরাটির ২-৪ আয়াতের মাধ্যমে আদেশ আসার সাথে সাথে রাসূল (স.) রাতের কখনও প্রায় ২/৩ অংশ, কখনও ১/২ অংশ বা কখনও ১/৩ অংশ, তাহাজ্জুদ সালাত পড়া

www.pathagar.com

শুরু করেন। পরে সাহাবায়েকিরামগণও তাঁর সাথে যোগ দেন। যদিও তাঁদের জন্য তাহাজ্জুদ পড়ার আদেশ ছিল না।

আয়াতখানির পরের অংশের বক্তব্যটি সাধারণভাবে অসংলগ্ন মনে হতে পারে। কিন্তু বিষয়টি মোটেই তা নয়। এ অংশের মাধ্যমে যে তথ্যটি আল্লাহ জানিয়েছেন তা হলো- রাসূল (স.) ও সাহাবায়েকিরামগণ তাহজ্জুদ পড়ার সময় রাতের কতটুকু অংশ চলে গেল তার নিখুৎ হিসাব রাখতে পারতেন না। এর নানাবিধ কারণ হতে পারে। যেমন-

- ❖ বর্তমান কালের ন্যায় ঘড়ি না থাকায় সময় সঠিক ভাবে বুঝতে পারতেন না
- ❖ আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী রাত, প্রতি দিন বা প্রতি মাসে কতটুকু করে ছোট- বড় হয়, তার হিসাব তারা সঠিকভাবে জানতেন না
- ❖ সালাতে গভীর মনোনিবেশের কারণে সময় কোনদিক দিয়ে চলে যেত তা তারা বুঝতে পারতেন না

এ তথ্যটিই আল্লাহ উপস্থাপন করেছেন আয়াতে উল্লিখিত 'আল্লাহ রাত- দিনে সময়ের নিখুৎ হিসাব রাখতে সক্ষম। তিনি জানেন যে, তোমরা উহার (রাত-দিনের সময়ের) সঠিক হিসাব রাখতে পারো না' বক্তব্যের মাধ্যমে।

আয়াতের فَتَابَ عَلَيْكُمْ অংশের তরজমা অনেকে করেছেন 'আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন'। কিন্তু এ তরজমা সঠিক হবে না। কারণ, এখানে রাসূল (স.) বা সাহাবায়েকিরামগণ কোন অন্যায় করেননি, যার জন্য ক্ষমা দরকার।
এ অংশের সঠিক তরজমা ও তাফসীরঃ সূরার প্রথমে আল্লাহ শুধুমাত্র রাসূল (স.) কে রাতের অর্ধেক বা তার কম বা বেশি অংশ, তাহাজ্জুদের সালাত পড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর এর কারণ ছিল, তাঁর উপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের উপযুক্ত করে নিজেকে গঠন করা। এ আদেশ পালন করতে যেয়ে, ১০ বৎসরকাল শুধু রাসূলই (স.) নন, সাহাবায়েকিরামগণও যে তাঁর দিকে ফিরে থেকেছেন তথা রাতের কখনো প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধেক এবং কখনো এক তৃতীয়াংশ তাহাজ্জুদ সালাতে কাটিয়েছেন, এতে আল্লাহ খুশি হয়ে তাদের কাজকে কবুল করেছেন।

এরপর আল্লাহ যতটুকু পড়া সহজ ততটুকু কুরআন পড়ে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে নিতে বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ, ৩ ও ৪ নং আয়াতে তাহাজ্জুদ সালাতের সময়ের পরিমাণের যে তিনটি বিকল্প বলেছিলেন তাঁর শারীরিক কষ্টের দিকে খেয়াল রেখে তার যেকোনটি গ্রহণ করতে বলছেন। যেমন- যে রাতের আগের দিনটি খুব কষ্টের কাজে কেটেছে বা যার পরের দিনে খুব কষ্টের কাজ আছে, সে

www.pathagar.com

রাতটিতে ১/৩ অংশ বা তার কম সময় তাহাজ্জুদ পড়া। যে রাতের আগের দিনটি মধ্যম কষ্টের কাজে কেটেছে বা যার পরের দিনে মধ্যম কষ্টের কাজ আছে, সে রাতটিতে ১/২ অংশ বা তার কম সময় তাহাজ্জুদ পড়া। যে রাতের আগের দিনটি অল্প কষ্টের কাজে কেটেছে বা যার পরের দিনে তেমন কষ্টের কাজ নেই, সে রাতটিতে প্রায় ২/৩ অংশ বা তার বেশি সময় তাহাজ্জুদ পড়া।

তাই, ২০ নং আয়াত দ্বারা ২-৪ নং আয়াতের বক্তব্য রহিত হওয়ার প্রশ্নই আসতে পারে না।

সূরা বনী ইসরাইলের ৭৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

সূরা বনী ইসরাইল মি'রাজের সময় তথা হিজরতের এক বছর পূর্বে নাযিল হয়। ৭৮ নং আয়াতে যোহর থেকে এশা পর্যন্ত ওয়াক্তীয় সালাত এবং ফজরের সালাত প্রতিষ্ঠা করার (ফরজ হওয়ার) কথা বলা হয়েছে। এরপর ৭৯ নং আয়াতে রাসূল (স.) এর জন্য তাহাজ্জুদের সালাতকে নফল বলা হয়েছে।

সূরা মুজ্জাম্মিলের ২-৪ নং আয়াতের মাধ্যমে তাহাজ্জুদের সালাত রাসূল (স.) এর জন্য ফরজ তথ্যটি জানানো হয়েছে। আর সূরাটির ৬ নং আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন তাহাজ্জুদের সালাত রাসূল (স.) এর জন্য ফরজ করার কারণটি। সে কারণটি হলো- যে গুরুদায়িত্ব রাসূল (স.) এর উপর তিনি দিতে যাচ্ছেন তার জন্য উপযোগী করে রাসূল (স.)কে তৈরি করা।

রাসূল (স.) এর উপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব সমাপ্ত হওয়ার ১১ বছর পূর্বে সূরা বনী ইসরাইলের ৭৯ নং আয়াতটি নাযিল হয়েছে। তাই, এই আয়াতের মাধ্যমে তাহাজ্জুদ সালাত রাসূল (স.) এর জন্য নফল তথা ফরজের অতরিক্ত এটি বলার কোন সুযোগ নেই।

নফল শব্দটির শাব্দিক অর্থ অতিরিক্ত। পরিভাষায় যেমন 'ফরজের অতিরিক্ত' বুঝানো হয়, তেমনি অতিরিক্ত ফরজ অর্থেও এটি ব্যবহৃত হতে পারে। তাই, এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা হবে- তাহাজ্জুদ সালাত রাসূল (স.) এর জন্য ওয়াক্তীয় ফরজ সালাতের বাইরে অতিরিক্ত ফরজ সালাত (অর্থাৎ নফল মানে অতিরিক্ত ফরজ)এবং সাধারণ মানুষের জন্য নফল তথা ফরজের পর অতিরিক্ত সালাত। কিছু মনীষী (যেমন ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ) আয়াতখানির এ ব্যাখ্যাই করেছেন। আর রাসূল (স.) এর হাদীসের মাধ্যমেও ব্যাখ্যাটির সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন- এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলে, রাসূল (স.) বললেন, তোমাদের জন্য দিন ও রাতের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ। লোকটি জিজ্ঞেস করলো- এ ছাড়া অন্যকিছু কি

www.pathagar.com

আমার জন্য ফরজ? জবাবে বলা হলো, না। তবে তুমি স্বেচ্ছায় কিছু পড়লে ভিন্ন কথা। (বুখারী ও মুসলিম)

তাই, সূরা বনী ইসরাইলের ৭৯ আয়াত দ্বারা সূর মুজ্জাম্মিলের ২- ৪ নং আয়াতের বক্তব্য রহিত হতে পারে না।

৫. সূরা বাকারার ২৪০ নং আয়াত সূরা বাকারার ২৩৪ ও নিসার ১২ নং আয়াত দ্বারা মানসুখ (রহিত) হওয়া না হওয়ার পর্যালোচনা

মুসলিম সমাজে এ কথা চালু আছে যে, সূরা বাকারার ২৪০ নং আয়াতটি সূরা বাকারার ২৩৪ নং ও নিসার ১২ নং আয়াত দ্বারা মানসুখ (রহিত) হয়ে গেছে। এ বিষয়ে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ) লিখিত আল ফাউযুল কবীরের পূর্বোল্লিখিত বঙ্গানুবাদ (কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি) গ্রন্থের ৪৯ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বক্তব্য হলো- এ আয়াতখানি (বাকারার ২৪০ নং আয়াত) পরবর্তী চার মাস দশ দিন ইদ্দত ধার্যকারী আয়াত দ্বারা এবং ওয়াসিয়্যাতের হুকুম রহিত হয়েছে মীরাসের হুকুম দ্বারা। অবশ্য সুকনা (থাকার ব্যবস্থা) সম্পর্কিত হুকুমটি একদলের নিকট রহিত হয়নি। অপর দলের মতে 'লা- সুকনা' হাদীস একে মানসুখ করেছে। যেহেতু সব মুফাসসির এ আয়াতের মানসুখ হওয়ার ব্যাপারে একমত, তাই আমিও মানসুখ মনে করি। কিন্তু এও বলা যেতে পারে যে, আয়াতটি মুমূর্ষের জন্য ওয়াসিয়্যাত জায়েয ও মুস্তাহাব বলে প্রমাণ করে। এবং নারীর জন্য এ আয়াত অনুসরণের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এ অভিমত হচ্ছে ইবনে আব্বাস (রা.) এর। আয়াতটিতেও এ ব্যাখ্যার সমর্থন সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।

সুধী পাঠক, চলুন বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক। প্রথমে আয়াত ক'খানির সরল অর্থ জেনে নেয়া যাক-

সূরা বাকারার ২৪০ নং আয়াত

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং স্ত্রীদেরকে রেখে যায় (অর্থাৎ স্ত্রীরা বেচে থাকে) তারা যেন (পরিবারের সদস্যদের) ওয়াসিয়্যাত করে যায় এক বছর পর্যন্ত স্ত্রীদের ভরণ পোষন দিতে এবং ঘর থেকে বের করে না দিতে। তবে যদি তারা নিজেরাই বেরিয়ে যায় তাহলে নিজেদের ব্যাপারে ন্যায়

www.pathagar.com

সংগত পন্থায় তারা যা করবে তার কোন দায় দায়িত্ব তোমাদের উপর নেই। আল্লাহ মহাশক্তিসম্পন্ন মহাবিজ্ঞ।

সূরা বাকারার ২৩৪ নং আয়াত

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

অর্থ: তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদেরকে রেখে যায়, তখন স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন পর্যন্ত নিজেদের (বিবাহ হতে) বিরত রাখবে। যখন তাদের ইদ্দত পূরণ হয়ে যাবে তখন তারা নিজেদের ব্যাপারে ন্যায়সংগতভাবে কিছু (বিবাহ) করলে, তার দায়িত্ব তোমাদের উপর বর্তাবে না। আল্লাহ তোমাদের সব কাজের খবর রাখেন।

সূরা নিসার ১২ নং আয়াত

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم

অর্থঃ আর তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির ১/৪ অংশ পাবে যদি তোমরা নিঃসন্তান হও। আর তোমাদের সন্তান থাকলে তারা ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তির ১/৮ অংশ পাবে।

যে যুক্তির ভিত্তিতে সূরা বাকারার ২৪০ নং আয়াত, বাকারার ২৩৪ নং এবং নিসার ১২ নং আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে বলা হয়-

বলা হয় সূরা বাকারার ২৪০ নং আয়াত অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির ওয়াসিয়্যাতের কারণে তার জীবিত থাকা স্ত্রীকে, এক বছর পর্যন্ত ভরণ- পোষন দেয়ার দায়িত্ব পরিবারের সদস্যদের নিতে হবে। কিন্তু বাকারার ২৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে ইদ্দত পূরণ হয়ে যাওয়ার পর বিবাহ করলে তাদের দায়িত্ব পরিবারের সদস্যদের ওপর বর্তাবে না। তাই, ২৩৪ নং আয়াত ২৪০ নং আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে।

আর নিসার ১২ নং আয়াতের মাধ্যমে জীবিত থাকা স্ত্রীদের মীরাসের অন্তর্ভুক্ত (স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তির অংশীদার) করা হয়েছে। মীরাসের আয়াত

www.pathagar.com

ওয়াসিয়্যাতকে রহিত করেছে। তাই, নিসার ১২ নং আয়াতও বাকারার ২৪০ নং আয়াতকে রহিত করেছে।

সূরা বাকারার ২৪০ নং আয়াত, বাকারার ২৩৪ নং এবং নিসার ১২ নং আয়াত দ্বারা রহিত না হওয়ার যুক্তি ও দলিল

বাকারার ২৪০ নং আয়াতে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী যদি স্বামীর ঘরে থাকে তবে এক বছর কাল পর্যন্ত তার ভরণ- পোষনের দায়িত্ব, পরিবারের সদস্যদের দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে ২৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে ইদ্দতের (৪ মাস ১০ দিন) পর স্ত্রী যদি বিবাহ করে নতুন স্বামীর ঘরে চলে যায় তবে তার ভরণ- পোষনের আর কোন দায়িত্ব পরিবারের সদস্যদের উপর থাকবে না। এ দুই আয়াত পরস্পরের সম্পূরক, বিরোধী নয়। তাই, ২৩৪ নং আয়াত দ্বারা ২৪০ নং আয়াত রহিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

অন্যদিকে মীরাসের আয়াত ওয়াসিয়্যাতকে মানসুখ করেছে কথাটি যে সঠিক নয় সেটি আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। আবার 'মীরাস পাবে বলে ভরণ- পোষন পাবে না' কথাটি, 'মোহরানা পেয়েছে তাই ভরণ- পোষন পাবে না', অগ্রহণযোগ্য এ কথাটির সমতুল্য কথা নয় কি? তাই, নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, সূরা বাকারার ২৪০ নং আয়াত, সূরা নিসার ১২ নং আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে কথাটি মোটেই সঠিক নয়।

শেষ কথা

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ, আশা করি উপস্হাপিত তথ্যের আলোকে আপনারা নিশ্চিত হয়েছেন যে-

- ❖ 'আল- কুরআনের অনেক আয়াত পূর্বে ছিল তবে পরে আল্লাহ তা রহিত করে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন বা ভুলিয়ে দিয়েছেন' কথাটি মোটেই সঠিক নয়
- ❖ 'বর্তমান কুরআনে রহিত হওয়া ও রহিতকারী উভয় ধরনের আয়াত উপস্হিত আছে' কথাটিও ভুল। বরং কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা নাযিল হওয়ার পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত বলবত থাকবে
- ❖ 'কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু শিক্ষা চালু নেই' এ কথাও সম্পূর্ণ ভুল। কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।

www.pathagar.com

এটি সহজে বুঝা যায় যে, নাসিখ- মানসুখ বিষয়টি কুরআনের অনেক আয়াতের অপূর্ব কল্যাণ থেকে মানব সভ্যতাকে বঞ্চিত করেছে এবং চালু থাকলে ভবিষ্যতেও করবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মাদ্রাসার সিলেবাসে বিষয়টি আছে এবং ছাত্রদের তা পড়ে ও লিখে পাশ করতে হয়। তাই, আমাদের সকলের, বিশেষ করে যারা ইসলামী বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার ও সিলেবাস প্রণয়নের অবস্হানে আছেন তাদের সকলের জরুরী ভিত্তিতে বিষয়টির দিকে খেয়াল দেয়া দরকার। আল্লাহ মুসলিম জাতিকে এ তওফিক দান করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন!! ভুল- ত্রুটি ধরা পড়লে ধরিয়ে দেয়া শ্রদ্ধেয় পাঠকের ঈমানী দায়িত্ব। আর সঠিক হলে তা শুধরিয়ে নেয়া আমার ঈমানী দায়িত্ব। সকলের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

www.pathagar.com

লেখকের বইসমূহ

কুরআন, হাদীস ও বিবেক- বুদ্ধি অনুযায়ী_

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রসূল (আ.) প্রেরণের উদ্দেশ্য ও তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের একনাম্বার কাজ এবং শয়তানের এক নাম্বার কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক- বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়
৯. ওযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি?
১০. কুরআনের পঠন পদ্ধতি- প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর আইন কোনটি?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনে কুরআন হাদীস ও বিবেক- বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন ও কাফিরের সংজ্ঞা এবং শ্রেণীবিভাগ
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনাসম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াত দ্বারা কবীরা গুনাহ ও দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর (ভাগ্য।) পূর্বনির্ধারিত' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের তাফসীর করা বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি
২৭. 'মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্বনির্ধারিত' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড় গুনাহ- শিরক করা, না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী বিষয়ে লেকচার, ওয়াজ বা বক্তব্য উপস্থাপনের ফর্মুলা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূল জ্ঞানে ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' প্রচলিত এ কথাটি কি সঠিক?

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com